এ.টি.এম.শামসুদ্দীন রূপান্তরিত

ক্যারি অন, জীভ্‌স্

পি.জি.ওডহাউস

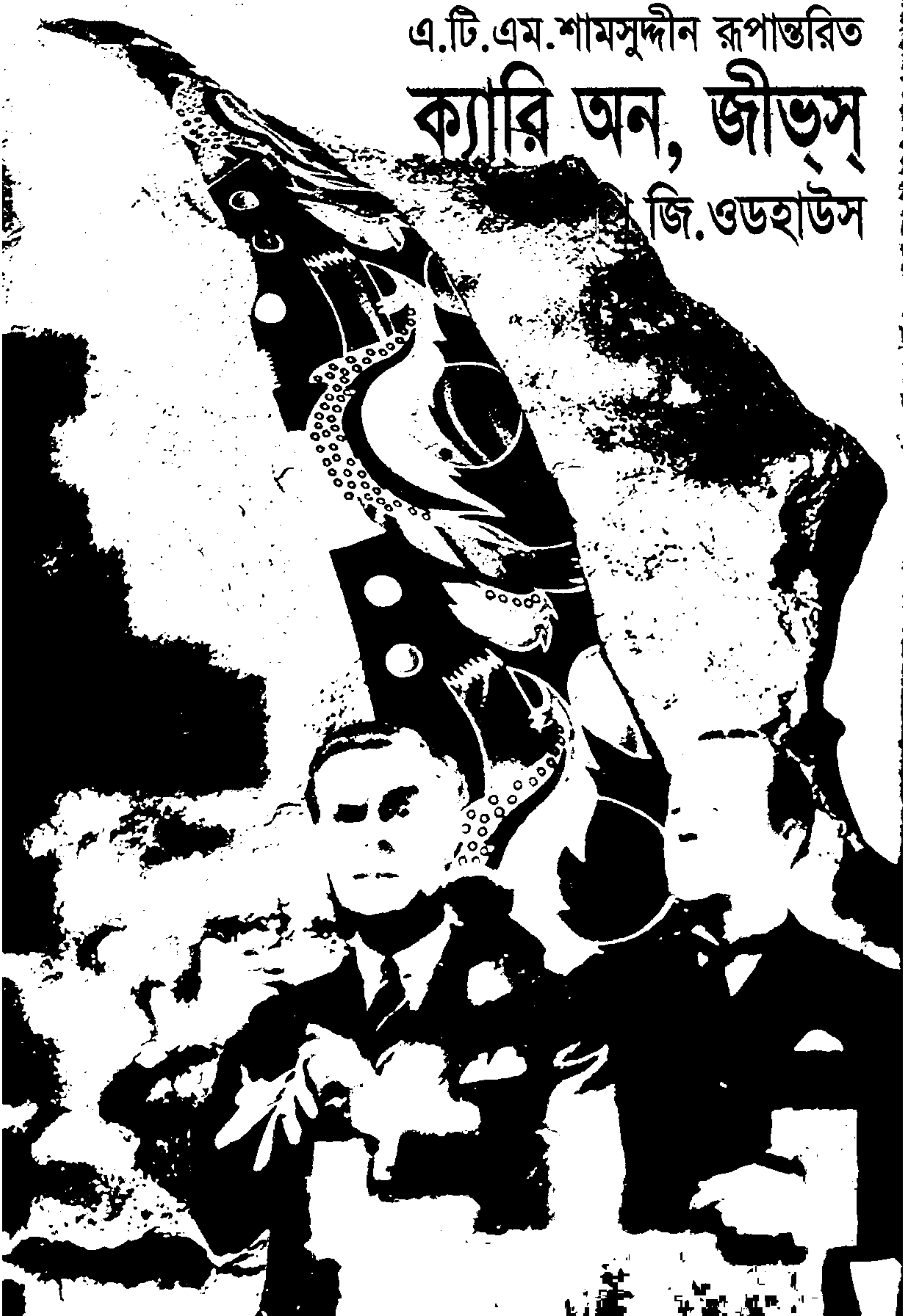

পি. জি. ওডহাউস-এর

ক্যারি অন, জীভ্‌স্‌

রূপান্তর: এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

স্থাপিত-২০০৬
সংগ্রহ নং........
তাং..../..../....

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

প্রজাপতি প্রকাশন

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

ক্যারি অন, জীভ্‌স্

স্থাপিত-২০০৬
সংগ্রহ নং.........
তাং.../.../....

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

দায়িত্ব গ্রহণ করলো জীভ্‌স

আমার খানসামা জীভ্‌স-এর সাথে আমার সম্পর্কটা কেমন? অনেকেই মনে করেন আমি অতি মাত্রায় নির্ভরশীল ওর ওপর। ফুফু আগাথা তো ওকে আমার রক্ষকই বলেন। তা আমার কথা হচ্ছে, কেন নয়? লোকটা একজন প্রতিভা। ওর ঘাড়ের ওপর গোলমত যে বস্তুটা বসানো রয়েছে সেটার তুলনা নেই। ও আমার কাছে আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই নিজের কাজকারবার নিজে চালাবার চেষ্টা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ব্যাপারটা ঘটে প্রায় বছর ছয়েক আগে–ফ্লোরেন্স ক্রেয়ি, চাচা উইলোবির বই, আর বয়স্কাউট এডউইনঘটিত সেই বিদঘুটে কাণ্ডটার পরে।

কাণ্ডটা সত্যিকার অর্থে শুরুহয়েছিল চাচার শ্রপশায়ারের বাড়ি ইসেবিতে আমার ফেরার পরে। হপ্তাখানেকের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম ওখানে। কিন্তু বেড়ানো শেষ না হতেই আমাকে চলে আসতে হয় লন্ডনে একজন নতুন খানসামার খোঁজে। মেডোয়েস নামে যে লোকটাকে নিয়ে ইসেবি-তে গিয়েছিলাম সে ব্যাটা দেখা গেল আমার রেশমী মোজাগুলো সরিয়ে ফেলছে। এমন ব্যাপার সহ্য করা কোনো তেজী মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তদুপরি আরো জানা গেল যে বাড়ির এখান-ওখান থেকে এটা-ওটা অনেক কিছুই ব্যাটা সরিয়েছে। কাজেই, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ গোল্লায় যাওয়া পাজিটাকে রাস্তা মাপতে বলে আমি চলে গেলাম লন্ডনের রেজিস্ট্রি অফিসকে জানাতে যে আমার আরেকজন খানসামা দরকার। ওরাই পাঠায় জীভ্‌স-কে।

একদিন সকালে সে আসে। সেই সকালটার কথা আমার মনে থাকবে সব সময়। আগের রাতে একটা ছোট্ট ভোজের আসরে যোগ দিয়েছিলাম। ওখানে 'খানার' সাথে একটুখানি 'পিনা-টিনার'ও বন্দোবস্ত ছিলো। ফলে সকালেও মাথাটা বেশ চক্কর দিচ্ছিল। তদুপরি আমি চেষ্টা করছিলাম ফ্লোরেন্স ক্রেয়ির দেয়া একটা বই পড়তে। সে ইসেবিতে এসেছিল একটা ঘরোয়া পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্য। আমার লন্ডন যাত্রার দুই কি তিন দিন আগে তার সাথে আমার বাগদান হয়ে গিয়েছিলো। সপ্তাহের শেষদিকে ফেরার কথা ছিলো লন্ডন থেকে। জানতাম সে আশা করবে ওইটুকুন সময়ের মধ্যেই বইটি আমি শেষ করে ফেলবো।

বইটার নাম 'নীতিশাস্ত্র বিষয়ক তত্ত্বের প্রকারভেদ'। বুঝতেই পাচ্ছেন, ব্যাপারখানা কি। ফ্লোরেন্স বিশেষভাবে চাচ্ছিল আমাকে তার নিজের মননশীলতার স্তরে উন্নীত করতে। আমিও খোঁয়ারি না ভাঙতেই চেষ্টা করছিলাম ওটার ওপর চোখ বুলাতে। এমন সময় দরজার ঘণ্টা-বেজে উঠলো। হামাগুড়ি দিয়ে সোফা ছেড়ে গিয়ে খুলে দিলাম দরজা। দেখলাম–কালো কুলো ভদ্রগোছের এক চান্দু দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

'আমাকে এজেন্সি থেকে পাঠিয়েছে, স্যার। বলেছে, আপনার এখানে নাকি একজন খানসামা দরকার।'

ঐ মুহূর্তে আমার কাছে খানসামার বদলে একজন মুর্দাফরাসই বোধহয় বেশি বাঞ্ছিত হতো। তবু টলতে টলতে ওকে বল্লাম ঘরে সেঁধিয়ে পড়তে। সে ঘরে ঢুকলো যেন ফুরফুরে শীতল হাওয়ার মতো। ফলে শুরুতেই একটা ছাপ পড়লো আমার মনে। মেডোয়েসের পা দুটো ছিলো বেজায়রকম ধ্যাবড়া, হাঁটতো সে থপ থপ করে। আর, এ লোকটার যেন পা বলতে কিছুই নেই। গম্ভীর সহানুভূতিভরা মুখ। যেন সে-ও জানে ইয়ারদের সাথে নৈশভোজ খেলে কি হয়।

'এক্সকিউজ মি, স্যার,' বললো সে অস্ফুটস্বরে, তারপর যেন একটুখানি চঞ্চল হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওখান থেকে। তার নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল রান্নাঘরে। নিমেষেই ফিরে এলো ট্রে-তে করে একটা গ্লাস নিয়ে। তারপর রাজবৈদ্য যেভাবে উত্তেজক অষুধ গেলানোর আগে অসুস্থ রাজপুত্রকে মোলায়েম সুরে বলে, অনেকটা সেভাবে বললো: আমার নিজের আবিষ্কার। উরচেস্টার সস-এর দরুন রঙটা এরকম হয়েছে। কাঁচা ডিম দিয়েছি, তাই

জিনিসটা পুষ্টিকর। ধকটা এসেছে লাল মরিচ মেশানোর ফলে। ভদ্রলোকরা আমাকে বলেছেন যে রাত জাগার পর জিনিসটা খেলে বেশ চাঙ্গা লাগে।

ও রকম একটা কিছুরই দরকার ছিলো আমার সেদিন সকালে। তাই ফেললাম গিলে বস্তুটা। মুহূর্তখানেকের জন্য মনে হলো কাহিল দেহটার ভেতর একটা বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে, যেন একটা জ্বলন্ত মশাল কেউ ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমার গলার ভেতরে। পরক্ষণেই মনে হলো–সব কিছুই যেন ঠিকঠাক হয়ে গেছে হঠাৎ করে, সূর্যের আলো এসে উঁকি দিচ্ছে জানালাপথে, পাখিরা গান গাইছে গাছে গাছে। অর্থাৎ এককথায় বলতে গেলে, আশা ফিরে এসেছে আমার বুকে।

জবান ফিরে পেয়ে তাকে বললাম: চাকরি হয়ে গেল তোমার!

পরিষ্কার বুঝতে পারলাম এ মক্কেলটি হলো দুনিয়ার কর্মী পুরুষদের একজন। কোনো ঘরেই এ ধরনের মানুষ একজনও না থাকা উচিত নয়।

'ধন্যবাদ স্যার, আমার নাম জীভ্স।'

'তুমি কি এখনি কাজে লেগে যেতে পারো?'

'এক্ষুণি পারি, স্যার।'

'আগামী পরশু আমার শ্রপশায়ারের ইসেবিতে যাওয়ার কথা কিনা, তাই বলছি।'

'বেশ তো, স্যার,' বলতে বলতে আমার পেছনকার তাকের দিকে চেয়ে সে বলে উঠলো: ঐ ছবিটা তো, স্যার, দেখতে হুবহু লেডি ফ্লোরেন্স ক্রেয়ির মতো। হার লেডিশিপকে শেষবার দেখেছি বছর দুই আগে। লর্ড উরপ্লেসডনের ওখানে চাকরি করতাম এক সময়। তিনি চাইতেন ড্রেস ট্রাউজার, ফ্লানেল শার্ট, আর সুটিং কোট পরে ডিনারে বসতে। এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আমার মোটেই মতের মিল হতো না। ফলে কাজটা আমি ছেড়ে দি।'

ঐ বুড়োটার খ্যাপামি সম্বন্ধে আমি যা যা জানতাম তার বেশি কিছু সে বলতে পারলো না। লর্ড উরপ্লেসডন হচ্ছেন ফ্লোরেন্সের বাবা। তিনি হলেন সেই খ্যাপা বুড়োটি যিনি বছর কয়েক পরে একদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে হাতের কাছের পাত্রটার ঢাকনা উঠিয়েই উত্তেজিত কণ্ঠে 'ডিম! ডিম আর ডিম! গোল্লায় যাক সব ডিমের গুষ্টি!' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চলে যান ফ্রান্সে। তারপর আর ফেরেননি কোনোদিন পরিবার-পরিজনের কাছে। তাঁর এই না ফেরাটা, বুঝলেন কিনা, পরিবারের জন্য ছিলো সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ, বুড়ো উরপ্লেসডনের মেজাজটি ছিলো দেশের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য।

আমি পরিবারটাকে জানতাম ছেলেবেলা থেকেই। এবং ঐ ছেলেবেলা থেকেই বুড়ো খোকাটা আমার ভেতর মৃত্যুভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আমি যখন মাত্র পনেরো বছরের একটা কচি বালক সেই সময় একবার তাঁর প্রিয় চুরুটগুলোর একটা হাতসাফাই করে আস্তাবলে বসে টানতে গিয়ে পড়ে যাই তাঁর চোখে। সময় সব দুঃখ-সন্তাপের স্মৃতি মুছে দেয়, কিন্তু মুছতে পারেনি আমার মন থেকে ঐ ঘটনার স্মৃতি। মুহূর্তে আমি সবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলাম যে দুনিয়াতে নির্জনতা আর বিশ্রামই পরম কাম্যবস্তু–ঠিক তখনি একটা শিকারের বেত নিয়ে তিনি ছুটে আসেন আমার দিকে, মাইল খানেকের চেয়েও বেশিদূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান আমাকে একটা উঁচুনিচু জমির ওপর দিয়ে। তাই বলতে গেলে, ফ্লোরেন্সের সাথে বাগ্‌দত্ত হবার নির্মল আনন্দের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তবে সেটা হচ্ছে এই যে ফ্লোরেন্স অনেকটা তার বাপের মতো। কখন ফেটে পড়বে কোনো ঠিকঠিকানা নেই। তবে হ্যাঁ, মুখের গড়নটা তার পাশ থেকে দেখতে খুবই চমৎকার।

'জীভ্স, লেডি ফ্লোরেন্স আর আমি বাগ্‌দত্ত।'

'সত্যি, স্যার?'

তার হাবভাবের মধ্যে বিদঘুটে ধরনের কিছু যেন একটা রয়েছে বলে মনে হলো। এমনিতে সবকিছু ঠিকঠাক, মানানসই, তবে খুশি বলতে যা বোঝায় সেটা দেখা গেল না। এতে আমার ধারণা হলো সে ফ্লোরেন্সকে পছন্দ করে না। অবশ্য আমার তাতে কিছুই করার নেই। উরপ্লেসডন বুড়োর খানসামাগিরি করার সময় ফ্লোরেন্স খুব সম্ভব কোনো না কোনো ভাবে তার লেজ মাড়িয়ে দিয়েছে। ফ্লোরেন্স এমনিতে বড় লক্ষ্মী মেয়ে। পাশ থেকে দেখতে দারুণ সুন্দরী। কোনো দোষ যদি তার থেকে থাকে তবে সেটা হলো চাকর-

বাকরদের সাথে একটু উদ্ধত আচরণের প্রবণতা।

আমাদের কথাবার্তার এ পর্যায়ে দরজায় আবার বেল বেজে উঠলো। ঝিলমিল করে চলে গেল জীভ্‌স, ফিরে এলো একটা টেলিগ্রাম হাতে। ওতে লেখা: এক্ষণি ফিরে এসো। খুব জরুরী। পয়লা ট্রেনেই উঠে পড়ো। ফ্লোরেন্স।

'গ্যাড়া!' বলে উঠলাম আমি।

'স্যার?'

'ওহ্ না, কিচ্ছু না।'

বিষয়টা নিয়ে ওর সাথে যে আরেকটু গভীরভাবে আলোচনা করলাম না এতেই প্রকাশ পায় তখনকার দিনে জীভসকে আমি কতই কম জানতাম। আজকাল তার মতামত জিজ্ঞেস না করে কোনো অদ্ভুত বার্তা পড়ার কথা আমি স্বপ্নেও ভাববো না। আর, এ তারবার্তাটা ছিলো একেবারে যাচ্ছেতাই ধরনের অদ্ভুত। মানে, আমি বলতে চাচ্ছি যে ফ্লোরেন্স জানতো আগামী পরশুদিন আমি এমনিতেই ইসেবি-তে যাচ্ছি। সেক্ষেত্রে এ জরুরী তলব কেন? কিছু একটা অবশ্যি ঘটেছে, কিন্তু সেটা কি তা মোটেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

'জীভ্‌স, দুপুরের পর আমরা ইসেবি যাবো। ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'নিশ্চয় পারবো, স্যার।'

'বাঁধাছাঁদা গোছানো সব সেরে উঠতে পারবে?'

'কোনো অসুবিধে হবে না, স্যার। জার্নিতে কোন্ স্যুটটা পরবেন?'

'এটাই।'

সেদিন সকালে আমার পরনে ছিলো একটা ঝকমকে আনকোরা চেক স্যুট। ওটা ছিলো আমার বেশ পছন্দের। মানে, পছন্দটা ছিলো যেমন-তেমনের চাইতে একটুখানি বেশি। চোখসহা হয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত হয়তো দৃষ্টিকটুই লাগতো ওটাকে। তবে স্যুটটা ছিলো বেশ চমৎকার। ক্লাবে ও অন্যত্র সবাই তারিফ করেছে ওটার।

'খুব ভালো কথা, স্যার।' তার হাবভাবে, মানে, যেভাবে যে সুরে সে কথাটা বললো তার মাধ্যমে আবারো সেই 'বিদঘুটে ধরনের কিছু' স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বুঝলাম, আমার ঐ স্যুটটা তার পছন্দ হয়নি। মনে মনে ঠিক করলাম–শক্ত হতে হবে আমাকে। কিছু একটা যেন আমাকে বলে দিলো যে পুরাপুরি সতর্ক না হলে, এ ছোঁড়াকে অঙ্কুরেই উপড়ে না ফেললে, সে আমার ওপর মাতব্বরি ফলাতে শুরু করবে। ওর মধ্যে একটা গোঁয়ার গোবিন্দের পরিষ্কার লক্ষণ রয়েছে।

তবে আমি কিন্তু ওসব কোনোমতেই সহ্য করবো না। অনেককেই দেখেছি নিজেদের খানসামার পুরাদস্তুর দাস বনে যেতে। মনে পড়ে, এক রাতে ক্লাবে বসে অব্রে ফোদারগিল আমাকে বলেছিল যে সে তার শখের বাদামী রঙের জুতো জোড়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে শুধুমাত্র তার খানসামা মীকিন ওগুলো পছন্দ করে না বলে। আহা বেচারা! খানসামাগুলোকে ওদের যথাযোগ্য স্থানেই রাখতে হয়, বুঝলেন। বাহ্যিক কোমলতার আড়ালে কঠোরতা বজায় রাখতে হয়। একটু আস্কারা দিয়েছেন কি অমনি ওরা মাথায় চড়ে বসবে।

ঠাণ্ডা গলায় বললাম: জীভ্‌স, আমার এই স্যুটটা তোমার পছন্দ হয় না?

'ওহ্, হ্যাঁ, স্যার।'

'তা-এর কোন্ জিনিসটা তুমি পছন্দ করো না?'

'এটা খুবই ভালো স্যুট, স্যার।'

'বেশ, কিন্তু এর দোষটা কি? বলো বলো, বলে ফেলো চট করে!'

'আপনার অনুমতি নিয়ে একটা সুপারিশ করতে পারি, স্যার? হালকা টুইলের ওপর বাদামী বা নীল রঙের একটা কিছু...'

'বিলকুল বাজে বকছো তুমি!'

'ভেরি গুড, স্যার।'

'ঠিক আছে তাহলে।'

'জ্বি, স্যার।'

তারপর সে চলে গেল জিনিসপত্র গোছাতে, আর আমি লেগে গেলাম ঐ 'নীতি শাস্ত্রবিষয়ক তত্ত্বের প্রকার ভেদ' নামক বইটার 'আদর্শিক-মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব' বিষয়ক অধ্যায়ের মর্মোদ্ধারে। দুপুরের পরে ট্রেনে যেতে যেতে প্রায় সারাক্ষণ ভাবলাম পথের শেষে না জানি

কি অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে। কি ঘটেছে বা ঘটে যেতে পারে, তা মাথায় এলো না। সামাজিক উপন্যাসগুলোতে গ্রামাঞ্চলের এমন সব বাড়ির কথা লেখা থাকে যেখানে তরুণীদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাসের জুয়ায় মাতিয়ে তাদের পয়সা কড়ি অলঙ্কারাদি সব হাতিয়ে নেয়া যায়। ইসেবি-তো ঐ ধরনের বাড়ি নয়।

তাছাড়া, আমার চাচাও তাঁর বাড়িতে ওরকম কিছু ঘটতে দেবেন না। তিনি হলেন রাশভারী নিয়মনিষ্ঠ ধরনের লোক। শান্ত নীরব পরিবেশই তাঁর কাম্য। গত এক বছর ধরে তিনি পারিবারিক ইতিহাস না কি একটা লিখছেন। এখন ওটা প্রায় শেষ পর্যায়ে। ফলে লাইব্রেরিঘর থেকে তিনি তেমন বের হন না। কিন্তু শুনেছি যৌবনে তিনি নাকি অনেক কীর্তিই করেছেন, অনেক খেতেই বীজ বুনেছেন। কিন্তু এখন দেখলে তাঁকে সেরকম মনেই হবে না।

আমি পৌছামাত্রই বাটলার ওকশট বললো যে ফ্লোরেন্স তার ঘরেই আছে। চাকরানী জিনিসপত্র গোছাচ্ছে, আর সে তদারক করছে। ওকশট আরো জানালো যে ঐ রাতেই মাইল বিশেক দূরে, এক বাড়িতে নাচের অনুষ্ঠান হবে। ইসেবি-র কয়েকজনের সাথে ফ্লোরেন্সও যাবে গাড়িতে এবং ওখানে থাকবে কয়েক রাত! সে নাকি ওকশটকে বলেছে আমি পৌছামাত্রই তাকে খবর দিতে। সুতরাং তামাক-ঘরে ঢুকে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম তার জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো সে। এক নজর দেখেই বুঝলাম সে বিচলিত, এমনকি বিরক্তও। চোখদুটো তার ঘুরছে যেন ভাঁটার মতো।

'ডার্লিং' বলে পুরনো কায়দায় তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু সে চট্ করে এক পাশে সরে দাঁড়ালো একজন ব্যান্টামওয়েইট কুস্তিগীরের কায়দায়।

'না, ছুঁয়ো না আমাকে।'

'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার কি নয়! বার্টি, মনে আছে, যাবার সময় আমাকে বলে গিয়েছিলে আমি যেন তোমার চাচার সাথে মিষ্টি ব্যবহার করি?'

'হ্যাঁ।'

ওরকম বলে যাবার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে আমি ঐ সময় চাচা উইলোবির ওপর কমবেশি নির্ভরশীল ছিলাম। ফলে, তাঁর অনুমোদন ছাড়া বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। অবশ্য জানতাম যে ফ্লোরেন্সের ক্ষেত্রে তাঁর আপত্তি থাকবে না, যেহেতু অক্সফোর্ডে একসাথে পড়াশোনা করার সময় থেকেই ওর বাবাকে তিনি চিনতেন। তবু আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাইনি। এজন্যেই ওকে বলেছিলাম বুড়ো খোকাটিকে মুগ্ধ করতে।

'তুমি বলেছিলে, তাঁর "পারিবারিক ইতিহাস" থেকে কিছু পড়ে শোনাতে বললে তিনি বিশেষভাবে খুশি হবেন।'

'খুশি হননি তিনি?'

'হয়েছেন। গতকাল বিকেলে তাঁর লেখা শেষ হয়েছে এবং রাতে প্রায় পুরো জিনিসটাই তিনি আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। "অমন ধাক্কা" আমি জীবনে খাইনি। তাঁর বইটা একটা অত্যাচার বিশেষ, একটা অসম্ভব, একটা ভয়ঙ্কর জিনিস!'

'আরে রাখো। পরিবারটা তো অতটা খারাপ ছিলো না।'

'পরিবারের ইতিহাস ওটা মোটেই নয়। তোমার চাচা তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন! নাম দিয়েছেন: দীর্ঘ এক জীবনের স্মৃতিকথা...

আমি বুঝতে শুরু করলাম। চাচা উইলোবি যৌবনে এক-আধটু রঙবাজী-টংবাজী করেছেন। দীর্ঘ জীবনের স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে তিনি হয়তো কোনো মুখরোচক কেচ্ছাই ফাঁস করে দিয়েছেন।

'তিনি যা লিখেছেন তার অর্ধেকও যদি সত্য হয় তাহলে তোমার চাচার যৌবনকালটা ছিলো সত্যি ভীতিকর। পড়া শুরু করেই তিনি ডুবে গেলেন ১৮৮৭ সালে তাঁকে আর আমার বাবাকে কেমন করে এক মিউজিক হল থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়েছিলো তারই এক অত্যন্ত কেলেঙ্কারিপূর্ণ কাহিনীর মধ্যে!'

'কেন বের করে দিয়েছিলো?'

'কেন তা আমি তোমাকে বলতে অস্বীকার করছি।'

খুবই খারাপ কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছিলো। ১৮৮৭ সালে বাড়াবাড়ি ধরনের কিছু না

ঘটলে কাউকে মিউজিক হল থেকে বের করে দেয়া হতো না।

'তোমার চাচা বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন কিভাবে বাবা সন্ধ্যা হতে না হতেই তিন পাঁইট শ্যাম্পেন গিলে ফেলেছিলেন। ওরকম সব কেচ্ছায় ভরা বইটা। লর্ড ইমস্‌ওয়ার্থ সম্পর্কেও একটা ভয়ঙ্কর কেচ্ছা আছে ওতে।'

'লর্ড ইমস্‌ওয়ার্থ? আমরা যাকে চিনি–ব্লান্ডিংস্-এ থাকেন–সেই তিনি নন তো?'

লর্ড ইমস্‌ওয়ার্থ, বুঝলেন কিনা, একজন অতি মান্যগণ্য বুড়ো মানুষ। বাগানে বসে বসে কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়া ছাড়া আজকাল আর কিছুই করেন না।

'হ্যাঁ, সেই তিনিই। এ কারণেই বইটা এতোটা ন্যাক্কারজনক হয়ে উঠেছে। ওটা এমন সব লোক সম্পর্কিত কেচ্ছাকাহিনীতে ঠাসা–যাঁদেরকে আজ সবাই ভদ্রতা নৈতিকতার প্রতীক বলে জানে। অথচ, কেচ্ছাগুলো শুনে মনে হয়, আশির দশকে লন্ডনে থাকার সময় ঐ ভদ্রলোকরা এমন ধরনের আচার-আচরণ করতেন যা কোনো তিমি শিকারী জাহাজের খালাসীদের কেবিনেও সহ্য করা হতো না। তাঁর বিশ বাইশ বছর বয়সকালে যে কারো জীবনে কলঙ্কজনক যা-কিছু ঘটেছে সবই যেন মনে গেঁথে রেখেছেন তোমার চাচা। রোশেরভিল গার্ডেন্স-এর স্যার স্ট্যানলি গার্ভেস-গার্ভেসকে নিয়েও একটা কাহিনী আছে। নিখুঁত ও বিস্তারিত বর্ণনায় বীভৎস রূপ নিয়েছে কাহিনীটা। মনে হয় স্যার স্ট্যানলি–কিন্তু না, আমি তা বলতে পারবো না তোমাকে!'

'আহা বলেই ফেলো না!'

'ন্‌না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। চিন্তার কারণ নেই। যদি অতো খারাপই হয় তাহলে কোনো প্রকাশকই ওটা ছাপবে না।'

'ঠিক তার উল্টো। তোমার চাচা আমাকে বলেছেন যে রিগস অ্যান্ড বালিঙ্গার কোম্পানীর সাথে আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে। অবিলম্বে ছাপার জন্য আগামী কালই তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ওরা বিশেষ গুরুত্ব দেয় ঐ ধরনের বইকে। লেডী কার্নাবীর "আশিটি চমৎকার বছরের স্মৃতিকথা" ওরাই ছাপিয়েছিলো।'

'পড়েছি ওটা।'

'বেশ। লেডী কার্নাবীর স্মৃতিকথা তোমার চাচার স্মৃতিকথার তুলনায় নস্যিও নয়–এ কথাটার মানে আশা করি তুমি বুঝতে পারছো। বইটার প্রায় প্রতিটি পাতায় বাবার উপস্থিতি রয়েছে। তরুণ বয়সে তিনি যেসব কাণ্ড করেছেন তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি!'

'তাহলে কি করা যায়?'

'রিগস অ্যান্ড বালিঙ্গারের কাছে পৌঁছার আগেই পাণ্ডুলিপিটা আটকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে!'

সোজা হয়ে বসলাম আমি। জানতে চাইলাম, 'কিভাবে আমরা সেটা করবো?'

'কিভাবে করবো? কেন, তোমাকে কি বলিনি যে মোড়কটা যাচ্ছে আগামীকাল? আমি আজ রাতে মার্গট্রয়েডদের নাচে যাচ্ছি। সোমবার তক ফিরবো না। কাজটা তোমাকেই করতে হবে। সেজন্যেই টেলিগ্রাম করেছি তোমাকে।'

'বলছো কি তুমি!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো সে আমার দিকে, তারপর বললো, 'বার্টি, তুমি কি বলতে চাও? আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করছো?'

'ন্‌না, তা নয়, তবে কিনা...'

'এক্কেবারে সোজা কাজ।'

'কিন্তু করতে চাইলেও, মানে বলছি যে...হ্যাঁ অবশ্যই সব করতে পারি...কিন্তু...কি বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছো তো...'

'তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও, তাই না, বার্টি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই, কিন্তু তবু...' মুহূর্তে ফ্লোরেন্সের চেহারাটা ওর বাপের মতো হয়ে গেল।

'ঐ স্মৃতিকথা ছাপা হলে আমি তোমাকে কোনোদিনও বিয়ে করবো না।'

'আহা কি বলছো তুমি ফ্লোরেন্স, লক্ষ্মীটি!'

'হ্যাঁ ঠিকই বলছি। তুমি এটাকে একটা পরীক্ষা হিসেবে নিতে পারো। অনেকেই

তোমাকে একটা আলসে ও পানসে লোক মনে করে। কিন্তু তুমি যে ওরকম নও তার প্রমাণ কি? এখন, তুমি যদি এই কাজটা সেরে ফেলার মতো বুদ্ধি ও সাহস দেখাতে পারো তাহলে সেটাকেই আমি প্রমাণ হিসেবে ধরে নেবো। ব্যর্থ হলে জানবো যে তোমার ফুফু আগাথা ঠিকই বলেছিলেন। তিনি তোমাকে একটা মেরুদণ্ডহীন প্রাণী আখ্যা দিয়ে আমাকে নিষেধ করেছিলেন তোমাকে বিয়ে করতে। পাণ্ডুলিপিটা আটকানো খুবই সহজ হবে তোমার জন্যে। তোমার দরকার শুধু একটুখানি মনের জোর।'

'কিন্তু চাচা উইলোবি যদি আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন? সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টাকাকড়ি দেয়া বন্ধ করে দেবেন তিনি।'

'আমার চাইতে চাচার টাকাকড়ির মায়া যদি বেশি হয় তোমার কাছে…'

'না-না, মোটেই না!'

'না হলে ভালো। পাণ্ডুলিপির মোড়কটা অবশ্য আগামীকাল হলঘরের টেবিলে রাখা হবে যাতে ওকশট চিঠিপত্রের সাথে ডাকে দেয়ার জন্যে ওটা নিয়ে যেতে পারে। তোমার কাজ হবে জিনিসটাকে সরিয়ে ধ্বংস করে ফেলা। তোমার চাচা মনে করবেন যে ওটা ডাকে হারিয়ে গেছে।'

পরিকল্পনাটা বড্ড কাঁচা মনে হলো আমার। 'তাঁর কাছে ওটার কপি আছে না?'

'না, ওটা টাইপ করা হয়নি। তিনি তাঁর হাতে লেখা কপিটাই পাঠিয়ে দিচ্ছেন।'

'কিন্তু তিনি তো ওটা আবারো লিখে ফেলতে পারেন।'

'সেরকম উৎসাহ তাঁর থাকলে তো!'

'কিন্তু…'

'বার্টি, তুমি যদি কেবল বাজে আপত্তিই তুলতে চাও, কিছু করার ইচ্ছে যদি তোমার না-ই থাকে, তবে…'

'আমি শুধু দেখাচ্ছিলাম যে কি কি ঘটতে পারে।'

'ওসব বাদ দাও। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি, এই সহজ দয়ার কাজটুকু তুমি করবে কিনা?'

কথাটা যেভাবে সে বললো তাতে একটা বুদ্ধি এলো আমার মাথায়। বললাম, আচ্ছা, এডউইনকে লাগিয়ে দাও না কেন এ কাজে? তাহলে কাজটাও এরকম পরিবারের মধ্যেই থাকবে এবং ছোঁড়াটার বেশ উপকারও হবে, বুঝলে না?' আইডিয়াটা আমার মনে হলো চমৎকার। এডউইন ওর ছোটভাই। ছুটি কাটাচ্ছে ইসেবি-তে। ওই বেজীমুখো ছোঁড়াটাকে আমি ওর জন্মকাল থেকেই দেখতে পারিনে। স্মৃতি-টৃতির কথা বললে বলতে হয় যে নয় বছর আগে ঐ নচ্ছার ছোঁড়াটাই যত্তোসব হাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছিলো। আস্তাবলের যেখানে বসে আমি তার বাপের চুরি করা সিগারটা ফুঁকছিলাম ওখানে সে-ই বুড়োকে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলো। এখন তার বয়স চোদ্দ এবং সবেমাত্র বয়স্কাউট দলে যোগ দিয়েছে। সে হচ্ছে বেশ কড়া ধাঁচের ছেলে। দায়িত্বজ্ঞান অতিমাত্রায় টনটনে। সব সময় এক ধরনের জ্বরের ঘোরে তার দিন কাটছে, কারণ দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শনের গৎবাঁধা কর্মসূচী পালনের ব্যাপারে পিছিয়ে পড়েছে সে। ফলে তাকে সারাক্ষণ বাড়িময় ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। তার কর্মসূচী ঠিক রাখার চেষ্টার ঠেলায় গোটা ইসেবি আজ মানুষ ও জীবজন্তু সবার জন্য একটা খাঁটি নরক হয়ে উঠছে।

কিন্তু আমার আইডিয়াটা ফ্লোরেন্সকে আকৃষ্ট করতে পারলো না। সে বললো, 'বার্টি, ঐ ধরনের কিছুই আমি করবো না। তোমার এতো প্রশংসা করছি, এমন বিশ্বাস করছি তোমাকে, অথচ কে জানে এসব তুমি বুঝতে পারছো কিনা!'

'বুঝতে পারছি ঠিকই, তবে আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে কাজটা আমার চেয়ে এডউইন অনেক ভালোভাবে করতে পারবে। এই বয়স্কাউটগুলো না, অনেক রকমের ফন্দিফিকির জানে। পায়ের দাগ ধরে কারো পিছু নেয়া, গা-ঢাকা দেয়া, বুকে হেঁটে চলা, আরো কতো কি তারা করে বেড়ায় তা তুমি জানো না?'

'বার্টি, আমার জন্য এ তুচ্ছ কাজটা তুমি করবে কি করবে না? না করলে এক্ষুণি বলে ফেলো। আমার জন্য তোমার যে বিন্দুমাত্রও দরদ আছে সেই ভানের প্রহসনটা শেষ হয়ে যাক।'

'সোনামণিটি, আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তোমাকে!'

'তাহলে কাজটা করবে? নাকি করবে না?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে! ঠিক আছে! ঠিক আছে!' বলে টলতে টলতে বের হলাম ওঘর থেকে। পায়চারি করতে করতে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে। কিন্তু বেরুতেই দেখা হয়ে গেল জীভস-এর সাথে।

'মাফ করবেন স্যার, আমি আপনাকে খুঁজছিলাম।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'স্যার, কে যেন আমাদের তামাটে রঙের জুতোগুলোতে কালো পালিশ লেপ্টে দিয়েছে। আমার মনে হলো ব্যাপারটা আপনাকে বলা উচিত।'

'ক্‌কি? কে? কেন?'

'বলতে পারবো না, স্যার।'

'কিছু করা যাবে ওগুলোর ব্যাপারে?'

'কিছুই করা যাবে না, স্যার।'

'ড্যাম!'

'ভেরি গুড, স্যার।'

তারপর থেকে আমি প্রায়ই ভেবে অবাক হয়েছি খুনীরা তাদের পরবর্তী খুন সম্পর্কে মতলব আঁটার সময় মাথা ঠিক রাখে কি করে। আমার হাতের কাজটা তো অনেক সোজা ছিলো। অথচ ওটার কথা ভাবতে গিয়ে মগজ আমার এমন গুলিয়ে গেল যে গোটা রাত দুচোখে এক ফোঁটা ঘুম এলো না। পরদিন ভোরে আমাকে দেখালো এক বিধ্বস্ত মানুষের মতো। আমার চোখের কোলে, বিশ্বাস করুন আপনারা, কালির পোঁচ পড়ে গেল। ফলে আমি জীভসকে ডাকতে বাধ্য হলাম তার সেই জীবনরক্ষাকারী বস্তুটার জন্য।

ব্রেকফাস্টের সময় থেকেই আমার মনে হতে লাগলো আমি যেন রেলস্টেশনের কোনো ব্যাগ ছিনতাইকারী। হলঘরের টেবিলে কখন মোড়কটি রাখা হবে সেই অপেক্ষায় ঘুরঘুর করতে লাগলাম। ওটা রাখা হলো না। চাচা উইলোবি বসে রইলেন লাইব্রেরিতে। হয়তো তাঁর মহৎ লেখাটিতে শেষ ঘষামাজা করে নিচ্ছেন তিনি। যতোই ভাবলাম ততোই ব্যাপারটা অপছন্দ হতে লাগলো আমার। সাফল্যের চাইতে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই মনে হলো বেশি। আর সফল না হলে কি ঘটবে সেটা ভাবতেই শিরশির করা একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি নেমে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। চাচা উইলোবি এমনিতে বেশ নরম মেজাজের মানুষ। কিন্তু তাঁকে খেপে উঠতেও দেখেছি আমি। তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফলটি সরিয়ে ফেলার সময় আমাকে হাতে-নাতে ধরে ফেললে তিনি যে রেগে আগুন হয়ে যাবেন এটা নিশ্চিত।

প্রায় চারটার দিকে তিনি মোড়কটি বগলে নিয়ে নড়বড়ে পায়ে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ওটাকে টেবিলে রেখেই আবার টলতে টলতে চলে গেলেন। সেই মুহূর্তে আমি লুকিয়ে ছিলাম ঘরের এক কোণে রাখা পূর্বপুরুষদের ঢাল-তলোয়ারের আড়ালে। চট্‌ করে বেরুলাম ওখান থেকে, চলে গেলাম টেবিলটার কাছে, হাতিয়ে নিলাম মালটা। তারপর চোরাই মাল লুকোবার জন্য ছুটে গেলাম ওপরতলায়। আরবী ঘোড়ার বেগে হুস্‌ করে ঘরে ঢুকতে গিয়ে হতচ্ছাড়া ছোঁড়া এডউইনটার পায়ের আঙুলগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছিলুম আর কি! গোল্লায় যাক ওটা। ব্যাটা কিনা তখন ড্রয়ার-গুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আমার টাইগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিল।

'হ্যাল্লো,' বলে উঠলো সে।

'তুমি কি করছো এখানে?'

'তোমার কামরাটি গুছিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার গত শনিবারের বকেয়া সেবার কাজ।'

'গত শনিবারের?'

'হ্যাঁ, পাঁচ দিন পিছিয়ে আছি আমি। গত রাতে ছিলাম ছয় দিন পিছিয়ে। কিন্তু তোমার জুতো কালি করে দিয়ে একদিন এগিয়েছি।'

'ও, তাহলে তুমিই...'

'হ্যাঁ, আমি। দেখেছো তুমি ওগুলো? জুতো কালি করে দেয়ার বুদ্ধিটা আমার মাথায় এসেছিলো হঠাৎ। এখানে এসে দেখছিলাম চারদিকটা। তুমি যখন বাইরে ছিলে সেসময় মি. বার্কেলি ছিলেন এখানে। আজ সকালে তিনি চলে গেছেন। ভাবলাম, হয়তো তিনি কিছু ফেলে গেছেন ভুলে, ওটা পাঠিয়ে দিতে পারবো তাঁকে। প্রায় সময়েই আমি এভাবে

দয়াদাক্ষিণ্যের কাজ করি।'

'সর্বসাধারণের জন্য তুমি অবশ্যই একজন উপকারী ব্যক্তি।'

স্পষ্ট বুঝলাম এই নচ্ছার ছোঁড়াটাকে এক্ষুণি বা খুব শিগ্‌গিরই বের করে দেয়া উচিত। চোরাই মোড়কটিকে আড়াল করে রেখেছিলাম পেছনে। ওটা সে দেখেছে বলে মনে হলো না। কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম আর কেউ দেখে ফেলার আগে চট্ করে ঐ ড্রয়ারঅলা সিন্দুকটার কাছে চলে যেতে।

তাই ওকে বললাম, 'ঘর গোছানো নিয়ে মাথা ঘামাবার গরজ নেই আমার।'

'কিন্তু আমার ভালো লাগে ঘর গোছাতে। কোনো কষ্টই নেই এতে, সত্যি।'

'ঘরটা তো এমনিতেই বেশ গোছানো রয়েছে।'

'না, আমি যেমন ছিমছাম করে গোছাতে চাই সেরকম নয়।'

নাহ, বিলকুল বিশ্রী হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা। ছোঁড়াটাকে খুন করার ইচ্ছে নেই আমার, কিন্তু এছাড়া তাকে সরাবার আর কোনো উপায় আছে বলে মনে হলো না। চাপ দিলাম মগজের অ্যাকসেলারেটরে, প্রচণ্ডভাবে স্পন্দিত হতে লাগলো পুরানো এঞ্জিনটা। একটা আইডিয়া এলো মাথায়। বললাম, 'এর চেয়ে বেশি দয়ার কাজ একটা আছে, করতে পারো। ঐ যে চুরুটের বাক্সটি দেখছো, ওটা নিয়ে ধূমপানের ঘরে চলে যাও এবং আমার হয়ে চুরুটগুলোর আগা কেটে কেটে ফেলে দাও। ওতে অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবো আমি। যাও তো ভাইটি চট্ করে…'

একটুখানি সন্দিগ্ধ মনে তক্ষুণি মোড়কটাকে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে তালা মেরে চাবিটা ট্রাউজারের পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। আমি হয়তো বোকা মানুষ, কিন্তু তাতে কি? ছুঁচোমুখো একরত্তি একটা ছোঁড়াকে ধোঁকা দেয়ার মতো বুদ্ধি আমার আছে।

খুনটুনের ব্যাপার-স্যাপারে যাঁরা ভালো জ্ঞান রাখেন, যেমন গোয়েন্দা-টোয়েন্দারা, তাঁরা বলবেন যে দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো লাশটাকে সরানো। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় আমাকে একটা পদ্য মুখস্থ করতে হয়েছিল। পদ্যটা ছিলো ইউজিন এরাম নামক এক খুনী সংক্রান্ত। খুনের পর লাশ সরাতে গিয়ে মহা ফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলো লোকটা। পদ্যটার যে সামান্য অংশটুকু আমার মনে আছে তা এ রকম:

'টাম-টাম টাম-টাম টাম-টাম্পটি-টাম, আমি তাকে খুন করেছি , টাম-টাম-টাম!' ঐ হতভাগা অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে অনেক চেষ্টা করেছে লাশটাকে পুকুরে ডোবাতে, কাদার নিচে চাপা দিতে, কবর দিতে, কিন্তু ওটা বারে বারেই ওপরে উঠে এসেছে। মোড়কটাকে ড্রয়ারে ঢোকাবার ঘণ্টা-খানেক পরেই বুঝলাম যে আমিও ঠিক ঐ ধরনের ফাঁপরেই পড়ে গেছি।

পাণ্ডুলিপিটা নষ্ট করে ফেলা সম্পর্কে ভাসাভাসা কিছু কথা ফ্লোরেন্স বলেছিলো বটে, কিন্তু বাস্তবে কাজটা খুব সহজ বলে মনে হলো না। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে অন্যের বাড়িতে কাগজের অতো বড় একটা বাণ্ডিল ধ্বংস করা কেমন করে সম্ভব? থার্মোমিটারে তাপমাত্রা যখন আশি ডিগ্রি তখন তো বলা যায় না যে আমার শোবার ঘরে একটু আগুন জ্বালবো। আর, না পুড়িয়ে কি উপায়েই বা আমি মুক্তি পেতে পারি ওটার হাত থেকে? যুদ্ধক্ষেত্রে লোকে তাদের কাছে প্রেরিত বার্তাগুলো গিলে ফেলে, যাতে ওগুলো শত্রুর হাতে না পড়ে। কিন্তু আমি কি করবো? চাচা উইলোবির স্মৃতিকথা গলাধঃকরণে আমার যে গোটা বছর লেগে যাবে।

বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সমস্যাটা একেবারে হতবুদ্ধি করে দিলো আমাকে। মোড়কটাকে দেরাজে ফেলে রেখে ভালোয় ভালোয় বিপদ কেটে যাবে আশা করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করণীয় আছে বলে মনে হলো না।

জানিনে আপনাদের কারো এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা। তবে বিবেকের ওপর অপরাধের ভার বয়ে বেড়ানোটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। দিনশেষে অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে দেরাজটার ওপর নজর পড়লেই আমি অবশ হয়ে যেতে লাগলাম। আমার স্নায়ুগুলো চরম উত্তেজিত হয়ে পড়লো। একবার হলো কি, ধূমপানের ঘরে একা বসে আছি—এমন সময় চাচা উইলোবি নিঃশব্দে এসে ওখানে ঢোকেন এবং তিনি যে এসেছেন সেটা আমি টের পাবার আগেই আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। ফলে আমি বসা অবস্থায় হাইজাম্পের রেকর্ড ভঙ্গ করে ফেলি।

আমার সারাক্ষণের চিন্তা, চাচা উইলোবি কখন টের পাবেন। তিনি আশা করছেন শনিবার সকালে প্রকাশকের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির রশিদ পাবেন। সুতরাং তার আগে কোনো কিছু গড়বড় হয়েছে বলে তিনি সন্দেহ করবেন–এমন আশঙ্কা আমি করিনি। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যা হতে না হতেই তিনি বেরিয়ে এলেন লাইব্রেরিঘর থেকে। আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছি দেখে আমাকে ডেকে নিলেন ভেতরে। অনেকটা অস্থির অস্থির দেখাচ্ছিলো তাঁকে।

তিনি সব সময় বেশ গুছিয়ে এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় কথা বলেন। আমাকে বললেন, 'বার্টি, অত্যন্ত বিরক্তিকর একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। তুমি তো জানো, কাল বিকেলে আমি প্রকাশক মেসার্স রিগস অ্যান্ড বালিঙ্গারকে আমার বইয়ের পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়েছি। ওটা পয়লা ডাকে আজ সকালেই ওদের হাতে পৌঁছে যাবার কথা। কেন জানিনে, পাণ্ডুলিপিটার নিরাপত্তা সম্পর্কে আমার মন মোটেই স্বস্তি পায়নি। তাই মিনিট কয়েক আগে আমি খোঁজ নেয়ার জন্য মেসার্স রিগস অ্যান্ড বালিঙ্গারকে টেলিফোন করেছিলাম। তারা আমাকে জানালো পাণ্ডুলিপি ওদের কাছে পৌঁছেনি এখনো। খবরটা আমাকে বিস্মিত ও আতঙ্কিত করে তুলেছে।'

'অদ্ভুত কাণ্ড তো?'

'পরিষ্কার মনে আছে যে গ্রামের পোস্টাফিসে নিয়ে যাবার জন্য আমি ওটাকে ঠিক সময়ে হলঘরের টেবিলে রেখেছি। কিন্তু অশুভ ব্যাপার হলো এই যে টেবিলে পাণ্ডুলিপিটা দেখেছে বলে ওকশটের মনে পড়ছে না। তার সঙ্গে কথা বলেছি। বাকি চিঠিপত্র সে নিয়ে গিয়েছিল পোস্টাফিসে। সে জোর দিয়ে বলে যাচ্ছে চিঠিপত্রগুলো নেয়ার জন্য যখন সে হলঘরে যায় তখন সেখানে কোনো মোড়ক ছিলো না।'

'দুর্বোধ্য শোনাচ্ছে ঘটনাটা।'

'বার্টি, আমার কি সন্দেহ হয় বলবো তোমাকে?'

'কি সন্দেহ হয়?'

'সন্দেহটা অবিশ্বাস্যই মনে হবে তোমার কাছে, কিন্তু আমাদের জানা তথ্যগুলোর সাথে ওটা খাপ খায়। আমার বিশ্বাস হতে চায় যে পাণ্ডুলিপির মোড়কটা চুরি হয়েছে।'

'চুরি হয়েছে! বলেন কি? তা কেমন করে হবে?'

'থামো, আগে আমার বক্তব্যটা শোনো। তোমাকে বা অন্য কাউকে বলিনি বটে, তবে আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে গত কয়েক সপ্তাহে এ বাড়িতে বেশ কিছু জিনিস গায়েব হয়ে গেছে। এসব জিনিসের কয়েকটি মূল্যবান, বাকিগুলো তেমন মূল্যবান নয়। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হয় যে আমাদের মধ্যে একজন চুরি বাতিকগ্রস্ত লোক রয়েছে। তুমি নিঃসন্দেহে জানো যে চুরির বাতিক যার রয়েছে সে বিভিন্ন বস্তুর স্বাভাবিক মূল্যের পার্থক্য বুঝতে পারে না। সে একটা হীরার আংটি যেমন পাওয়া মাত্রই চুরি করবে, ঠিক তেমনি আগ্রহের সাথে একটা পুরানো কোটও চুরি করবে। একটা সোনাভর্তি থলে এবং কয়েক শিলিং দামের একটা তামাকের পাইপ, দুটোই সে সমান আগ্রহ নিয়ে লোপাট করবে। বাইরের কোনো লোকের কাছে আমার পাণ্ডুলিপিটার কোনো মূল্যই থাকতে পারে না। এতে আমার বিশ্বাস হয় যে...'

'চাচা, একটু থামুন। বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া জিনিসগুলোর বিষয়ে আমি সবই জানি। ওগুলো চুরি করেছে আমার খানসামা মেডোয়েস। তাকে আমি হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি আমার রেশমী মোজা সরাবার সময়!'

দারুণ খুশি হলেন চাচা আমার কথা শুনে। 'আমাকে চমৎকৃত করলে তুমি, বার্টি! লোকটাকে এক্ষুণি ডেকে এনে জেরা করো।'

'কিন্তু সে তো নেই এখানে। সে যে মোজা চোর এটা টের পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে খেদিয়ে দিয়েছি। ঐ কারণেই আমি লন্ডন গিয়েছিলাম, আরেকজন নতুন লোক জোগাড় করতে।'

'মেডোয়েস লোকটা না থাকলে সে আমার পাণ্ডুলিপি চোর হতে পারে না। গোটা ব্যাপারটাই দেখছি ব্যাখ্যার অতীত।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবলাম দু'জনে। চাচা উইলোবি হতবুদ্ধি হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরের মধ্যে। আমি সিগারেট টানলাম বসে বসে। শেষে গোপন অপরাধের

পীড়নে আর থাকতে পারলাম না। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে চলে গেলাম বাইরে, হাঁটতে লাগলাম মাথা ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে।

নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। ওরকম নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা শামুকের গলা ঝাড়ার শব্দও শোনা যায় এক মাইল দূর থেকে। সূর্য ডুবছে পাহাড়গুলোর পেছনে। ডাঁশের ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে গোটা জায়গা জুড়ে। বেশ এক মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। কুয়াশা-টুয়াশা তো রয়েছেই। ঐ শান্তিময় পরিবেশে সবে একটুখানি সুস্থির হয়ে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ কানে এলো কেউ আমার নাম উচ্চারণ করে বলছে, 'হ্যাঁ, বার্টির ব্যাপারে বলছি।'

এ হলো সেই নচ্ছার পাজী এডউইন ছোঁড়াটার ঘৃণ্য কণ্ঠস্বর! মুহূর্ত-খানেকের জন্য ধরতে পারলাম না আওয়াজটা কোত্থেকে আসছে। পরক্ষণেই বুঝলাম ওটা আসছে লাইব্রেরি ঘর থেকে। পায়ে পায়ে চলে গেলাম খোলা জানালাটার কয়েক গজের মধ্যে।

আমি অনেক সময় ভেবে অবাক হয়েছি, বইপত্রে যে সব লোকের কথা লেখা থাকে তারা ওটা–মানে, যে কাজটি করতে তাদের প্রায় দশ মিনিটের মতো লেগে যাবার কথা সেরকম ডজন খানেক কাজ কিভাবে এক মুহূর্তের ভেতর করে ফেলে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে আমিও মুহূর্তের মধ্যে মুখের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে কিছু গালাগাল দিয়ে লাফিয়ে দশ গজের মতো জায়গা ডিঙিয়ে লাইব্রেরি ঘরের জানালাটির কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে সেঁধিয়ে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেলাম।

'বার্টির ব্যাপারে?' শুনলাম বলছেন চাচা উইলোবি।

'হ্যাঁ, বার্টি আর আপনার মোড়কের ব্যাপারে। তার সঙ্গে আপনার কথাবার্তা আমি শুনেছি। আমার বিশ্বাস, জিনিসটা তার কাছেই আছে।'

এ কথাটা যখন শুনলাম ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মস্তবড় গুবরে পোকা ঝোপ থেকে লাফ মেরে আমার ঘাড়ের পেছন দিকটায় ঢুকে পড়লো। কিন্তু ওটাকে মারার জন্যে যে একটুখানি নড়বো তারও উপায় ছিলো না। এমনি নাজুক অবস্থা তখন আমার।

'কি বলতে চাও তুমি ছোঁড়া? মাত্র কিছুক্ষণ আগেই আমি বার্টির সঙ্গে আমার পাণ্ডুলিপি অদৃশ্য হওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সে বলেছে ঐ ঘটনায় সে-ও আমার মতোই হতভম্ব।'

'বেশ। আমি বিকেলে কিছু দয়াধর্মের কাজ করার উদ্দেশ্যে তার কামরায় গিয়েছিলাম। এমন সময় সে একটা মোড়ক নিয়ে ঘরে ঢোকে। আমি ওটা দেখে ফেলি, যদিও সে চেষ্টা করছিল ওটাকে পেছনে লুকিয়ে রাখতে। তারপর সে আমাকে বলে ধূমপানের ঘরে গিয়ে তার জন্যে কিছু চুরুট ছেঁটে দিতে। মিনিট দুই পরে সে নিচে নেমে যায়। ঐ সময় তার হাতে কিছুই ছিলো না। এর মানে, ওটা তার ঘরেই আছে।'

আমি জানি যে এই নচ্ছার বয়স্কাউটগুলোকে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়াতে, কোনো কিছু অনুমান করে নিতে এবং আরো কতো কি করতে শিখিয়ে দেয়া হয় অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। আমার মতে এটা অত্যন্ত অবিবেচনাপূর্ণ ও অদূরদর্শী কাজ। দেখলেন তো, এর দরুন কি ঝামেলার সৃষ্টি হয়!

'তোমার কথা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে আমার,' বললেন চাচা, কিছুটা আমার পক্ষ টেনে।

'খুঁজে দেখবো তার ঘরে? মোড়কটা নিশ্চয়ই আছে ওখানে,' বললো বদমাশ এডউইনটা।

'কিন্তু এ অদ্ভুত চুরির পেছনে তার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

'হয়তো আপনি একটু আগে যা বলেছেন, সে তাই।'

'কি? চুরি-বাতিকগ্রস্ত? অ-সম্ভব!'

'শুরু থেকে যে সব জিনিস চুরি গেছে সব হয়তো বার্টিই সরিয়েছে, হয়তো সে র‍্যাফল্‌স্-এর মতো,' বললো খুদে শয়তানটি।

'র‍্যাফল্‌স্? ওটা কি?'

'একটা বইয়ের চরিত্র। তার অভ্যাস ছিলো যেকোনো জিনিস পেলেই চুরি করা।'

'কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে বার্টি, কি যে বলে, চুরি করে বেড়াবে।'

'বেশ ভালো কথা। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে মোড়কটা ওর কাছেই রয়েছে। আমি বলে দিচ্ছি আপনি কি করতে পারেন। আপনি বলতে পারেন মি. বার্কেলি টেলিগ্রাম করে

আপনাকে জানিয়েছেন যে তিনি একটা জিনিস এখানে ফেলে গেছেন। আপনি তো জানেন, তিনি বার্টির ঘরেই ছিলেন। কাজেই বলতে পারেন যে জিনিসটা আপনি খুঁজে দেখতে চান।'

'হ্যাঁ...সেটা করা যেতে পারে। আমি...'

এর বেশি শোনার জন্য আর অপেক্ষা করিনি। পরিস্থিতি বড্ড বেশি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। এক ছুটে কামরায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম দেরাজটার ওপর। কিন্তু খুলতে গিয়ে দেখলাম–চাবি নেই! গতকাল সন্ধ্যায় চাবি যে ট্রাউজারের পকেটে রেখেছি এবং পরে বের করে নিতে ভুলে গেছি সে কথা মনে রাখার মতো অবস্থা তখন নয়। আমার সন্ধ্যার পোশাকগুলো গেল কোন্ জাহান্নামে? খুঁজলাম তন্ন তন্ন করে। তারপর মনে পড়লো জীভ্‌সকে বলেছিলাম ওগুলো ব্রাশ করে রাখতে। ছুটে গিয়ে বেল বাজালাম। বেল বাজতেই চাচা উইলোবি এসে ঢুকলেন ঘরে।

তিনি বললেন, 'বার্টি, আমি, কি যে বলে, বার্কেলির কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেয়েছি। তুমি যখন ছিলে না তখন সে এ ঘরেই থাকতো। সে আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন তার, কি যে, বলে সিগারেট কেসটা ফেরত পাঠাই। মনে হয় ওটা সে যাবার সময় ফেলে গেছে ভুল করে।'

কী ভীষণ বিরক্তিকর দৃশ্য ভেবে দেখুন তো! এই সাদা-চুলো বুড়োটা–যাঁর উচিত পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকা–তিনি কিনা এখানে এসে দাঁড়ালেন একজন অভিনেতার ঢঙে!

বললাম, 'কোথাও তো দেখিনি ওটা।'

'তবু খুঁজে দেখবো। আমি...কি যে বলে–চেষ্টার ত্রুটি রাখবো না।'

'এখানে থাকলে তো আমার নজরে পড়তো, তাই না?'

'হয়তো তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। ঐ ড্রয়ারগুলোর কোনটার ভেতর সম্ভবত আছে ওটা।'

ছোঁকছোঁক করতে লাগলেন, একটার পর একটা ড্রয়ার খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন ঝুনো ব্লাডহাউন্ডের মতো। মাঝে মাঝে বার্কেলি এবং তার সিগারেট কেস প্রসঙ্গে এমনভাবে বকবক করলেন যা আমার কাছে মনে হলো বিলকুল বিশ্রী এবং বিকট। আর আমি কিনা এর মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ওজন হারাতে থাকলাম প্রতি মুহূর্তে।

এবার তিনি হাত দিলেন সেই ড্রয়ারে–যেটায় আমি মোড়কটা রেখেছিলাম।

হাতল ধরে টানাটানি করে বললেন, 'এটা দেখি তালাবদ্ধ।'

'জ্বি। আমি হলে ওটা নিয়ে একদম মাথা ঘামাতাম না। কারণ ওটা, ওটা হলো...ইয়ে...ইয়ে...মানে তালাবদ্ধ এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'চাবি নেই তোমার কাছে?'

জবাব এলো নম্র স্বরে আমার পেছন থেকে, 'মনে হচ্ছে এ চাবিটাই খুঁজছেন, স্যার।'

জীভ্‌স-এর কণ্ঠ। আমার সন্ধ্যার পোশাক নিয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে চাবিটি হাতে নিয়ে। লোকটাকে খুন করে ফেলার ইচ্ছে হলো সে মুহূর্তে।

পরক্ষণেই চাচা খুলে ফেললেন ড্রয়ারটা। আমি চোখ বুজলাম।

'নাহ্,' বলে উঠলেন তিনি। 'কিছুই নেই এখানে। একদম খালি ড্রয়ারটা। ধন্যবাদ বার্টি, আশা করি তোমাকে বিরক্ত করিনি। বার্কেলি মনে হচ্ছে–কি যে বলে–তার কেসটা নিয়েই গেছে।'

তিনি চলে যাবার পর সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে ফিরলাম জীভস-এর দিকে। সে আমার সান্ধ্য পোশাকগুলো রাখছে একটা চেয়ারের ওপর।

'ইয়ে...জীভ্‌স!'

'স্যার?'

'নাহ্ ,কিছু না।'

আলাপটা কিভাবে আরম্ভ করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

'ও হ্যাঁ, এই যে জীভ্‌স!'

'স্যার?'

'তুমি...কি...ঐ ড্রয়ারে কি তুমি...ঘটনাচক্রে...'

'আজ সকালে পাণ্ডুলিপিটা আমি সরিয়ে ফেলেছি, স্যার।'

'ওহ্ হো! তাই নাকি! তা কেন বলো তো?'

'ভাবলাম স্যার, ওটাই বেশি বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে।'

কিছুক্ষণ নীরবে ভেবে দেখলাম কথাটা। 'অবশ্যই। আচ্ছা জীভস, আমার ধারণা এসব কাণ্ড তোমার কাছে অদ্ভুত লাগছে, তাই না?'

'মোটেই না, স্যার। সেদিন আমি ঘটনাক্রমে বিষয়টা নিয়ে আপনার এবং লেডী ফ্লোরেন্সের আলোচনা শুনে ফেলেছিলাম বাইরে থেকে।'

'শুনে ফেলেছিলে, বলো কি?'

'জ্বি, স্যার।'

'বেশ বেশ–আচ্ছা…উম-তা জীভ্স, আমার মনে হয়-তুমি যদি পারতে–মানে, আমাদের লন্ডন ফেরা পর্যন্ত যদি ওটা চাপা দিয়ে রাখতে…'

'ঠিক বলেছেন, স্যার।'

'এবং তারপরে আমরা যদি ওটাকে কোথাও ইয়ে…অর্থাৎ কিনা ফেলেটেলে দিতে পারতাম…তাই না?'

'ঠিক তাই, স্যার।'

'কাজটা তাহলে তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।'

'পুরোপুরি ছেড়ে দিন, স্যার।'

'জানো জীভ্স, তুমি কিন্তু বেশ শেয়ানা হয়ে উঠছো।'

'আপনার সন্তুষ্টিই আমার সাধনা, স্যার।'

'তুমি যে লাখে একজন এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'আপনার অসীম দয়া তাই এরকম বলছেন, স্যার।'

'বেশ বেশ। তাহলে এ কথাই রইলো, কেমন?'

'খুব ভালো, স্যার।'

ফ্লোরেন্স ফিরলো সোমবার। দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলো: খবর কি বার্টি?

'ঠিক আছে।'

'পাণ্ডুলিপিটা ধ্বংস করে ফেলেছো তো?'

'ঠিক তা নয়, তবে…'

'কি বলতে চাও তুমি?'

'বলতে চাই যে একেবারে ধ্বংস বলতে যা বোঝায় সেরকম নয়…'

'বার্টি, তোমার কথার মধ্যে চোরা চোরা ভাব ফুটে উঠছে!'

'আরে ঠিকই আছে সব। অবস্থাটা কি জানো…'

সবেমাত্র ব্যাখ্যা করতে যাবো অবস্থাটা, অমনি চাচা উইলোবি হুট করে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে নাচতে নাচতে চলে এলেন আমার ঘরে। তাঁর ভাবসাব দু'বছরের বাচ্চার মতো টগবগে। একদম যেন বদলে গেছেন বুড়োটা।

'বার্টি, খুবই আশ্চর্য ঘটনা একটা ঘটে গেছে। এইমাত্র কথা বলছিলাম মি. রিগ্স-এর সঙ্গে। তিনি জানালেন যে আজ সকালের প্রথম ডাকে আমার পাণ্ডুলিপি পেয়েছেন। ওটা পৌঁছতে দেরি হলো কেন বুঝলাম না। গ্রামাঞ্চলে আমাদের ডাক বিভাগের সুযোগ-সুবিধা বড় কম। এ বিষয়ে আমি হেড-কোয়ার্টারে লিখবো। মূল্যবান মোড়ক এভাবে দেরিতে পৌঁছা অসহ্য।'

ঐ মুহূর্তে আমি পাশ থেকে তাকিয়ে ছিলাম ফ্লোরেন্সের মুখের দিকে। সে ঝট্ করে ঘুরে বসলো এবং ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করলো আমাকে। চাচা ইতোমধ্যে ফিরে গেছেন লাইব্রেরিতে। আমার ঘরে নেমে এসেছে গাঢ় নীরবতা।

শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে হলো, 'বুঝতে পারছিনে, মাথায় ঢুকছে না এটা কেমন করে ঘটলো।'

'কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বার্টি। চাচার টাকা হারানোর ঝুঁকি নেয়ার চাইতে বরং আমাকে হারানোর ঝুঁকি নেয়াকেই তুমি বরণীয় মনে করেছো। তুমি হয়তো ভাবোনি যে আমি যা বলেছি তা-ই করবো। আমার প্রতিটি কথাই অনড়। আমাদের বাগ্দান বাতিল হয়ে গেল।'

'কিন্তু আমি…'

'আর একটি কথাও নয়।'
'কিন্তু ফ্লোরেন্স, জানের জান!'
'আর কিছুই শুনতে চাইনে। তোমার ফুপু আগাথা তোমার সম্পর্কে যা যা বলেছিলেন–দেখলাম সেসব পুরোপুরি সত্য। বাব্বাঃ খুব ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি। এক সময় ভাবতাম যে ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা চালালে একদিন হয়তো তোমাকে গড়েপিটে মানুষ করে নেয়া যাবে। এখন দেখছি তুমি একটা অসম্ভব জিনিস!'

ঝড়ের মতো চলে গেল সে। আমাকে রেখে গেল বিধ্বস্ত সম্পর্কের টুকরোগুলো কুড়াতে। কিছুটা কুড়িয়ে চলে গেলাম আমার ঘরে। বেল বাজিয়ে ডাকলাম জীভ্‌সকে। সে এমন একটা ভাব নিয়ে ঘরে ঢুকলো যেন কিচ্ছু ঘটেনি।

'জীভ্‌স!' চেঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। 'ঐ মোড়কটা লন্ডন পৌঁছে গেছে!'
'ইয়েস, স্যার?'
'তুমি পাঠিয়েছো?'
'জ্বি স্যার। ভালোর জন্যই পাঠিয়েছি। আমার মতে, স্যার উইলোবির স্মৃতিকথায় যাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের মনঃক্ষুণ্ন হবার বিপদটাকে আপনি আর লেডী ফ্লোরেন্স দুজনেই একটু বেশি রকম বাড়িয়ে দেখেছেন। স্যার, আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষরা নিজেদের নাম ছাপার হরফে দেখলে খুশিই হন–তা যাই বলা হোক না তাঁদের সম্পর্কে। আমার এক খালা আছেন, স্যার। বছর কয়েক আগে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুলে যাবার দরুন তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। শেষে ওয়াল্‌কিনশর আশ্চর্য মলম ব্যবহার করে তিনি বেশ আরাম পান। খুশি হয়ে তিনি তাদেরকে অযাচিতভাবে একটা প্রশংসাপত্র লিখে পাঠান। তারা সেটা খবরের কাগজে তাঁর ছবিসহ ছাপিয়ে দেয়। ওতে তাঁর যন্ত্রণার বিবরণসহ তাঁর নিম্নাঙ্গের ন্যাক্কারজনক বর্ণনাও ছিলো। সেটা দেখে তিনি অত্যন্ত গর্বিত বোধ করেন। ঐ ঘটনা থেকে আমার বিশ্বাস জন্মে যে প্রচার–তা সে যে ধরনেরই হোক–প্রায় সবারই কাম্য। তদুপরি স্যার, মনস্তত্ত্ব পড়া থাকলে আপনি জানবেন যে যৌবনে সম্পূর্ণ লাগামহীন আচরণ করতেন এমন সব মান্যগণ্য বুড়ো ভদ্রমহোদয়রা মোটেই প্রচার-বিমুখ নন। আমার এক চাচা...'

চুলোয় যাক তার খালা আর চাচা, সে নিজে এবং তার গোটা পরিবার। আমি অভিসম্পাত দিচ্ছি ওদের ওপর। 'তুমি কি জানো যে লেডী ফ্লোরেন্স আমাদের এন্‌গেজমেন্টটা ভেঙে দিয়েছেন?'
'তাই নাকি, স্যার?' বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও প্রকাশ পেলো না তার কণ্ঠে।
'বরখাস্ত করা হলো তোমাকে।'
'ভেরি গুড, স্যার,' জবাব দিলো সে। তারপর মৃদু কেশে বললো, 'স্যার, আমি তো আর আপনার চাকরিতে নেই। কাজেই, খোলাখুলি কথা বললেও মনে হবে না যে আমি স্বাধীনতা নিচ্ছি। আমার মতে, আপনার এবং লেডী ফ্লোরেন্সের মধ্যে কোনো মিলই ছিলো না। হার লেডীশিপ হলেন অত্যন্ত একরোখা এবং একগুঁয়ে মেজাজের মহিলা। আপনার সম্পূর্ণ বিপরীত। চাকর-মহলের মতামত মোটেই তাঁর পক্ষে ছিলো না। হার লেডীশিপের মেজাজ নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকেই অনেক রকম মন্তব্য করতো। তাঁর মেজাজ সহ্য করা যেতো না একেক সময়। সুখ পেতেন না স্যার আপনি!'
'গেট আউট!'
'আমার ধারণা, তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিটা আপনার কাছেও একটুখানি কষ্টকর লেগে থাকতে পারে। যে বইটা হার লেডীশিপ আপনাকে পড়তে দিয়েছিলেন সেটাতে আমি চোখ বুলিয়ে দেখেছি। ওটা কোনো কাজের নয়। ঐ বই থেকে আপনি কোনো মজা পেতেন না। হার লেডীশিপের খাস চাকরানী আমাকে বলেছে হার লেডীশিপ তাঁদের এক মেহমানের সাথে আপনার বিষয়ে যেসব কথাবার্তা বলেছেন তা সে বাইরে থেকে শুনে ফেলেছে। ঐ লোকটার নাম মি. ম্যাক্সওয়েল। কি এক সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক। হার লেডীশিপ লোকটাকে বলেছিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো আপনাকে নীট্‌শে পড়তে লাগিয়ে দেয়া। আপনার স্যার, নীট্‌শে পড়তে একদম ভালো লাগতো না। মানুষটা ছিলো মূলত বিকৃতমনা।'
'গেট আউট!'

'ভেরিগুড, স্যার।'

এটা বেশ মজার ব্যাপার যে কোনো দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর জেগে উঠলে বিষয়টা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম অনুভূতি হয়। আমার ক্ষেত্রেও এমনটি বারে বারে ঘটেছে। পরদিন সকালে দেখলাম আমার জড় হৃৎপিণ্ডটা যেরকম ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে বলে ভেবেছিলাম সেরকম ভাঙেনি। দিনটাকেও মনে হলো চমৎকার। জানালা গলিয়ে যেভাবে রোদ এলো ঘরে তার মধ্যে যেন কিছু একটা নিহিত রয়েছে। আইভির কুঞ্জে কলতান তুলেছে পাখিরা। শুনতে শুনতে ভাবলাম হয়তো জীভ্‌স-এর কথাই ঠিক। যতোই হোক, ফ্লোরেন্স ক্রেয়ির মুখটা প্রথম নজরে পাশ থেকে যতো সুন্দরই দেখাক, তার মধ্যে ঝট করে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসার মতো কি আছে? ওর চরিত্র সম্পর্কে জীভ্‌স যা বলেছে তাতে কি কোনো সত্য নেই?

এ পর্যন্ত ভাবতেই চোখ পড়লো 'নীতিশাস্ত্র বিষয়ক তত্ত্বের প্রকার ভেদ' নামক বইটার ওপর। একটু খুলতেই ওটার শুকনো খটখটে দাঁতভাঙা দুর্বোধ্য ভাষা আমাকে বিলকুল ঘায়েল করে দিলো।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর, নীট্‌শে? ওরে বাবা! ওটা তো আরো অনেক অনেক বেশি খারাপ!

জীভ্‌স এলো সকালের চা নিয়ে। বললাম, 'জীভ্‌স, বিষয়টা ভেবে দেখলাম । আবার বহাল করা হলো তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

চুমুক দিয়ে পরম আরামে গলা ভিজালাম। এ হতভাগার বিচারবুদ্ধির প্রতি একটা প্রবল শ্রদ্ধাবোধ ভিজিয়ে দিলো আমার ভেতরটা।

'ওহ্-হো জীভ্‌স, ঐ চেক স্যুটের ব্যাপারটা।'

'ইয়েস, স্যার?'

'ওটা কি দেখতে সত্যি খারাপ?'

'আমার মতে, একটু বেশি বিশ্রী, স্যার।'

'কিন্তু অনেকেই তো আমার দর্জির নাম জানতে চেয়েছে।'

'সেটা করেছে নিঃসন্দেহে লোকটাকে এড়াবার জন্য, স্যার।'

'কিন্তু ওকে তো লন্ডনের সেরা লোকদের একজন মনে করা হয়।'

'আমি স্যার, লোকটার নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য করছিনে।'

একটুখানি দ্বিধা করলাম। মনে হলো, এ ব্যাটার খপ্পরে চলে যাচ্ছি। এখন ঢিলা দিলে বেচারা ফোদারগিলের মতো হয়ে যাবো। নিজের আত্মাকে আর নিজের বলতে পারবো না। অপরদিকে, এ ব্যাটা হলো এক বিরল বুদ্ধিমত্তার লোক। একে দিয়ে আমার ভাবনা-চিন্তার কাজগুলো করিয়ে নিলে নানান দিক থেকে আমি আরাম পাবো। মনস্থির করে বললাম, 'ঠিক আছে জীভ্‌স, ওই বাজে জিনিসটা দিয়ে দিও কাউকে, বুঝলে?'

বাপ যেমন স্নেহের দৃষ্টিতে তাকায় একগুঁয়ে সন্তানের দিকে তেমনি দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সে জবাব দিলো, 'ধন্যবাদ স্যার। গতরাতেই ওটা ছোট মালীকে দিয়ে দিয়েছি। আরেকটু চিনি লাগবে স্যার?'

কোর্কির শিল্পী জীবন

আমার এ স্মৃতিকথায় নজর বুলানোর সময় আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এখানে বর্ণিত ঘটনাগুলো মাঝেমধ্যেই নিউ ইয়র্ক নগরী ও তার আশপাশের এলাকাগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে। এটা খুবই সম্ভব যে এতে আপনাদের চোখে বিভ্রান্তির দৃষ্টি ফুটে উঠবে এবং আপনারা বিস্ময়ে চমকেও উঠবেন। এ-ও হতে পারে যে আপনারা হয়তো নিজেদেরকে প্রশ্ন করবেন: আপন প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে বার্ট্রামটা অতদূরে গিয়ে কি করে বেড়াচ্ছে?

সে এক লম্বা কাহিনী। সংক্ষেপে বলতে গেলে ঘটনাটা এই: ফুফু আগাথা একবার আমাকে আমেরিকায় পাঠান আমার কাজিন গাস্‌সি যাতে ভুডোভিল মঞ্চের এক নাচুনে মেয়েকে বিয়ে করে ফেলতে না পারে, সে ব্যবস্থা করার জন্যে। কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে গোটা ব্যাপারটাকে একদম গুলিয়ে ফেললাম। ফলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে দেশে ফিরে গিয়ে ফুফুর সাথে বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ ও সুখকর আলোচনায় রত হবার চাইতে কিছুদিনের জন্য নিউ ইয়র্কে থেকে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জীভ্‌সকে লাগিয়ে দিলাম একটা মানানসই ফ্ল্যাট খুঁজতে। বলতে বাধ্য হচ্ছি যে নির্বাসনে কাটাবার জন্য নিউ ইয়র্ক হচ্ছে একটি চমৎকার জায়গা। চারদিকে দারুণ ব্যস্ততা। ঘটনার ছড়াছড়ি। তেমন কোনো কষ্টকর অবস্থার মধ্যেই পড়তে হলো না আমাকে। অল্প দিনের মধ্যেই পছন্দসই মক্কেলদের সাথে আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ পার্কের আশপাশের বাড়িগুলোতে জুয়ার ফাঁদ পেতে পকেট ভারী করে, কেউবা ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কাছাকাছি গাড়ি রেখে ওখানেই দিন কাটায়। এরা হলো সব শিল্পী, লেখক ইত্যাদি মগুজে আদমী। আমি যে চিড়িয়াটার কথা বলতে যাচ্ছি তার নাম কোর্কি। সে হলো একজন শিল্পী। নিজেকে সে বলে পোর্ট্রেট আঁকিয়ে। আসলে একটা পোর্ট্রেটও সে আঁকেনি। পোর্ট্রেট আঁকা ব্যাপারটি কি তা আমি কিছুটা খতিয়ে দেখেছি। কাজটার মধ্যে ফ্যাকড়া হলো এই যে আপনাকে কেউ পোর্ট্রেট আঁকতে না বললে আপনি আঁকা শুরু করতে পারেন না এবং কেউ এসে আপনাকে বলবেও না, যদি আপনি আগেই অনেকগুলো পোর্ট্রেট না এঁকে থাকেন। এর ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণদের জন্য কাজটা দুরূহ না হলেও কিছুটা কঠিন।

কোর্কি মাঝেমধ্যে কমিক কাগজগুলোর জন্য দুয়েকটা ছবি এঁকে দিতো। মাথায় আইডিয়া গজালে বেশ মজার মজার ছবি আঁকতে পারতো সে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনের জন্য খাট, চেয়ার ও নানা জিনিসের ছবি এঁকে দিতো। এতে তার কিছু কিছু রোজগার হতো। তবে তার আয়ের মূল অংশটা সে আদায় করতো আলেকজান্ডার ওয়র্পল নামের এক মালদার চাচার কান কামড়ে। ভদ্রলোক ছিলেন পাটের কারবারি। দেখুন, পাট বস্তুটা কি সে বিষয়ে আমার কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। তবে স্পষ্টতঃই ওটা এমন কোনো জিনিস হবে যার সম্পর্কে লোকের আগ্রহটা খুবই কড়া ধরনের। মি. ওয়র্পল জিনিসটা থেকে অত্যন্ত বেমানান রকমের বেশি মালপানি কামিয়ে নিতে পেরেছেন।

কিন্তু তাতে কোর্কির কি ফায়দা? অনেক লোক আছে যারা ভাবে একজন ধনী চাচা থাকলেই একেবারে কেল্লা ফতে। কিন্তু কোর্কির মতে, ব্যাপারটা আসলে ওরকম নয়। কোর্কির চাচা ছিলেন গাঁট্টাগোট্টা ধরনের আদমী। দেখে মনে হতো যেন চিরকাল বেঁচে থাকবেন। তাঁর বয়স হয়েছিলো একান্ন, কিন্তু দেখে মনে হতো আরো একান্ন বছর তিনি বাঁচতে পারেন। কিন্তু বেচারা কোর্কির দুঃখের কারণ এটা ছিলো না। লোকটার দীর্ঘজীবী হবার ব্যাপারে কোনো আপত্তি ছিলো না তার। সে খেপে যেতো ঐ ওয়র্পল লোকটা যেভাবে তাকে হয়রান করতো সেজন্য।

কোর্কির চাচা চাইতেন না যে সে শিল্পী হোক। ঐদিকে তার কোনো মেধা আছে বলে তিনি মনে করতেন না। কোর্কিকে তিনি সর্বক্ষণ তাগিদ দিতেন আঁকাআঁকি ছেড়েছুড়ে পাটের কারবারে লেগে পড়তে এবং একেবারে তলা থেকে শুরু করে কাজ করতে করতে ওপর দিকে উঠতে। আর কোর্কি বলতো, পাট ব্যবসার তলায় কি কি কাজ করা হয় ওসব তার

জানা নেই–তবে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি তাকে বলে যে সেটা এমন পাশবিক ধরনের কিছু, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার ওপর, একজন শিল্পী হিসাবে কোর্কি ছিলো নিজের ভবিষ্যৎ সাফল্যে বিশ্বাসী। বলতো, একদিন সে নাম করে ফেলবে। আপাতত: চাচা যাতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে একটা সামান্য ত্রৈমাসিক ভাতা দিয়ে যান তার জন্যে সে চাচাকে যথাসাধ্য প্ররোচনা দিয়ে যাচ্ছে।

এটাও সে পেতো না যদি না তাঁর একটা শখ থাকতো। এ ব্যাপারে মি. ওয়র্পল ছিলেন এক অদ্ভুত মানুষ। আমি যতটা লক্ষ্য করেছি, আমেরিকান শিল্পপতিরা কাজের সময়ের বাইরে কোনো কাজ করেন না। বেড়ালটাকে বের করে দিয়ে রাতের জন্যে অফিস তালাবদ্ধ করে আমেরিকান শিল্পের কাপ্তানরা স্রেফ 'কমার' মতো অবস্থায় চলে যান এবং ঐ অবস্থা থেকে জেগে উঠেই আবার শুরু করেন শিল্পের কাপ্তানগিরি। মি. ওয়র্পল ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন তাঁর অবসর সময়ের একজন, কি যে বলে, পক্ষীতত্ত্ববিদ। 'আমেরিকান পাখি' নামে একটা বই লিখেছিলেন তিনি এবং 'আমেরিকান পাখি বিষয়ক আরো কিছু কথা' নামের আরেকটি বই লিখছিলেন। সবাই মনে করে যে এটা লেখা শেষ হলে তিনি তৃতীয়টা লেখায় হাত দেবেন এবং ঐভাবে লিখেই যাবেন একের পর এক বই আমেরিকান পাখির মওজুদ শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। এটা পরিষ্কার যে তাঁর প্রিয় বিষয় নিয়ে কথাবার্তা শুরু করে ওয়র্পল বুড়োকে দিয়ে যা-ইচ্ছে-তাই করিয়ে নেয়া যেতো এবং কোর্কিও ওরকম আলাপ-সালাপের মাধ্যমে নিজের ভাতাটা আপাতত: চালু রাখতে পারছিলো। কিন্তু বেচারার এতে খুবই খারাপ লাগতো। তাছাড়া, পাখি জিনিসটাই ছিলো তার কাছে বিরক্তিকর, শুধু কাবাব বানিয়ে বা বোতল সহযোগে খাওয়ার সময় ছাড়া।

যাক, মি. ওয়র্পলের চরিত্র বিশ্লেষণের শেষ কথা হচ্ছে এই যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনিশ্চিত মেজাজের লোক। তাঁর সাধারণ প্রবণতা ছিলো এরকম ভাবা যে কোর্কিটা একটা বোকার হদ্দ। মনে হয়, জীভসও এরকম ভাবে আমার সম্পর্কে।

একদিন বিকেলে কোর্কি একটা মেয়েকে সামনে ঠেলে দিয়ে তার পিছু পিছু আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে বললো, 'বার্টি, এ হচ্ছে আমার ফিয়াঁসে মিস সিঙ্গার।' তক্ষুণি আমার মুখ থেকে বেরুলো: কোর্কি, তোমার চাচার কথা ভেবেছো?

দেখা গেল, সমস্যার যে দিকটা আমার মনে জেগেছে ঠিক ঐ বিষয়েই পরামর্শ নেয়ার জন্য এসেছে ওরা।

বিষণ্ন মলিন হাসি হাসলো সে। তাকে দেখালো সেই লোকের মতোই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত যে কিনা খুন করেছে ঠিকই, কিন্তু লাশটাকে নিয়ে কি করবে তা ভেবে ঠিক করতে পারছে না।

'খুবই ভড়কে গেছি আমরা, মি. উস্টার। আশা করছি, আপনি হয়তো একটা উপায় বাতলাতে পারবেন কথাটা তাঁর কাছে পাড়বার,' বললো মেয়েটি।

ম্যুরিয়েল সিঙ্গার হলো সেই সব অতি শান্তসুবোধ আবেদনময়ী মেয়েদের একজন যারা বড় বড় চোখ তুলে আপনার দিকে এমনভাবে চাইবে যেন আপনি দুনিয়ার সেরা মানুষ এবং তারা আশ্চর্য হচ্ছে এই ভেবে যে আপনি নিজে সেটা তখন পর্যন্ত জানেন না। মেয়েটা একধারে সঙ্কুচিত হয়ে বসে এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো যেন সে নিজেকে বলতে চায়, 'ওহো, এই বলিষ্ঠ মহৎ মানুষটি আমাকে কোনো কষ্ট দেবেন না।' লোকের মনে একটা রক্ষাকারীর অনুভূতি জাগিয়ে তোলে সে, যার ফলে ইচ্ছে হয় তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলতে, 'কোনো ভয় নেই, লক্ষ্মী সোনাটি।' অথবা ঐ রকমের কিছু কথা। আমার মনে হতে লাগলো ওর জন্যে করতে পারিনে এমন কাজ নেই। মেয়েটি ছিলো সেই সব ঝাঁজবিহীন আমেরিকান মদের মতো–যা অজান্তে ধীরগতিতে সঞ্চারিত হয় মানুষের দেহের পরতে পরতে। ফলে কি করছেন সেটা বুঝে ওঠার আগেই আপনি বেরিয়ে পড়তে চান প্রয়োজনে বলপ্রয়োগে হলেও দুনিয়াটাকে বদলে ফেলতে। এবং যেতে যেতে কোণের টেবিলে বসা ষণ্ডা মার্কা লোকটির কাছে গিয়ে তাকে বলতে যে সে যদি অমন তেরছা চোখে আপনার দিকে তাকায় তাহলে আপনি তার মুণ্ডুটা গুঁড়ো করে দেবেন। অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি যে মেয়েটি আমার মধ্যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সন্ধানী 'নাইট' বা ঐ জাতীয় লোকদের মতো একটা বেপরোয়া ভাব জাগিয়ে দিলো।

কোর্কিকে বললাম, 'তোমার চাচা এতে কেন খুশি হবেন না বুঝতে পারছিনে। মিস

সিঙ্গারকে তোমার জন্য আদর্শ বৌ মনে করবেন তিনি।'

কোর্কি উৎফুল্ল হলো না আমার কথায়। সে বললো, 'তুমি জানো না বুড়োকে। ম্যুরিয়েলকে পছন্দ হলেও সেকথা স্বীকার করবেন না। এমনি শুয়োর-মাথা লোক তিনি। অপছন্দ করাই হবে তাঁর জন্য একটা নীতিগত ব্যাপার। তাঁর উপদেশ ছাড়াই যে আমি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি এটা ভাবতেই খেপে যাবেন তিনি।'

নিঃসন্দেহে জরুরী পরিস্থিতি। মগজটাকে খাটাতে হলো।

'আচ্ছা, তুমি চাও যে তোমার চাচার সাথে মিস সিঙ্গারের পরিচয় হোক এবং তিনি যেন না জানেন যে তুমি মিস সিঙ্গারকে চেনো, তাই না? তারপর, একসময় তুমি এসে উদয় হবে দৃশ্যপটে...'

'কিন্তু ঘটনাটা ওরকম করে ঘটাবো কিভাবে?'

বুঝলাম, কি বলতে চায় সে। ঘাপলাটা তাহলে এখানেই।

'করার মতো কাজ তো আপাততঃ একটাই দেখা যাচ্ছে।'

'কি, কি সেটা?'

'জীভ্‌স এর হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া।'

বেল বাজিয়ে ডাকলাম জীভ্‌সকে। 'স্যার?' বলতে বলতে যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হলো সে। জীভ্‌স-এর বিষয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই যে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে না থাকলে তার ঘরে আসা বিলকুল চোখেই পড়ে না। ও হলো সেই অলৌকিক ভারতীয় পাখিদের মতো, যারা বাতাসে মিলিয়ে যায়, প্রায় অশরীরী অবস্থায় শূন্যে বিচরণ করে এবং পছন্দমতো জায়গায় শরীরের অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে আবার পাখিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমার এক 'কাজিন' আছে। লোকটা হলো যাকে বলে থিয়োসোফিস্ট, ঠিক তাই। অর্থাৎ কিনা, দিব্যজ্ঞানী। সে নাকি নিজেই বহুবার প্রায় ঐরকমই করেছে, তবে একদম নিখুঁতভাবে পারেনি। হয়তো এজন্য যে ছেলেবেলায় তাকে পশুর মাংস এবং পিঠা ইত্যাদি খাওয়ানো হয়েছে।

জীভ্‌সকে ঘরের মধ্যে বিনীতভাবে দাঁড়ানো দেখামাত্রই আমার মনের ওপর থেকে একটা বোঝা যেন গড়িয়ে পড়ে গেল। বাপকে দেখলে হারিয়ে যাওয়া শিশুর মনে যে অনুভূতি জাগে আমার মনেও যেন সে রকম অনুভূতি জাগলো। বললাম, 'জীভ্‌স, আমরা তোমার পরামর্শ চাই।'

'খুব ভালো কথা, স্যার।'

আমি বেশ সুনির্বাচিত শব্দাবলী সহযোগে কোর্কির কেসটা বর্ণনা করে বললাম, 'তাহলে বুঝতেই পারছো, জীভ্‌স, ব্যাপারখানা কি দাঁড়িয়েছে। আমরা চাই যে আমাদেরকে তুমি এমন একটা উপায় বাতলে দেবে যাতে মি. ওয়র্পলের সাথে মিস সিঙ্গারের পরিচয় ঘটে এবং মি. ওয়র্পল যেন না জানেন যে মি. কোরকোরানের সঙ্গে মিস সিঙ্গারের পরিচয় আছে। বুঝতে পেরেছো তো?'

'পরিষ্কার বুঝেছি, স্যার।'

'বেশ, বেশ। তাহলে বের করে ফেলো কিছু একটা ভেবেচিন্তে।'

'আমি, স্যার, ইতোমধ্যেই একটা উপায় ঠিক করে ফেলেছি।'

'করে ফেলেছো!'

'আমি যে বুদ্ধি বাতলাবো সেটা ব্যর্থ হতে পারে না। তবে, স্যার, তার মধ্যে একটা খুঁত রয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিছু টাকাকড়ি লাগবে বুদ্ধিটা কাজে লাগাতে।'

তার বক্তব্যটা কোর্কিকে বোঝাতে গিয়ে বললাম, 'জীভ্‌স-এর মাথায় চমৎকার বুদ্ধি একটা এসেছে, তবে এতে কিছু খরচপত্রের ব্যাপার আছে।'

বেচারা কোর্কি! খরচের কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই মুখ নিচু করে ফেললো সে। মনে হলো, পুরো বিষয়টাকেই সে বাতিল করে দিচ্ছে। কিন্তু আমি তো তখনো মেয়েটির হৃদয়-গলানো দৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন। আমি দেখলাম–বিপন্নের ত্রাণকারী বীরযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার ঐ তো সুযোগ!

বলে উঠলাম, 'কোর্কি, ওসবের ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো। তারপর, জীভ্‌স, কি বলছিলে বলো...'

'স্যার, আমি বলি মি. কোরকোরান পক্ষীতত্ত্বের প্রতি ওয়র্পলের অনুরাগের সুযোগ গ্রহণ

করুন।'

'তিনি যে পক্ষীপ্রেমী তা তুমি জানলে কেমন করে?'

'নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলোর গঠন প্রকৃতির দরুন, স্যার। আমাদের লন্ডনের বাসাবাড়িগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এখানে দুই কামরার মাঝখানের পার্টিশনটি একেবারে পাতলা। ফলে, বিষয়টা সম্পর্কে মি. কোরকোরান প্রাণখুলে আপনাকে যা বলছিলেন সেসব আমি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শুনে ফেলেছি।'

'তাই নাকি! তা বেশ, বেশ।'

'আমাদের ইয়াং লেডীটি একটা বই লিখে ফেলুন না কেন? ধরুন, "আ চিলড্রেনস বুক অভ আমেরিকান বার্ডস" নামে? এবং ওটাকে তিনি মি. ওয়র্পলের নামে উৎসর্গ করে দিন না কেন? আপনার খরচে, স্যার, সীমিত সংখ্যক বই ছাপা যেতে পারে। বইটার বেশিরভাগ জায়গা অবশ্য মি. ওয়র্পলের পক্ষীবিষয়ক লেখাগুলোর প্রশংসায় ভরা থাকবে। আমার সুপারিশ হলো–ছাপা হওয়া মাত্রই বইটার একটা কপি উপহার হিসেবে মি. ওয়র্পলকে পাঠিয়ে দিতে হবে। সাথে ইয়াং লেডিটির একখানা চিঠিও থাকবে। চিঠিতে যাঁর কাছে লেখিকা এতোটা ঋণী, সেই মানুষটার সঙ্গে পরিচিত হবার অনুমতি চাওয়া হবে। আমার ধারণা, এতে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে। তবে আমি তো আগেই বলেছি, কাজটা সারতে প্রচুর খরচ পড়বে।'

জীভ্সের বক্তব্য শুনে নিজেকে আমার মনে হলো সেই খেলোয়াড় কুকুরটির মালিকের মতো, যে কুকুর অবলীলাক্রমে একটা দারুণ কসরৎ দেখিয়ে ফেলেছে। আমি চোখ বুজে বাজি রেখেছি জীভ্সএর ওপর। জানতাম সে আমার ইজ্জত ডোবাবে না। একেক সময় বুঝে উঠতে পারিনে ওর মতো মাথাওয়ালা লোক কেন আমার জামা-কাপড় ইস্তিরি করে আর ফুট-ফরমাশ খেটে খুশি থাকছে। ওর অর্ধেকটা মগজও যদি আমার থাকতো তাহলে আমি প্রধানমন্ত্রী বা ঐ ধরনের কিছু হওয়া যায় কিনা দেখতাম।

'জীভ্স, দারুণ একখানা ফন্দিই এঁটেছো বটে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

কিন্তু মেয়েটি আপত্তি করে বললো, 'আমার তো বই লেখার সাধ্য নেই। ভালোমতো চিঠি লিখতেও আমি পারিনে।'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে কোর্কি মন্তব্য করলো, 'বার্টি, তোমাকে আগে বলিনি। ম্যুরিয়েল ম্যানহাটানে একটা 'শো'-তে কোরাস গার্ল। আমাদের কিছুটা নার্ভাস হবার এটাই অন্যতম কারণ। চাচা আলেকজান্ডার খবরটা কিভাবে নেবেন কে জানে। আমাদের আশঙ্কা, খবরটা চাচার ষাঁড়ের মতো লাফালাফি এবং লাথি ছোঁড়ার স্বাভাবিক প্রবণতাটাকে আরেকটুখানি চাগিয়েও দিতে পারে।'

বুঝলাম, কি বলতে চায় ও। জানিনে কেন এরকম হয়। মনস্তত্ত্ব-বিদরা হয়তো এর একটা ব্যাখ্যা দিতে পারেন। তবে আমার ধারণা, এই চাচা-ফুফু-খালারা শ্রেণী হিসেবেই নাটক-ফাটকের ঘোর বিরোধী। হোক না তা বৈধ কিংবা অবৈধ। ওরা যেন সেসব কোনোমতেই সইতে পারে না। তবে জীভ্স-এর হাতে এরও একটা সমাধান ছিলো।

'স্যার, কম পয়সায় লেখার আসল কাজটা করে দেবার জন্য একজন গরীব লেখক খুঁজে পাওয়া বোধহয় খুবই সোজা ব্যাপার। আমাদের ইয়াং লেডিকে কিছুই করতে হবে না। শুধু তাঁর নামটা বইয়ের মলাটে ছাপা হলেই চলবে।'

'সেটা ঠিক,' বললো কোর্কি। 'একশো ডলার পেলে স্যাম প্যাটার্সন কাজটা করে দেবে। একটা ম্যাগাজিনের জন্য সে প্রতি মাসেই ভিন্ন ভিন্ন নামে গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি লিখে দেয়। এ রকম ছোট্ট একটা লেখা তৈরি করে দেয়া কিছুই না তার জন্য। আজই আমি লেগে যাবো তার পেছনে।'

'চমৎকার!'

আমি বরাবরই মনে করতাম যে প্রকাশকরা সব দারুণ বুদ্ধিমান লোক, মগজ গিস্গিস্ করছে ওদের মাথার খুলিতে। কিন্তু আজকাল তাদেরকে বুঝে ফেলেছি। ব্যাটারা কেবল মাঝেমধ্যে চেক লিখেই খালাস। আর কিস্সু করতে হয় না ওদের। প্রচুর খাটিয়ে ও দক্ষ লোক মিলে আসল কাজটা করে দেয়। আমি জানি, কারণ নিজেই তাই ছিলাম। ঝরনা কলম হাতে ঘরে টাইট হয়ে বসে থাকতাম, আর যথাসময়ে একটি করে ঝক্‌ঝকে সুন্দর

বই বেরিয়ে আসতো বাজারে!

'আ চিলড্রেনস্ বুক অভ আমেরিকান বার্ডস' এর প্রথম কপিগুলো যেদিন বেরোয় সেদিন আমি ঘটনাচক্রে গিয়েছিলাম কোর্কির বাসায়। ম্যুরিয়েল ছিলো ওখানে। নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা। এমন সময় হুট করে দরজা খুলে প্যাকেটটি দিয়ে যায়।

বই বটে একখানা। লাল মলাটের ওপর মোরগ জাতীয় একটা পাখির ছবি। তার নিচে সোনালী হরফে জ্বলজ্বল করছে মেয়েটির নাম। এক কপি হাতে নিয়ে আন্দাজে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। দেখলাম একুশ পৃষ্ঠার ওপর দিকে লেখা রয়েছে: বসন্তের দিনে সকাল বেলায় যদি বেড়াতে যাও মাঠে, তাহলে তোমাদের কানে আসবে টকটকে লাল ফিঞ্চ-লিনেটের বিরামহীন কলকাকলি। বড় হলে তোমরা মি. আলেকজান্ডার ওয়র্পল-এর 'আমেরিকান পাখি' নামক বইতে এ পাখির বিষয়ে সব তথ্য জানতে পারবে।'

দেখছেন তো আপনারা, শুরুতেই কেমন পাম্প দেয়া হয়েছে চাচাকে! মাত্র কয়েক পাতা পরেই হল্‌দে-ঠোঁট কোকিলের প্রসঙ্গে আবারো চাচাকে দেখা গেল পাদপ্রদীপের সামনে। দারুণ লেখা! যত পড়লাম ততই তারিফ করতে লাগলাম লেখকের এবং অবশ্যই জীভ্‌স-এর-কারণ সে-ই আমাদেরকে এই শেয়াল-মার্কা ধূর্ত বুদ্ধিটা যুগিয়েছে। বুঝলাম না চাচা কেমন করে এই ফাঁদে ধরা না দিয়ে পারবেন। আপনি একটা মানুষকে হলুদ-মুখো কোকিল সম্পর্কে দুনিয়ার সেরা বিশেষজ্ঞ বলবেন, অথচ তাঁর মনে আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র বন্ধুভাব জাগবে না, এমনটি হতেই পারে না।

'কেল্লা ফতে!' বলে উঠলাম আমি।

'বিলকুল ঠিক,' জবাব দিলো কোর্কি।

একদিন কি দুদিন পরে আমার ফ্ল্যাটে এসে কোর্কি জানালো যে সবকিছু ঠিক আছে। চাচা ম্যুরিয়েলকে চিঠি লিখেছেন একটা। চিঠিটা এমন মমতাভরা যে মি. ওয়র্পল-এর হাতের লেখা না চিনলে কোর্কি বিশ্বাসই করতে চাইতো না যে ওটা তিনি লিখেছেন। চাচা লিখেছেন যে তিনি আনন্দের সঙ্গে মিস সিঙ্গারের সুবিধামতো যে কোনো দিন তাঁর সাথে পরিচিত হবেন।

এর পরেই আমাকে হঠাৎ বাইরে চলে যেতে হয় কয়েক মাসের জন্য। কয়েকজন খেলোয়াড় বন্ধুর পাল্লায় পড়ে, ওদের গ্রামের বাড়িতে। তবে ওখানেও কোর্কির ব্যাপারটা, মানে আমাদের পরিকল্পনা ঠিকঠাক এগুলো কিনা ইত্যাদি আমার মাথায় ছিলো। নিউ ইয়র্কে যেদিন ফিরলাম সেদিন সন্ধ্যায় চলে গেলাম এক ছোট্ট নিরিবিলি রেস্তোরাঁয়। বেশি হৈ-চৈ ভরা নামীদামী জায়গায় যেতে মন চাইলে আমি ওখানেই চলে যাই। গিয়ে দেখি, ম্যুরিয়েল সিঙ্গার বসে আছে দরজার কাছে এক টেবিলে।

অনুমান করলাম, কোর্কি হয়তো বাইরে গেছে কাউকে টেলিফোন করতে। এগিয়ে গিয়ে সম্ভাষণ জানালাম ম্যুরিয়েলকে, 'আরে কি খবর!'

'মি. উস্টার না? কেমন আছেন?'

'কোর্কিটা কই গেল?'

'বুঝতে পারলাম না আপনি কি বলছেন।'

'তুমি কোর্কির জন্য অপেক্ষা করছো না?'

'ও…এবার বুঝলাম। না, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিনে।'

একটু খট্‌কা লাগলো মনে। তার কথার মধ্যে 'কি যে বলে তাকে–কি যেন তার নাম' গোছের কিছু একটা রয়েছে।

'বলি, ঝগড়া-টগড়া করেছো নাকি দু'জনে?'

'ঝগড়া?'

'মানে, একটুখানি খুনসুটি, সামান্য ভুল বোঝাবুঝি, উভয় পক্ষের কিছু দোষ-ত্রুটি–মানে, ঐ ধরনের ব্যাপারস্যাপার আর কি, বুঝলে না?'

'আরে, কি কাণ্ড বলুন তো, ওরকম ভাবছেন কেন আপনি?'

'ওহ, থাকগে ওসব। ঠিক আছে। কি বলছিলাম? হ্যাঁ, বলছিলাম যে আমার ধারণা ছিলো থিয়েটারে যাবার আগে তুমি সাধারণত ওর সঙ্গেই ডিনারটা খেয়ে নাও–তাই না?'

'থিয়েটার আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

হঠাৎ গোটা ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম

কতো দিন বাইরে ছিলাম।

'ওহো, ঠিকই তো, এখন বুঝতে পারছি। তুমি এখন বিবাহিতা!'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কি আনন্দের কথা। আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ সুখ কামনা করি।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এই যে, আলেকজান্ডার,' বলতে বলতে দৃষ্টি তার ছাড়িয়ে গেল আমাকে। 'ইনি হচ্ছেন আমার এক বন্ধু–মি. উস্টার।'

বোঁ করে ঘুরে গিয়ে তাকালাম পেছন দিকে, দেখলাম একমাথা ঝাঁকড়া বাঁকা চুলওয়ালা লালচে ভরাটমুখো এক মক্কেল। চেহারাটা ভয়-জাগানিয়া হলেও ঐ মুহূর্তে শান্ত।

'মি. উস্টার, এ হলো আমার স্বামী। আলেকজান্ডার, মি. উস্টার হচ্ছেন ব্রুসের (কোর্কির) বন্ধু।'

খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আমার হাত আঁকড়ে ধরলেন বুড়োটি এবং ধরলেন বলেই আমি মূর্ছিত হয়ে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেলাম না।

'আপনি তাহলে চেনেন আমার ভাতিজাকে, মি. উস্টার? আপনি যদি তার মগজে কিছুটা বাস্তববুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারতেন, ওর ঐ ছবি আঁকার খেলাটি ছাড়াবার চেষ্টা করতেন, তাহলে বড় খুশি হতাম। তবে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে মাথাটা ওর ঠিক হয়ে আসছে। বুঝলে মাই ডিয়ার, তোমার সাথে পরিচয় করার জন্য সে যেদিন আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে এলো সেদিনই ওটা লক্ষ্য করেছি। তা যাকগে। মি. উস্টার, আপনি কি আমাদের সাথে ডিনারে যোগ দেবেন? খুবই খুশি হবো কিন্তু। নাকি ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছেন?'

বললাম যে আমার ডিনার হয়ে গেছে। অনুভব করলাম, তখন আমার দরকার ডিনার নয়–খোলা বাতাস। দরকার, কোনো খোলা জায়গায় চলে গিয়ে বিষয়টা খতিয়ে দেখার। ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে জীভসকে ডেকে বললাম, 'জীভ্স, সব ভালো লোকদের উচিত এই মুহূর্তে আমার সাহাযার্থে এগিয়ে আসা। তুমি প্রথমেই বেশ কড়া ব্র্যান্ডের কিছু নিয়ে এসো তো, তারপর একটা খবর শোনাবো তোমাকে।'

একটা উঁচু গ্লাস ট্রে-তে সাজিয়ে নিয়ে এলো সে।

'জীভ্স, তুমিও বরং এক গ্লাস নাও। দরকার হতে পারে তোমার।'

'পরে নেবো, স্যার, ধন্যবাদ।'

'ঠিক আছে। তোমার যেমন ইচ্ছে। তবে ধাক্কা একটা তুমি খাবেই। আমার দোস্ত মি. কোরকোরানের কথা মনে আছে তো?'

'জ্বি, স্যার।'

'আর সেই মেয়েটির কথা? পাখিদের বিষয়ে বই লিখে কমনীয় ভঙ্গিতে গড়িয়ে গিয়ে চাচার মন জয় করার কথা ছিলো যার?'

'পুরোপুরি মনে আছে, স্যার।'

'হ্যাঁ, গড়িয়েছে সে ঠিকই, চাচাকে বিয়ে করে ফেলেছে।'

অবিচল মুখে খবরটা শুনলো জীভ্স। কিছুতেই তাকে চমকে দেয়া সম্ভব নয়। 'স্যার, ঘটনাটা যে ওরকম মোড় নিতে পারে সেই ভয় আমার বরাবরই ছিলো।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও যে ওরকমই ঘটবে বলে তুমি মনে করেছিলে?'

'সম্ভাবনা হিসেবে ওটা আমার মনে এসেছিলো বৈকি।'

'এসেছিলো! তাই নাকি? তাহলে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া তোমার উচিত ছিলো না?'

'আমি আগবাড়িয়ে কথা বলতে চাইনি, স্যার।'

পরে শান্ত মনে বিষয়টা ভেবে দেখলাম। যা ঘটেছে ওতে আমার কোনো দোষ নেই। এমনিতে আমাদের ফন্দিটা ছিলো মোক্ষম। সেটা যে এভাবে ফেঁসে যাবে তা আগে জানা থাকার কথা ছিলো না। যাকগে ওসব, যা হয়েছে হয়েই গেছে। এখন আমি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে কিছুদিন না গেলে কোর্কির সাথে দেখা করার বিষয়টা ভাবাই যাবে না। সময় বা কাল সব দুঃখ তাপ ঘুচিয়ে দেয়। সময় তার কাজ করুক। মাস কয়েক আমি ঘেঁষলামই না ওয়াশিংটন স্কোয়ারের ধারেকাছে। তারপর যেইমাত্র ভাবতে শুরু করলাম যে ওদিকে গিয়ে হারানো সূত্রগুলো কুড়ানো নিরাপদ হয়ে এসেছে, অমনি দেখা গেল, সময় তার নিরাময় কাজের বদলে এক ভয়ঙ্কর খেলা খেলে বসে আছে। একদিন

সকালে খবরের কাগজ খুলে পড়লাম মিসেস আলেকজান্ডার ওয়র্পল তাঁর স্বামীকে একটি পুত্র-সন্তান এবং উত্তরাধিকারী উপহার দিয়েছেন।

এতো দুঃখ লাগলো বেচারা কোর্কির জন্যে যে ব্রেকফাস্টটা পর্যন্ত ছুঁতে পারলাম না। এক্কেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেলাম সটান। এর চাইতে বড় দুর্ঘটনা আর হতে পারে না।

বুঝে উঠতে পারলাম না কি করবো। একবার ইচ্ছে হলো ওয়াশিংটন স্কোয়ারে ছুটে গিয়ে হতভাগার হাতখানা হাতে নিয়ে নীরবে বসে থাকতে। পরে ভেবে দেখলাম, আমার সেই 'নার্ভ' নেই।

কিন্তু মাসখানেক পরে আবার দ্বিধা জাগলো মনে। আহা, হতভাগাটা হয়তো চাচ্ছে যে ইয়ার-দোস্তরা সব ছুটে গিয়ে তাকে ঘিরে থাকুক। ঠিক এ সময়টায় তাকে এভাবে এড়িয়ে থাকাটা হৃদয়হীন আচরণ বৈকি। কল্পনার চোখে দেখলাম–নির্জন স্টুডিওতে বেচারা বসে আছে একা, তিক্ত ভাবনায় মগ্ন। হৃদয়টা আমার ভরে গেল আবেগে। ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে চাপলাম। ড্রাইভারকে বললাম, 'চালাও যত জোরে পারো।'

গিয়ে দেখলাম সে আছে। ইজেলের সামনে মাথা নুইয়ে সে আঁকছে। মডেলের আসনে বসে আছে বাচ্চা কোলে নিয়ে খাণ্ডারনী চেহারার মাঝবয়সী এক মেয়েমানুষ।

'ওহ্-হো, কাজ করছো? আচ্ছা, থাক তাহলে,' বলে পিছিয়ে যেতে চাইলাম।

কোর্কি মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে বললো, 'হ্যাল্লো বার্টি, যেয়ো না যেয়ো না। আমাদের কাজ শেষ। আজকের জন্যে এখানেই ইতি,' বললো সে নার্সটিকে।

বাচ্চাটিকে প্যারামবুলেটরে বসিয়ে নার্সটি জিজ্ঞেস করলো, 'মি. কোরকোরান, আগামীকাল ঠিক এসময়েই আসবো তো?'

'হ্যাঁ, তাই আসবেন, প্লীজ।'

'গুড ইভনিং।'

'গুড ইভনিং।'

দরজার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কোর্কি বললো, 'এটা আমার চাচার আইডিয়া। ম্যুরিয়েল এখনো জানে না। পোর্ট্রেটটা হবে ওর জন্মদিনের চমক। খোলা জায়গায় হাওয়া খাওয়ানোর নাম করে নার্সটি এখানে নিয়ে আসে বাচ্চাটাকে। ভাগ্যের পরিহাস কাকে বলে জেনে নাও। জীবনে পোর্ট্রেট আঁকার প্রথম কাজ পেলাম এটাই। আর, সিটিং দিচ্ছে কে জানো? মনুষ্যজাত ঐ ডিমের পোচটি–যে কিনা অনধিকার প্রবেশ করে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আমাকে। যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে আমার। ঐ শিশুর কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যাগুলো কাটিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। পোর্ট্রেটটা আঁকবো না এমন কথা বলতে পারি না। কারণ, তাহলে চাচা আমার ভাতা বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু বাচ্চাটার শূন্য দৃষ্টি চোখে পড়লেই মনটা আমার দারুণ যন্ত্রণায় ভরে যায়। জানো বার্টি, একেক সময় ছোঁড়াটা আমার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর পাশ ফিরে শোয় এবং পেচ্ছাব করে দেয়। ভাবখানা এই যে আমাকে দেখে ওর ঘেন্না লেগেছে। ঐ সময় আমার প্রবল ইচ্ছে জাগে সান্ধ্য পত্রিকাগুলোর গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে এক সর্বশেষ খুনের চাঞ্চল্যকর খবর হয়ে যাই। "প্রতিশ্রুতিবান তরুণ শিল্পী কর্তৃক কুঠারাঘাতে শিশুহত্যা"–এরকম হেডিং যেন একেক সময় স্পষ্ট ভেসে ওঠে আমার চোখে।'

নীরবে হাত বুলালাম বেচারার পিঠে। তার জন্যে এমন সহানুভূতি মনে জাগলো যা বর্ণনার অতীত।

এরপর কিছুদিন যাইনি তার স্টুডিওতে। দুঃখের দিনে তাকে উত্যক্ত করা ঠিক হবে বলে মনে করিনি। তাছাড়া, না বলে পারছিনে যে ঐ নার্সটিকে দেখলে আমার ভয় করতো। ফুফু আগাথার সঙ্গে ওর একটা নারকীয় সাদৃশ্য রয়েছে। একই ধরনের তুরপুন-চোখা মহিলা।

কিন্তু কোর্কি একদিন বিকেলে টেলিফোন করলো আমাকে। 'বার্টি!'

'হ্যাল্লো?'

'বিকেলে কোনো কাজ আছে?'

'বিশেষ কিছু নেই।'

'আসতে পারো?'

'কি ব্যাপার, ঘটেছে নাকি কিছু?'

'পোর্ট্রেটটা শেষ করেছি।'
'সাব্বাস ছ্যামড়া, এই-ইতো কাজের মতো কাজ।'
'তা বটে,' সংশয়ের সুর বাজলো তার কণ্ঠে।
'বার্টি, আসলে ব্যাপারটা কি জানো? পোর্ট্রেটটা ঠিক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কি যেন একটা আছে ওটার মধ্যে। আধঘণ্টার মধ্যে চাচা আসছেন ওটা দেখতে। জানিনে কেন, তবে আমি অনুভব করছি যে তোমার নৈতিক সমর্থন আমার লাগবে।'
বুঝলাম কোনো এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি। এ সময় জীভ্‌স-এর সহৃদয় সহযোগিতা নেয়া উচিত।
'আপনি কি মনে করেন যে তাঁর চাচাটি খুব চটে যাবেন?'
'যেতেও পারেন।'
কোর্কিকে টেলিফোনে জানালাম যে জীভ্‌সকে আনতে পারলে আসবো।
'জীভ্‌সকে কেন? ওর এতে কি করার আছে? কে চায় ওকে? জীভ্‌সই তো সেই বুদ্ধুটা যার ফন্দি মতো কাজ করতে গিয়ে...'
'শোনো কোর্কি, ধুমসো খোকাটি, তুমি যদি ভাবো যে জীভ্‌স-এর সহায়তা ছাড়া আমি তোমার ঐ চাচাটির মুখোমুখি দাঁড়াতে যাচ্ছি তাহলে ভুল করছো। তার আগে আমি বরং বুনো জানোয়ারদের আস্তানায় ঢুকে পড়বো, কামড় লাগাবো কোনো সিঙ্গিমামার গর্দানে।'
'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে,' বললো কোর্কি। আন্তরিকভাবে নয়, তবুও কথাটা সে বললো। কাজেই জীভ্‌সকে ডেকে অবস্থা ব্যাখ্যা করলাম।
জীভ্‌স বললো, 'খুব ভালো কথা, স্যার।'
দু'জনে গিয়ে দেখলাম, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কোর্কি ছবিটার দিকে তাকিয়ে। এক হাত আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ওপর দিকে তোলা। যেন, ছবিটা লাফ মেরে তার ঘাড়ে এসে পড়বে।
'যেখানে আছো ওখানেই থাকো, বার্টি। এখন মন খুলে বলো দেখি, এর কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তোমার?'
বড় জানালা থেকে আলো সরাসরি পড়েছে ছবিটার ওপর। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। তারপর আরেকটু কাছে গিয়ে আবার তাকালাম। শেষে প্রথমে যেখানে ছিলাম সেখানে পিছিয়ে গেলাম, কারণ ওখান থেকে তেমন খারাপ লাগেনি ওটাকে।
'কি, কেমন দেখাচ্ছে?' উদ্বিগ্ন প্রশ্ন কোর্কির। একটুক্ষণ দ্বিধা করে বললাম, 'দোস্ত, আমি অবশ্য বাচ্চাটাকে একবারই দেখেছি এবং তা-ও মুহূর্ত খানেকের জন্য। তবে...তবে বাচ্চাটি একটু কুচ্ছিত ধরনের, তাই না?'
'তা বলে এতোটা কুচ্ছিত?' আবার তাকালাম এবং সততার খাতিরে বলতে বাধ্য হলাম, 'এতোটা কুচ্ছিত কেমন করে হতে পারলো বুঝতে পারছিনে, দোস্ত।'
'ঠিকই বলেছো, বার্টি। হতচ্ছাড়া ছবিটার কিছু একটা গড়বড় হয়ে গেছে। শিল্পী সার্জেন্ট কি করতেন? যে সিটিং দিতো তার চেহারা না এঁকে চমক সৃষ্টি করতেন। আমার ধারণা, নিজের অজান্তে আমিও তাই করে ফেলেছি। বাচ্চাটার বাইরের চেহারা ভেদ করে তার আত্মার চেহারাটাকে ফুটিয়ে তুলেছি ক্যানভাসে।'
'কিন্তু ঐ বয়সের একটা বাচ্চার ওরকম একখানা আত্মা থাকা কি সম্ভব? এটুকুন সময়ের মধ্যে অমন একখানা আত্মা সে বাগালো কেমন করে তা-ও বুঝতে পারছিনে। তোমার কি মনে হয়, জীভ্‌স?'
'ওর মধ্যে একটা মাতাল ভাব রয়েছে, স্যার।'
আরো কি একটা বলতে যাচ্ছিলো জীভ্‌স, কিন্তু তার আগেই হুট করে খুলে গেল দরজা। চাচা এসে ঢুকলেন ঘরে।
প্রথম সেকেন্ড তিনেক কাটলো আনন্দ, হাসিঠাট্টা আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে। বুড়ো আমার সাথে হাত মেলালেন, কোর্কির পিঠে চাপড় দিলেন। বললেন, 'দিনটা বড় সুন্দর।' হাতের লাঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠোক্কর দিলেন পায়ে। জীভ্‌স সরে গিয়েছিলো পেছনে। ওকে তিনি দেখেননি।
তাহলে বাবা ব্রুস, পোর্ট্রেটটা শেষ করেছো, তাই না? বেশ বেশ, তা আনো না ওটা বের করে, দেখি একবার। তোমার চাচীর জন্য ওটা হবে এক চমৎকার বিস্ময়। কোথায়

ওটা, চলো–'

ঠিক তখনই তিনি পেলেন আঘাতটা। হঠাৎ, যখন তিনি তৈরি ছিলেন না ওটার জন্য। টলতে টলতে পিছিয়ে গেলেন তিনি।

'উফ' বলে কঁকিয়ে উঠলেন। তারপর সেখানে নেমে এলো এক হিমশীতল নিথর নীরবতা।

'এটা কি পরিহাস?' বললেন তিনি অবশেষে।

ভেবে দেখলাম আমাকেই দাঁড়াতে হবে কোর্কির সমর্থনে। বললাম, 'একটুখানি দূরে দাঁড়ালে ভালো দেখবেন।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি।' ঘোঁৎ করে উঠলেন তিনি। 'আমাকে তা-ই করতে হবে! আমাকে ছবিটা থেকে এতোদূরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যাতে দূরবীন দিয়েও ওটা দেখা না যায়!' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি কোর্কির দিকে বনের সেই পোষ-না-মানা বাঘটির মতো, যে বাঘ সবেমাত্র এক টুকরো মাংসের খোঁজ পেয়েছে। 'এবং এটা–এটা করেই তুমি এতোগুলো বছর ধরে তোমার সময় আর আমার টাকা নষ্ট করে এসেছো। তুমি চিত্রশিল্পী–তাই না! তোমাকে আমি একটা বাড়ি রঙ করার কাজও দেবো না। ভেবেছিলাম তুমি একজন যোগ্য আঁকিয়ে হয়েছো। তার ফল কিনা কমিক পত্রিকা থেকে তুলে আনা এই–এই–এই জঘন্য ছবিটা!' রাগে গরগর করতে করতে ফিরলেন তিনি দরজার দিকে। 'এখানেই শেষ। আলসেমির অজুহাত হিসেবে শিল্পী বলে ভান করার এ পাগলামি যদি তুমি চালিয়ে যেতে চাও–মনের সুখে চালিয়ে যাও। আমি কিন্তু তোমাকে বলে দিচ্ছি, এ মূর্খতা ছেড়ে ব্যবসার একেবারে তলা থেকে শুরু করে ওপর দিকে ওঠার জন্যে তৈরি হও। সোমবার সকালে আমার অফিসে হাজির হবে। যদি না যাও তাহলে আর একটা পয়সা, একটা কপর্দকও…ফুহ্…'

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তিনি চলে গেলেন। আমিও যেন হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম বোমা নিরোধক আশ্রয় থেকে। ফিসফিস করে বললাম, 'কোর্কি, বুড়ো খোকাটি!'

সে তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো ছবিটার দিকে। মুখটা শুকনো, চোখে শঙ্কাতুর দৃষ্টি।

'আর কি, চুকে গেল সব!' বললো সে ভগ্নকণ্ঠে।

'কি করবে এখন?'

'করবো? কি করতে পারি আমি? মালপানি সাপ্লাই বন্ধ করে দিলে আমি এখানে থাকতে পারবো না। তিনি কি বলে গেলেন তা তো শুনেছো।'

কি বলবো ভেবে পেলাম না। চাচার অফিস সম্পর্কে তার অনুভূতি আমার পুরোপুরি জানা। এমন বিশ্রী রকমের বিব্রত আর কখনো হইনি। মনে হলো আমি যেন বিশ বছরের জেল হয়ে যাওয়া এক বন্ধুর সাথে খোশ আলাপ জমাতে চাচ্ছি।

এমন সময় কানে এলো একটা প্রশান্ত কণ্ঠস্বর, 'একটা প্রস্তাব করতে পারি, স্যার?'

জীভ্‌স-এর কণ্ঠস্বর। সে যে ওখানে ছিলো তা আমি বেমালুম ভুলে বসেছিলাম।

'স্যার, আমি আপনাকে কোনোদিন মি. ডিপ্রি থিসল্টনের কথা বলেছি? এক সময় আমি তাঁর ওখানে চাকরি করতাম। আপনার সাথে হয়তো দেখাও হয়েছে তাঁর। তিনি ছিলেন একজন ফাইনান্সিয়ার। এখন হয়েছেন লর্ড ব্রিজওয়ার্থ। তাঁর একটা প্রিয় বুলি ছিলো, উপায় একটা হবেই। কথাটা তাঁকে প্রথম বলতে শুনি একটা লোমনাশক ওষুধ চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হবার পর।'

'জীভ্‌স! কি এসব আবোলতাবোল বকছো তুমি?'

'স্যার, মি. থিসল্টনের প্রসঙ্গটা উল্লেখ করলাম এজন্য যে তাঁর ঘটনার সাথে বর্তমান ঘটনার একটা মিল আছে। তাঁর লোমনাশক ব্যর্থ হয়েছিলো, কিন্তু তিনি হতাশ হননি। লোমনাশকটাকে 'হেয়ার-ও' নাম দিয়ে তিনি আবার বাজারে ছাড়েন এবং এই মর্মে গ্যারান্টি দেন যে ওটা লাগালে কয়েকমাসেই টেকো মাথায় ঝাঁকড়া চুল গজাবে। আপনার মনে থাকতে পারে, স্যার, ওটা প্রচারের জন্য বিলিয়ার্ড বলের ছবিওয়ালা একটা মজার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিলো। বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছিলো যে ঐ জিনিসটা ব্যবহারের আগে মাথাটা থাকে বিলিয়ার্ড বলের মতো ন্যাড়া, আর ব্যবহারের পরে ঢাকা পড়ে ঘন ঝাঁকড়া চুলে। ধুম কাটতি হয় জিনিসটার। ওটা থেকে মি. থিসল্টনের এতো মোটা রকমের আয় হয় যে অল্পদিনের মধ্যেই নিজ পার্টির সেবার পুরস্কার হিসেবে তাঁকে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

আমার ধারণা, মি. কোরকোরান যদি বিষয়টা ভেবে দেখেন তাহলে মি. থিসল্টনের মতো তিনিও বুঝতে পারবেন যে উপায় একটা হবেই। সঙ্কট সমাধানের একটা উপায় মি. ওয়র্পল নিজেই বাতলে দিয়ে গেছেন। উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি পোর্ট্রেটটাকে রঙিন কমিক পত্রিকা থেকে তুলে নেয়া ছবির সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর এ কথাটিকে, স্যার, আমি খুবই মূল্যবান মনে করি। মি কোরকোরানের আঁকা পোর্ট্রেট তাঁর একমাত্র সন্তানের ছবি হিসেবে মি. ওয়র্পলকে খুশি না করতে পারে, কিন্তু আমার কোনো সন্দেহ নেই যে কমিক পত্রিকার সম্পাদকরা ওটাকে হাসির ছবির একটা নয়া সিরিজের ভিত্তি হিসেবে খুশি হয়েই গ্রহণ করবে। মি. কোরকোরানের অনুমতি নিয়ে বলছি, তাঁর মেধাটা হলো প্রথম থেকেই কৌতুকধর্মী। আমি নিশ্চিত যে এ ছবি জনপ্রিয় হবে।'

এতোক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কোর্কি তাকিয়ে ছিলো ছবিটার দিকে, আর মুখে শুকনো কিছু একটা চুষে খাওয়ার শব্দ করছিলো। এবার সে হাসতে লাগলো হো-হো করে অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে। আমার ভয় হলো ওকে হিস্টিরিয়ায় ধরেছে বলে। টলমল পায়ে থপ্‌থপ্‌ করে ঘরময় হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলো সে, 'ওর কথাই ঠিক, বিলকুল ঠিক বলেছে ও। সাব্বাস জীভ্‌স, তুমি আমার জীবন বাঁচালে। যুগের সেরা চিন্তা তোমার মাথায় গজিয়েছে। কি বলে গেলেন চাচা? সোমবার আপিসে হাজিরা দেবে। ব্যবসার তলা থেকে কাজ শুরু করবে! আরে বাবা, ইচ্ছে হলে ঐ ব্যবসাটাই কিনে ফেলবো আমি। "সানডে স্টার" পত্রিকার কমিক বিভাগটা যে চালায় তাকে আমি চিনি। এটা সে নির্ঘাত গিলবে। মাত্র ক'দিন আগেই সে আমাকে বলছিলো একটা ভালো নয়া সিরিজ পাওয়া কতো কঠিন। এটার মতো সত্যিকারের বাজীমাতকারী জিনিসের জন্য যা চাইবো তাই দেবে সে আমাকে। একটা সোনার খনি পেয়ে গেছিরে আমি! ওরে, আমার হ্যাট কই? জীবনের রোজগার পেয়ে গেছি। পাঁচটা ডলার ধার দাও না ভাই, বার্টি। আমি ট্যাক্সি হাঁকিয়ে পার্ক রোডে যাবো।'

পিতৃসুলভ হাসি ছড়িয়ে জীভ্‌স বললো, 'মি. কোরকোরান, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি, আপনি যে সিরিজটার কথা ভাবছেন ওটার নাম দিন 'খুদে কুমড়ো পটাশের দিগ্বিজয়'।

কোর্কি আর আমি প্রথমে তাকালাম ছবিটার দিকে, তারপর একে অন্যের দিকে। হ্যাঁ, জীভ্‌স-এর কথাই ঠিক। অন্য কোনো নামই হতে পারে না সিরিজটার।

সপ্তাহ কয়েক পরের কথা। 'সানডে স্টার' এর কমিক বিভাগটায় চোখ বুলিয়ে বললাম, 'জীভ্‌স, বয়স যতো বাড়ছে ততই আমি ঐ সেক্সপিয়ার-শেক্সপিয়ার ইত্যাদি কবিদের সাথে এই মর্মে একমত হচ্ছি যে আঁধারটা ভোরের আগেই সবচেয়ে ঘন হয়ে ওঠে এবং সেই আঁধার ভেদ করেই ফুটে ওঠে আলোর রজত রেখা। এই মি. কোরকোরানের ব্যাপারটাই দেখো না কেন। যে কেউই বলতো যে তিনি গাড্ডায় পড়ে গেছেন। সব দিক থেকেই দেখা যাচ্ছিলো, তাঁর বারোটা বেজে গেছে। অথচ এখন? এ-ছবিগুলো দেখেছো তুমি?'

'আপনার কাছে আসার আগেই দেখে ফেলেছি, স্যার। খুব মজার।'

'জানো, দারুণ হিট করেছে ছবিগুলো!'

'আমি সেটা আগেই অনুমান করতে পেরেছিলাম, স্যার।'

বালিশে মাথাটা আরেকটু হেলিয়ে দিয়ে বললাম, 'জীভ্‌স, তুমি একটা জিনিয়াস, বুঝলে? এ-সবের জন্যে তোমার একটা কমিশন পাওয়া উচিত।'

'স্যার, সে ব্যাপারে কোনো নালিশ নেই আমার। মি. কোরকোরানের হাত বেশ দরাজ। ব্রাউন রঙের সুটটা বের করে রাখবো, স্যার?'

অনাহুত অতিথি

কথাটা কে বলেছেন সে বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই। তবে মনে হয়, শেক্সপিয়ার কিংবা তাঁরই মতো কোনো মাথাওয়ালা লোক। তিনি বলেছেন, কেউ যখন নিজেকে ঝামেলামুক্ত এবং সব প্রতিকূলতা মোকাবিলার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত বলে ভাবছে ঠিক তখনি ভাগ্য চুপিসারে তার পেছনে হাজির হয় একটুখানি তপ্ত সীসা নিয়ে। আমার ধারণা, লোকটি ঠিকই বলেছেন। উদাহরণ হিসেবে লেডি ম্যালভার্ন আর তার ছেলে উইলমট-এর ব্যাপারটাই ধরুন। জীবনে আমি যতো ন্যাক্কারজনক কারবারের সঙ্গে জড়িয়েছি তার মধ্যে ওটাই ছিলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ওদের আবির্ভাবের মুহূর্তখানেক আগেও ভাবছিলাম যে সবকিছু ঠিক মতোই চলছে।

ঘটনাটা যখন শুরু হয় তখনো আমি নিউ ইয়র্কে। বছরের ঐ সময়টায় নিউ ইয়র্ক তার সেরা রূপ ধারণ করে।

বেশ সুন্দর ছিলো সেদিনকার সকালটা। সবে ঠাণ্ডা শাওয়ারের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছি। রাজা-বাদশার মতো লাগছে নিজেকে। আসল কথা কি জানেন? আমাকে যা চাঙ্গা করে তুলছিলো সেটা হচ্ছে এই যে আগেরদিন আমি জীভ্‌স-এর সামনে নিজের কর্তৃত্ব-বুঝলেন কিনা, পুরোপুরি নিজের কর্তৃত্ব-জাহির করেছি। হালঅবস্থা যা দাঁড়াচ্ছিলো তাতে সহসা তার দাস হয়ে পড়ছিলাম। বেশ জুলুম চালিয়েছে সে আমার ওপর। আমাকে যখন সে একটা নতুন স্যুট ছাড়তে বাধ্য করলো তখনো কিছু মনে করিনি, কারণ স্যুট-টুটের ব্যাপারে তার বিচারবুদ্ধিটা ভালোই এবং মোটামুটি নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু কামান দাগার আগ মুহূর্তে ছোট্ট ছিদ্রপথে আগুন দিতে গিয়ে একেক সময় তোপচিও হঠাৎ বেঁকে দাঁড়ায়। আমিও তেমনি বিদ্রোহ করলাম যখন দেখলাম যে আমাকে সে কাপড়ের আস্তর দেয়া আমার প্রিয় বুট জোড়াটা পরতে দিতে চায় না। অবশেষে একটা হ্যাটের বিষয় নিয়ে সে যখন আমাকে ছোট্ট পোকার মতো পায়ে মাড়াতে চাইলো তখন আমি শক্ত হয়ে গেলাম। কোনোরকম অস্পষ্টতা না রেখে তাকে বুঝিয়ে দিলাম কে কি।

সে এক লম্বা কাহিনী। এখন সময় নেই বিস্তারিত বলার। তবে সার কথা হলো এই যে জীভ্‌স চাচ্ছিলো আমি যেন 'হোয়াইট হাউস ওয়াডার' হ্যাটই পরি–যেটা প্রেসিডেন্ট কূলিজ পরতেন। কিন্তু আমার মন জুড়ে ছিলো 'ব্রডওয়ে স্পেশ্যাল'। তরুণ মহলে ওটারই তখন নামডাক। তাই ওর কথা অগ্রাহ্য করে ব্রডওয়ে স্পেশ্যালটিই কিনে ফেলি।

এরপর নিজেকে বেশ পৌরুষময় এবং স্বাধীন স্বাধীন মনে হচ্ছিলো। বাথরুমে ঢুকে গুনগুন করতে করতে মোটা তোয়ালে দিয়ে শিরদাঁড়া মালিশ করছিলাম আর ভাবছিলাম ব্রেকফাস্টে কি কি আইটেম থাকবে। এমন সময় দরজায় খুটখুট শব্দ। গুনগুন থামিয়ে দুয়ারটা ইঞ্চিখানেক ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ওখানে, কি চাই?'

'লেডি ম্যালভার্ন, স্যার।'

'অ্যাঁ?'

'লেডি ম্যালভার্ন এসেছেন, বসার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

'জীভ্‌স, হুঁশ করে কথা বলো, বুঝলে?' বললাম বেশ কড়া সুরেই। কারণ, ব্রেকফাস্টের আগে বাস্তব পরিহাস আমি মোটেই পছন্দ করিনে। 'তুমি ভালো মতোই জানো যে ড্রয়িংরুমে কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন না। কেমন করে করবেন? এখন তো সবে দশটা!'

'স্যার, হার লেডিশিপের কথায় জানলাম তিনি এক যাত্রীবাহী জাহাজে সাগরপাড়ি দিয়ে আজ ভোরেই এসে নেমেছেন।'

এবার কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো বিষয়টা। 'এই লেডি ম্যালভার্নটি কে, জীভ্‌স?'

'হার লেডিশিপ তা আমাকে জানাননি, স্যার।'

'তিনি কি একা?'

'তাঁর সাথে লর্ড পারশোর নামে একজন আছেন, স্যার। আমার ধারণা হিজ লর্ডশিপ

হার লেডিশিপেরই ছেলে।'

'ও আচ্ছা। দামী-টামী কিছু একটা বের করো দেখি, পরতে হবে এখনি।'

'আমাদের উলুখড় রঙের ফুট্‌কিওয়ালা পশমী লাউঞ্জ স্যুটটি তৈরি আছে, স্যার।'

'ঠিক আছে।'

পোশাক পরতে পরতে ভাবলাম এই লেডি ম্যালভার্নটা কে হতে পারে। শার্টের ভেতর দিয়ে মাথাটা বের করে বোতাম আঁটতে আঁটতে আমার মনে পড়লো।

'জীভ্‌স, এতোক্ষণে চিনতে পেরেছি। আন্টি আগাথার এক বান্ধবী।'

'সত্যি, স্যার?'

'হ্যাঁ, লন্ডন ছাড়ার আগে এক রোববারে লাঞ্চে দেখা হয়েছিলো। বদের হাড্ডি একখানা, বুঝলে? বইটই লেখেন। রাজা জর্জের দিল্লী দরবার থেকে ফিরে এসে ভারতের সামাজিক অবস্থার ওপর একখানা বই লিখেছিলেন।'

'কি বললেন, স্যার? মাফ করবেন, ঐ টাইটি নয়, স্যার।'

'অ্যাঁ?'

'উলুখাগড়া রঙের লাউঞ্জ স্যুটের সাথে ঐ টাই পরবেন না, স্যার।'

শক খেলাম একটা। ভেবেছিলাম লোকটাকে দমিয়েছি। পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে উঠলো। এ মুহূর্তে দুর্বল হলে আগের রাতের সবটুকু ভালো কাজ বরবাদ হয়ে যাবে। তাই নিজেকে শক্ত করে বললাম, 'কি দোষ এ টাই-এর? বলো তো খোলাখুলি? কি হয়েছে এটার?'

'বড্ড বেশি নকশাদার, স্যার।'

'বাজে কথা! সুন্দর হালকা লাল রঙ, আর কিছুই না।'

'বেমানান, স্যার।'

'জীভ্‌স, আমি এটাই পরবো।'

'বেশ ভালো, স্যার।'

ভীষণ অপ্রীতিকর ব্যাপার। দেখতে পাচ্ছিলাম মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে সে। তবু দৃঢ়তা বজায় রাখলাম। টাই বেঁধে কোট আর ওয়েইস্ট কোট চাপিয়ে চলে গেলাম ড্রয়িংরুমে।

'হ্যাল্লো…হ্যাল্লো…ল্লো! কি খবর?'

'আহা এই যে, হাউ-ডু-য়ু-ডু, মি. উস্টার? আমার ছেলে উইলমটকে আপনি বোধহয় দেখেননি আগে, তাই না? মট্টি, সোনামণি, ইনি মি. উস্টার।'

বেশ দিলখোলা, সুখী, স্বাস্থ্যবান, জবরদস্ত মহিলা এই লেডি ম্যালভার্ন। বেশি লম্বা নন। তবে সেটা পুষিয়ে গেছে পাছায় আর পাশে মিলিয়ে প্রায় ছ-ফুট হওয়ার দরুন। আমার সবচেয়ে বড় হাতলওয়ালা চেয়ারটায় কোনো-মতে আঁটসাঁট হয়ে বসে আছেন। দেখে মনে হলো তাঁকে ঘিরে চেয়ারটা বানিয়েছে এমন কেউ, যে জানতো ঐ মৌসুমে পাছায় টাইট হাতলওয়ালা চেয়ারে বসাটাই ফ্যাশন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বলে, মাথাটা ফোলা ফোলা–প্রচুর হলদে চুলে ভরা। কথা বলার সময় প্রায় সাতান্নটি দাঁত সুপ্রকাশ। তিনি হলেন ঐসব মেয়েমানুষদের একজন–যাঁদের দেখলে লোকের মাথার ঘিলু পর্যন্ত অবশ হয়ে যায়। আমার ভেতর তিনি একরকম অনুভূতি সৃষ্টি করলেন, যেন আমি একটা দশ বছরের ছোকরা–যাকে রোববারের পোশাক পরিয়ে ড্রয়িংরুমে আনা হয়েছে 'হাউ-ডু-য়ু-ডু' বলার জন্য। ব্রেকফাস্টের আগে নিজের ড্রয়িংরুমে কে অমন দৃশ্য দেখতে চায় বলুন?'

তাঁর ছেলে মট্টির বয়স প্রায় তেইশ। লম্বা ছিপছিপে নম্র চেহারা। চুল মায়ের মতোই হলদে। নিচের দিকে পাট করা, মাঝখানে টেরি কাটা। চোখ দুটিও ফোলা ফোলা, তবে জ্বলজ্বলে নয়। ধূসর, ঘোলাটে। চোখের চারধারে লালচে রেখা। চিবুকটা ঝুলে গেছে মাঝখান থেকে। চোখের পাতায় একখানাও লোম আছে বলে মনে হলো না। এক কথায় ঠাণ্ডা মেজাজী, চোরাচোখো ভীরু স্বভাবের ছোকরা একটা।

'দারুণ খুশি হলাম তোমাকে দেখে,' বললাম মট্টিকে, যদিও কথাটা মোটেই সত্য নয়। কারণ, ততক্ষণে আমার মনে হতে শুরু করেছিলো যে বেশ বিতিকিচ্ছি কাণ্ড কারখানা ঘটতে চলেছে।

'আপনারা তাহলে এসেই পড়লেন। তা থাকবেন নাকি বেশিদিন আমেরিকায়?'

'মাসখানেকের মতো। আপনার আন্টি ঠিকানা দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন আমি

যেন অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করি।'

খুশি হলাম শুনে। কারণ, এতে যেন আভাস পেলাম যে ফুফু আগাথা কিছুটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছেন আমার প্রতি। আমার বিশ্বাস, আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে আমাদের দু'জনের মধ্যে সামান্য একটু মন কষাকষি ঘটেছিলো।

'আপনার আন্টি বলেছেন যে আমাদের জন্য আপনি সাধ্যমতো সবই করবেন।'

'করবো বৈ'কি, অবশ্যই করবো।'

'অনেক ধন্যবাদ। আমি চাই যে মট্টি সোনাকে কিছুদিনের জন্য আপনি থাকতে দেবেন।'

কথাটার মানে মাথায় ঢুকতে মুহূর্তখানেক সময় নিলো। 'থাকতে দেবো? আমার ক্লাবে?'

'না-না, মট্টি সোনা একেবারে ঘরকুনো ছেলে। তাই না মট্টি?'

মট্টি তার লাঠির হাতল চুষছিলো বসে বসে। মায়ের কথার জবাবে 'হ্যাঁ মা-মণি' বলে আবার সে হাতল চোষায় মন দিলো।

'ক্লাবে-টাবে ও থাকুক সেটা আমার পছন্দ নয়। তাকে এখানে রাখুন। আমার বাইরে থাকার সময়টাতে সে আপনার সঙ্গেই থাকুক।'

এই ভয়ঙ্কর কথাগুলো মধুর স্রোতের মতো গড়িয়ে বেরিয়ে এলো তাঁর ভেতর থেকে। মনে হলো মহিলাটি যেন বোঝেনই না তাঁর প্রস্তাবের বিকট প্রকৃতিটা। চকিত দৃষ্টিতে একবার আগাগোড়া দেখে নিলাম মট্টিকে। দেয়ালের দিকে পিটপিট করে চেয়ে লাঠির হাতল চুষছে। এই বস্তুটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্য–এটা ভাবতেই মেজাজটা ভীষণ বিগড়ে গেল। প্রায় বলেই ফেলছিলাম যে গুলি নিশানায় লাগেনি, আমার ঘরে মট্টি আস্তানা গাড়ার লক্ষণ দেখামাত্রই আমি চেঁচিয়ে পুলিশ ডাকবো। কিন্তু বলতে পারলাম না। ধীর নম্র ভাষায় মহিলা আমার সব ওজর-আপত্তি উড়িয়ে দিলেন।

'আমি সিংসিং কারাগার দেখবো, তাই দুপুরের ট্রেনে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে যাচ্ছি। আমেরিকার কারাগারগুলোর অবস্থা জানার খুব আগ্রহ আমার। কারাগার দেখতে দেখতে সাগরতীরের দিকে এগিয়ে যাবো। দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবো। বুঝলেন মি. উস্টার, আমেরিকায় এসেছি মূলত: কাজের ব্যাপারে। আপনি নিশ্চয়ই আমার বই "ভারত ও ভারতবাসী" পড়েছেন? আমার প্রকাশকরা চান আমি যেন ওটার জুটি হিসেবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে একটা বই লিখি। একমাসের বেশি থাকতে পারবো না আমেরিকায়, কারণ মৌসুমের আগেই ফিরতে হবে। তবে এক মাসই যথেষ্ট হবার কথা। ভারতে তো একমাসেরও কম ছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু স্যার রোজার ক্রেমোর্ন এখানে মাত্র দু'সপ্তাহ কাটিয়েই তাঁর বই "আমেরিকা ফ্রম উইদিন" লিখে ফেলেছিলেন। মট্টি সোনাকে সঙ্গে নিতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু রেল ভ্রমণ ওকে খুব কাহিল করে ফেলে। ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাবো।'

জীভ্‌স ব্রেকফাস্ট সাজাচ্ছিলো। ভাবলাম তার সাথে একান্তে মিনিটখানেক আলাপ করে নিলে ভালো হতো। নিশ্চিতভাবে অনুভব করছিলাম যে এই মেয়েমানুষটার মুখ বন্ধ করার একটা উপায় বাতলানো তার পক্ষে সম্ভব।

'মি. উস্টার, মট্টি আপনার কাছে থাকবে এটা কি স্বস্তির ব্যাপার! বড় বড় শহরের নানা প্রলোভনের কথা আমি জানি। মট্টি সোনাকে এতোকাল ওসব থেকে আড়ালে রাখা হয়েছে। সে শান্তিতে আমার সাথে বাস করেছে গাঁয়ে। মি. উস্টার, জানি আপনি যত্নের সাথে তার দেখাশোনা করবেন। সে আপনাকে তেমন কোনো কষ্ট দেবে না। জাদু আমার নিরামিশ খায়। মদটদ একেবারেই ছোঁয় না। দারুণ পড়ুয়া। একটা ভাল্লো বই তুলে দিন ওর হাতে, ও আর কিচ্ছু চাইবে না।'

এরপর উঠে দাঁড়ালেন। আবার বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ, মি. উস্টার। আপনার সাহায্য না পেলে কি যে করতাম জানিনে। এসো মট্টি, ট্রেন ছাড়ার আগে কয়েকটা দর্শনীয় বস্তু দেখে যাই। কিন্তু বাবা, নিউ ইয়র্ক সংক্রান্ত বেশিরভাগ তথ্যের জন্য আমাকে তোমার ওপরই নির্ভর করতে হবে। চোখকান খোলা রেখো। কেমন লাগছে তা-ও লিখে রেখো। কাজে লাগবে। বিদায়, মি. উস্টার। দুপুর হলেই পাঠিয়ে দেবো মট্টিকে।

বেরিয়ে গেল তারা। চিৎকার করে ডাকলাম, 'জীভ্‌স!'

'স্যার?'

'কি করা যায় বলো তো? সবই তো শুনেছো। ঐ তেতো বড়িটা তো আসছে এখানে থাকতে।'

'তেতো বড়ি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ অবাঞ্ছিত আঁচিলটা।'

'বুঝতে পারলাম না, স্যার।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম জীভ্‌স-এর দিকে। ওর তো এরকম হওয়া সাজে না। তখন বুঝতে পারলাম—ঐ টাই-এর ব্যাপারটা নিয়ে মনটা ওর বিগড়ে আছে।

'জীভ্‌স, আজ রাত থেকে লর্ড পারশোর এখানে থাকবেন।'

'খুব ভালো স্যার, ব্রেকফাস্ট তৈরি স্যার।'

বেকন আর ডিম খেতে খেতে কান্না এলো আমার। কাঁদলাম না কেবল এজন্য যে জীভ্‌স-এর কাছ থেকে কোনো সহানুভূতিই পাওয়া যাবে না। মুহূর্তের জন্য দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আর কি! ওকে প্রায় বলেই ফেলছিলাম ঐ হ্যাট আর টাই পছন্দ না হলে ধ্বংস করে ফেলতে। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে। না, আমার ওপর মাতব্বরির সুযোগ জীভ্‌সকে আমি দিতে পারি না।

জীভ্‌স আর মট্টির ভাবনা কাহিল করে ফেললো আমাকে। যতোই বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলাম ততোই জটিল মনে হতে লাগলো বিষয়টা। মট্টিকে বের করে দিলে সে তার মা'কে জানাবে এবং তিনি খবরটা জানিয়ে দেবেন আন্টি আগাথাকে। তারপরে কি ঘটবে সেটা ভাবতে আমার মোটেই ভালো লাগলো না। আগে বা পরে, ইংল্যান্ডে ফেরার ইচ্ছে আমার হবে। আর ফিরে গিয়ে জাহাজঘাটায় বাইন মাছের চামড়ায় মোড়া বেত হাতে অপেক্ষমাণ আগাথা আন্টিকে দেখার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। কাজেই ছোঁড়াটাকে জায়গা দেয়া এবং তার সাথে মানিয়ে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় রইলো না।

দুপুর নাগাদ মট্টির মালপত্র এসে পড়লো। তারপরে এলো একটা বড় আকারের বান্ডিল। ভাবলাম, ওটা চমৎকার সব বইয়ে ভর্তি। খুশি হলাম। অত বড় বান্ডিল যখন, নিশ্চয়ই ছোঁড়াটাকে বছরখানেক ব্যস্ত রাখার মতো মাল আছে ওটার ভেতর। খুশি হয়ে 'ব্রডওয়ে স্পেশাল'টা মাথায় চাপিয়ে গোলাপী টাই-য়ে একটা মোচড় দিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেলাম ক'জন বন্ধুর সাথে লাঞ্চ খেতে। তারপর খাওয়াদাওয়া, ঘোরাঘুরি, রসের আলাপ-সালাপ আর এটা-সেটার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিলাম বিকেলটা। ডিনারের সময় আসতে আসতে প্রায় ভুলেই গেলাম মট্টির অস্তিত্ব।

ক্লাবে ডিনার সেরে 'কোক' খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরলাম অনেক রাতে। মট্টির টিকিও দেখা গেল না। ভাবলাম—হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে একটা খট্‌কা লাগলো। বান্ডিলটা যেমন ছিলো তেমনি পড়ে আছে বাইরে। মনে হলো, মা'কে ট্রেনে তুলে দিয়েই বোধহয় মট্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে—ব্যস্, ছুট্টি হো-গিয়া।

জীভ্‌স এলো রাতের হুইস্কি আর সোডা নিয়ে। ভাবসাবে টের পেলাম মন খারাপ করে রয়েছে তখনো।

গুরুগম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'লর্ড পারশোর ঘুমিয়েছেন?'

'হিজ লর্ডশিপ এখনো ফেরেননি, স্যার।'

'ফেরেননি? বলছো কি তুমি?'

'হিজ লর্ডশিপ সাড়ে ছ'টার একটু পরে এসে পোশাক বদলে আবার বেরিয়ে গেছেন।'

ঐ মুহূর্তে সামনের দরজার বাইরে একটা আঁচড়ানোর মতো শব্দ হলো। কেউ যেন থাবা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। তারপর শোনা গেল ধপাস করে একটা পতনের মতো শব্দ।

'দেখো তো জীভ্‌স, ওটা কি?'

'যাই, স্যার।'

ফিরে এসে সে বললো, 'স্যার, একটু এদিকে আসবেন? মনে হয় আমরা তাঁকে তুলে আনতে পারবো।'

'তুলে আনতে পারবো মানে? কাকে?'

'হিজ লর্ডশিপ ম্যাটের ওপর পড়ে আছেন, স্যার।'

গেলাম। ঠিকই বলেছে জীভ্‌স। মট্টি পড়ে আছে দরজার বাইরে। একটু একটু

গোঙাচ্ছে।

'এক ধরনের মূর্ছা এটা। কেউ ওকে মাংস খাইয়ে দিয়েছে।'

'স্যার?'

'তুমি তো জানো, সে নিরামিষ খায়। কেউ ওকে নিশ্চয়ই স্টেক বা অন্য কোনো মাংসের জিনিস খাইয়েছে। ডাক্তার ডাকো এখনি।'

'আমার মনে হয় না যে ডাক্তার ডাকার দরকার হবে। আপনি স্যার, তাঁর পায়ের দিকটা ধরুন, আমি…'

'কি অবাক কাণ্ড। জীভ্‌স, তোমার মনে হচ্ছে না তো যে সে…'

'আমার তা-ই মনে হয়, স্যার।'

কোনো সন্দেহ নেই। জীভ্‌স ঠিকই ধরেছে। মদে ডুবে গেছে মট্টি, বিলকুল বেহুঁশ।

একটা দারুণ ধাক্কা খেলাম মনে।

'বুঝলে জীভ্‌স, মানুষের ব্যাপারে আগে থেকে কিছুই বলা যায় না।'

'ঠিকই বলেছেন, স্যার।'

দু'জনে চ্যাংদোলা করে ওকে নিয়ে গেলাম ঘরে। শুইয়ে দিলাম বিছানায়। সিগারেট টানতে টানতে ভাবলাম, কি গোলমালেই না জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে।

পরদিন সকালে এককাপ চা গলায় ঢেলে চিন্তিত মনে গেলাম ওকে দেখতে। ভেবেছিলাম ছোঁড়াটাকে দেখবো বিধ্বস্ত অবস্থায়। কিন্তু না। সে দেখলাম দিব্যি বসে আছে বিছানায়। বেশ হাসিখুশি ভাব। 'জিঞ্জার স্টোরিজ' পড়ছে।

বললাম, 'এই যে, কি খবর!'

সে-ও জবাব দিলো, 'এই যে কি খবর।'

'আরে, খবর-টবর কি!'

'আরে, খবর-টবর কি!'

এরপর আলাপটা চালিয়ে যাওয়া একটু কঠিনই মনে হলো আমার পক্ষে।

'কেমন লাগছে এখন?'

'দারুণ! জানেন, আপনার এই লোকটা–এই জীভসটা আর কি, ওর কোনো জুড়ি নেই। আমার ঘুম ভেঙেছিলো ভয়ঙ্কর মাথাব্যথা নিয়ে। জীভ্‌স আমাকে এনে দিলো কালচে ধরনের এক অদ্ভুত শরবৎ। সেটা গিলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মাথাব্যথা উধাও। বললো, জিনিসটা নাকি ওর নিজস্ব আবিষ্কার। নাহ্, মিশতেই হবে লোকটার সাথে। দারুণ করিতকর্মা মানুষ!'

কে বলবে এই ছোঁড়াটাই কাল বসে বসে লাঠির হাতল চুষছিলো!

গত রাতের কেচ্ছা তার মুখ থেকে বের করার জন্য প্রশ্ন করলাম; পেটে সয় না–এরকম কিছু খেয়েছিলে নাকি রাতে?

'আরে না, তেমন কিছুই খাইনি। মাল গিলে ফেলেছিলাম একটু বেশিমাত্রায়। অনেক অনেকখানি। আবারো গিলবো, প্রতি রাতেই, গলা পর্যন্ত। যদি কখনো দেখেন আমি চুর হয়ে যাইনি তাহলে আমার কাঁধে চাপড় মেরে বলবেন "ছি, ছি!" তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি শুধরে নেবো।'

'কিন্তু ভাই আমার দশাটা কি হবে?'

'আপনার আবার কি হবে?'

'তোমার ব্যাপারে আমার তো একটা-কি বলে-দায়িত্ব আছে। তুমি এরকম চালিয়ে গেলে কিছুটা মুশকিলে পড়তে হবে আমাকে।'

'আপনার মুশকিল হলে আমার কিছু করার নেই। শুনুন জনাব মুরুব্বী, জীবনে প্রথম আমি মওকা পেয়েছি একটা মহানগরীর প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণের। মহানগরীর প্রলোভন থেকেই বা লাভ কি, যদি লোকে প্রলুব্ধ না হয়? তাছাড়া, মা বলে গিয়েছেন চোখ খোলা রাখতে, শহরটা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে।'

মাথাটা আমার চক্কর দিয়ে উঠলো ছোঁড়াটার কথা শুনে।

মট্টি সান্ত্বনার সুরে বললো, 'বুঝতে পারছি, আপনার একটু লাগছে। কিন্তু এ সুযোগটা আমি হারাতে চাইনে, যেহেতু এবারই আমাকে প্রথম একা বেরুতে দেয়া হয়েছে। মানুষের জীবনে যৌবন তো মাত্র একবারই আসে–তাই না? জীবনের এই সূচনা কালটাতে হস্তক্ষেপ

করে লাভ কি? ওরে নবীন ওরে কাঁচা, মউজ করে নে যৌবনকালে! ট্রা-লা-লা! হাই হো!…বুঝলেন ডিয়ার বয়, গোটা জীবনটা আমাকে শ্রপশায়ারে আমাদের খান্দানের পুরানো বাড়ির খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হয়েছে। আপনাকে আমাদের ঐ খোঁয়াড়ে ঢোকানোর আগ পর্যন্ত বুঝবেন না খোঁয়াড় জিনিসটা কি। আমি একমাস সময় পেয়েছি এবং এসময়ের মধ্যেই কিছু সুখময় স্মৃতি জমিয়ে নিতে চাই। এখন ওস্তাদ, সাফ সাফ বলে ফেলুন তো, জীভ্‌স নামক ঐ অতি সজ্জনের সাথে যোগাযোগের উপায়টা কি? বেল বাজাবো, নাকি চেঁচাবো? একটুখানি কড়াগোছের ব্র্যান্ডি আর সোডার বিষয়ে আলোচনা করতে চাই তার সাথে।'

আমার মনে আবছা ধারণা জন্মালো যে মট্টির সাথে লেগে থাকলে, ঘোরাঘুরি করলে তার মউজ-ফুর্তির রাশটা হয়তো কিঞ্চিৎ টেনে রাখা যাবে। অর্থাৎ কিনা আমি ভাবলাম যে, সে যখন পার্টির প্রাণ আর আত্মা হয়ে উঠতে যাবে ঐ সময় আমার তিরস্কার মাখা দৃষ্টি নজরে পড়লে আমোদ-হল্লার মাত্রাটা কিছুটা কমাতেও পারে। তাই পরদিন রাতে তাকে নিয়ে বেরুলাম। আমি হলাম চুপচাপ শান্ত স্বভাবের মানুষ–যার গোটা জীবনটাই কেটেছে লন্ডনে। এই মফঃস্বলী জেলাগুলো থেকে আসা তড়বড়ে খেলুড়েদের ঝড়োগতি আমার একদম ভাল্লাগে না। অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি যে যুক্তিসঙ্গত আমোদ-টামোদ হলে আমি তার পক্ষে। কিন্তু কেউ যখন বৈদ্যুতিক পাখা লক্ষ্য করে আধাসেদ্ধ ডিম ছুঁড়ে মারে তখন সেটাকে মনে করি ছোঁড়াটার আত্ম-জাহিরের চেষ্টা। আমি শালীণ আমোদ-প্রমোদের পক্ষে। কিন্তু যখন দরকার শুধু চুপচাপ পেটের খাবার হজম করা–সেই সময়টায় আপনি তড়াক করে টেবিলে চড়ে নাচ জুড়ে দেবেন, আপনাকে ধরার চেষ্টায় ব্যস্ত ওয়েটার ম্যানেজার সকলের হাত এড়িয়ে ছোটাছুটি করবেন গোটা জায়গা জুড়ে, এটা আমি সমর্থন করিনে।

ঐ রাতে নিজেকে কোনোক্রমে বিচ্ছিন্ন করে বাড়ি ফিরে আসি। স্থির করে ফেলি– মট্টির সাথে বাইরে যাওয়া আর হবে না। এরপর গভীর রাতে তার সাথে আমার একবার মাত্র দেখা হয়। গিয়েছিলাম খুব বদনাম আছে এরকম এক রেস্তোরাঁয়। দুয়ার ঠেলে ঢুকতে যেতেই চট্ করে সরে দাঁড়াতে হয় তার সাথে ধাক্কা এড়াতে। কারণ, সে তখন শূন্যপথে শাঁ করে উড়ে যাচ্ছিলো রাস্তার বিপরীত দিকের ফুটপাথের উদ্দেশ্যে। আর, একজন পেশীওয়ালা ষণ্ডামার্কা লোক এক ধরনের বিষণ্ন সন্তুষ্টি নিয়ে গলা বাড়িয়ে লক্ষ করছিলো তার ঐ শূন্যযাত্রা।

একদিক থেকে, ছোঁড়াটার জন্যে সহানুভূতি বোধ না করে পারা যায় না। মৌজ করার জন্যে সময় পেয়েছে মাত্র চার সপ্তাহ অথচ সময়টার বিস্তৃতি হওয়া উচিত ছিলো বছর দশেকের বেশি। কাজেই তার তাড়াহুড়ায় তাজ্জব হইনি। তার অবস্থায় পড়লে আমিও ঠিক ও-রকমই করতাম। তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাড়াবাড়িটা বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছিলো। লেডি ম্যালভার্ন আর আন্টি আগাথার চিন্তাটা মগজের পেছনের কোঠায় ওঁৎ পেতে না থাকলে মট্টির তাড়াহুড়োর কারবারকে প্রশ্রয়ের হাসি হেসেই মেনে নিতাম। কিন্তু এই অনুভূতি থেকে তেমন যেন নিস্তার পাচ্ছিলাম না যে আজ না হয় কাল কানমলাটি যে খাবে সেই বালকটি হচ্ছি আমি। আর সে কি দুশ্চিন্তা আমার ঐ সম্ভাবনা নিয়ে। ঘরের মধ্যে বসে থাকা তার পরিচিত পায়ের শব্দ শোনার অপেক্ষায়। শেষ পর্যন্ত পাগুলো এসে পৌছলে ধরে শুইয়ে দেয়া বিছানায় এবং পরদিন চোরের মতো নিঃশব্দে গিয়ে দেখা ধ্বংসাবশেষটি কেমন আছে…। ওজন কমতে লাগলো আমার। শুকিয়ে ছায়ার মতো হয়ে যেতে লাগলাম। চমকে চমকে উঠতে লাগলাম কোথাও কোনো শব্দ হলেই।

এ অবস্থায় কোনো সহানুভূতিই পাওয়া গেল না জীভ্‌স-এর কাছ থেকে। টাই আর হ্যাটের ব্যাপারটা নিয়ে এখনো ব্যাটা বিগড়ে আছে। একদিন সকালে উস্টার বংশের গর্ব ত্যাগ করে সরাসরি আবেদন করলাম তার কছে, 'জীভ্‌স, বাড়াবাড়িটা বেশি হয়ে যাচ্ছে!'

'স্যার?'

'তুমি তো জানো কি বলছি। কিন্তু দোষটা যে আমার ঘাড়েই এসে পড়বে, তাই না?'

'জ্বি, স্যার।'

'জীভ্‌স, ছোঁড়াটাকে সামলানোর মতো পরিকল্পনা নেই তোমার কাছে?'

'না, স্যার।' বলেই সে সরে পড়লো। একগুঁয়ে শয়তান কোথাকার। আসল ব্যাপারটা বুঝলেন না? সে চাইছিলো আমি ঐ 'হোয়াইট হাউস ওয়ান্ডার'-ই পরি। আমি পরিনি। তাই

সে কেটে পড়লো আমাকে বেকায়দায় ফেলে।

ক'দিন পরে আরেক মতলব গজালো মট্টির মগজে। ইয়ারদোস্তদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসবে ভোরতক ফুর্তির হল্লা চালানোর জন্যে। এবার আমি ধরাশায়ী হয়ে গেলাম স্নায়ু চাপে। শহরের যে অংশে আমার বাস সেটা ঠিক ঐ ধরনের কাজের উপযুক্ত জায়গা নয়। ওসব চলতো ওয়াশিংটন স্কোয়ারের দিকটায়। ওখানে অনেক ছোঁড়াকেই জানতাম যাদের সন্ধ্যাটা শুরু হতো রাত দুটোর দিকে। ওরা ছিলো আঁকিয়ে লিখিয়ে ইত্যাদি জাতের লোক। ওদের অসুবিধে হতো না, কারণ ঐ এলাকার লোক ওসব পছন্দ করতো। ওখানে মাথার ওপর রাতভর ধুপধাপ হাওয়াইয়ান নাচ না চললে পড়শীদের নাকি ঘুমই হয় না। কিন্তু ফিফটি সেভেনথ স্ট্রীটে ওসব চলে না। মট্টি যেদিন এক দঙ্গল কাঁচা ছোকরা নিয়ে হাজির হয় সেদিন পড়শীদের বিরক্তি লক্ষ করা গেল। ম্যানেজমেন্ট কড়া কথা শুনিয়ে দিলো টেলিফোনে।

পরদিন রাতে এক নির্জন হোটেলে ডিনার সেরে ফিরে দেখি ড্রয়িংরুম অন্ধকার। সুইচে হাত দিতে যেতেই যেন বিস্ফোরণ ঘটলো, কিসে যেন কামড়ে ধরলো আমার ট্রাউজারের নিচের দিকটা। কুলিয়ে উঠতে পারলাম না জিনিসটার সঙ্গে। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে লাফ মারতে গেলাম পেছন দিকে, পড়ে গেলাম চিৎ হয়ে, গড়িয়ে চলে গেলাম হলঘরে, আর ঠিক ঐ সময়টায় নিজের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এসে জীভ্‌স বললো, 'ডেকেছেন, স্যার?'

'জীভ্‌স, এটা কি এখানে, পা কামড়ে ধরে?'

'ওটা স্যার, রোলোই হবে।'

'অ্যাঁ?'

'ওর কথা আপনাকে জানাতাম স্যার, কিন্তু আপনি যে এসেছেন সেটা টের পাইনি। নতুন জায়গায় এখনো থিতু হয়ে ওঠেনি কিনা, তাই রোলোর মেজাজটা বর্তমানে একটু অনিশ্চিত।'

'রোলো আবার কোন্ ব্যাটা?'

'হিজ লর্ডশিপের বুল-টেরিয়ার, স্যার। হিজ লর্ডশিপ লটারি জিতে ওকে পেয়েছেন এবং টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন। আলো জ্বেলে দেবো, স্যার?'

সত্যি তুলনা হয় না জীভ্‌স-এর। একটুও না কেঁপে সে সোজা চলে গেল ড্রয়িংরুমে। সিংহের গুহায় ডানিয়েলের প্রবেশের পর এতো বড় ঘটনা আর ঘটেনি। তারপর কি ঘটলো জানেন? ঐ যে লোকে বলে চৌম্বকশক্তি না কী, সেই জিনিসটা তার এমন প্রবল যে ঐ নচ্ছার জানোয়ারটা পা কামড়ে ধরা তো দূরের কথা—ব্রোমাইড খাওয়া রোগীর মতো শান্ত হয়ে গেল এবং চিৎ হয়ে চার ঠ্যাং শূন্যে তুলে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। জীভ্‌স কুকুরটার ধনী 'আংকেল' হলেও বোধহয় অতটা বন্ধুত্ব দেখাতো না ওটা। অথচ যেই আবার নজর পড়লো আমার ওপর, অমনি রেগেমেগে আগুন হয়ে গেল। মনে হলো, কুকুরটার জীবনে একটাই মাত্র উদ্দেশ্য আছে এবং সেটা হলো যেখানটায় ছেড়েছিলো সেখান থেকে ধরে আমাকে আবার চিবোতে শুরু করা।

প্রশংসার দৃষ্টিতে বজ্জাত চারপেয়েটার দিকে তাকিয়ে জীভ্‌স বললো, 'রোলো আপনাকে এখনো চিনে ওঠেনি, স্যার। ও একটা চমৎকার পাহারাদার কুকুর।'

'আমাকে ঘরের বাইরে রাখার জন্যে পাহারাদার কুকুরের দরকার আছে?'

'না, স্যার।'

'তাহলে?'

'সময় পেলে আপনার নিজস্ব গন্ধটা সে আলাদা করে চিনে নেবে।'

'আমার নিজস্ব গন্ধ? বলতে চাও কি? ভবিষ্যতে কোনোদিন ঐ বজ্জাত জানোয়ারটা আমার গায়ের গন্ধ ঠিক আছে বলে সিদ্ধান্ত নেবে সেই আশায় আমি হলঘরে ঘোরাঘুরি করে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করবো, এমন ধারণা যদি তোমার হয়ে থাকে তাহলে ওটা তুমি শুধরে নাও।'

একটুখানি ভেবে আবার বললাম, 'কাল ভোরের ট্রেনে আমি চলে যাচ্ছি। গ্রামে গিয়ে থাকবো মি. টডের ওখানে।'

'আমি কি সঙ্গে যাবো, স্যার?'

'না।'

'বেশ, স্যার!'
'কখন ফিরবো জানিনে। চিঠিপত্র এলে ফরোয়ার্ড করে দিও, বুঝলে?'
'আচ্ছা, স্যার।'

কার্যত ফিরে এলাম এক সপ্তাহের মধ্যেই। রকি টড যে বন্ধুটার সাথে থাকতে গিয়েছিলাম–সে হলো গিয়ে এক অদ্ভুত ধরনের বস্তু। লং আইল্যান্ডের জঙ্গলে একা পড়ে থাকে এবং ভালোবাসে একা থাকতে। কিন্তু আমার তেমন ধাতে সয় না ব্যাপারটা। রকিটা দোস্ত হিসেবে সেরা। কিন্তু জঙ্গলের ভেতর, নিউ ইয়র্ক বা অন্য যে কোনো জায়গা থেকে মাইলের পর মাইল দূরে তার কুটিরে ক'দিন কাটানোর পর মট্টির উপস্থিতি সত্ত্বেও নিজের বাড়িটাকে আবার খুব ভালো মনে হতে থাকে। লং আইল্যান্ডের দিনগুলো আটচল্লিশ ঘণ্টার। রাতে ঘুম আসে না ঝিঁঝি পোকার ডাকে। একটা ড্রিঙ্কের জন্যে দু'মাইল, একখানা সান্ধ্য পত্রিকার জন্য ছ'মাইল হাঁটতে হয়। তাই রকিকে ওর নিজস্ব ধরনের মেহমানদারীর জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে ওখানে যে ট্রেনটা যাতায়াত করে সেটাতে চেপে বসি। ডিনার টাইমে এসে নামি নিউ ইয়র্কে। চলে যাই সোজা আমার ফ্ল্যাটে। জীভ্‌স বেরিয়ে আসে তার ঘর থেকে। সতর্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখি রোলো আছে কিনা কাছেপিঠে।

'কুকুরটা কোথায় জীভ্‌স? বেঁধে রেখেছো?'

'প্রাণীটা আর নেই এখানে, স্যার। হিজ লর্ডশিপ দিয়ে দিয়েছেন এক মুটেকে। মুটে ব্যাটা বেচে ফেলেছে কুকুরটাকে। হিজ লর্ডশিপের পায়ের গোছায় কামড় বসিয়ে দিয়েছিলো বলে প্রাণীটা তাঁর বিষ নজরে পড়ে যায়।'

এতো ছোট্ট একটা খবরে আনন্দ এতো আর কখনো পাইনি। রোলের ওপর অবিচার করেছি বলে মনে হলো। ভালোমতো জানার পর এখন দেখা গেল যে অনেক গুণ ছিলো তার ভেতরে।

'চমৎকার। তা-পারশোর কি এখন বাড়িতে আছেন?'
'না, স্যার।'
'কোথায় তিনি?'
'জেলখানায়, স্যার।'
'জেলখানায়!'
'জ্বি, স্যার।'
'কি বলছো তুমি! তিনি জেলের ভেতর আছেন?'
'জ্বি, স্যার।'
ধীরে ধীরে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে। প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'
'তিনি একজন কনস্টেবলকে মারধোর করেছেন, স্যার।'
'লর্ড পারশোর মারধোর করেছেন এক কনস্টেবলকে!'
'জ্বি, স্যার।'
'কিন্তু জীভ্‌স, এ যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে গেল!'
'স্যার?'
'লেডি ম্যালভার্ন জানতে পারলে কি বলবেন?'
'হার লেডিশিপ জানতে পারবেন বলে মনে হয় না, স্যার।'
'কিন্তু তিনি তো ফিরে আসবেন এবং এসেই ছেলে কোথায় জানতে চাইবেন!'
'আমার ধারণা, স্যার, ততোদিনে হিজ লর্ডশিপের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।'
'যদি না হয়?'
'সে রকম হলে স্যার, একটুখানি বাকচাতুরির আশ্রয় নেয়াই যুক্তিযুক্ত হবে।'
'কি রকম?'
'আমার পক্ষে সঙ্গত হলে হার লেডিশিপকে আমি জানাতে পারি যে হিজ লর্ডশিপ এক সংক্ষিপ্ত সফরে বোস্টন গেছেন।'
'বোস্টন কেন?'
'খুব আকর্ষণীয় এবং নামীদামী জায়গা, স্যার।'
'জীভ্‌স, আমার বিশ্বাস ঠিক বুদ্ধিই এঁটেছো।'
'আমারো তাই মনে হয়, স্যার।'

'যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। জেলে না গেলে ছোঁড়াটাকে স্যানাটোরি-য়ামে পাঠাতে হতো।'

'ঠিক তাই ঘটতো, স্যার।'

গা-টা যেন হালকা হয়ে গেল। বেশ আরামে ও শান্তিতে কাটলো কয়েক সপ্তাহ। মট্টি নামে কেউ যে আছে একথাটাই ভুলতে বসেছিলাম!

তারপর ফিরে এলেন লেডি ম্যালভার্ন। নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুটা আগেই। এতো তাড়াতাড়ি ফিরবেন আশা করিনি। একদিন সকালে বিছানায় বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি আর ভাবছি এটা-ওটা নিয়ে, এমন সময় জীভ্‌স বললো তিনি এসেছেন। গায়ে কিছু কাপড়-জামা চাপিয়ে গেলাম ড্রয়িংরুমে।

দেখলাম তিনি বসে আছেন সেই একই হাতলওয়ালা চেয়ারটিতে। বপুটাও আছে আগের মতোই বিপুল। পার্থক্য শুধু একটা–আগের মতো দাঁত বের করছেন না।

'গুড মর্নিং, ফিরে এলেন তাহলে?'

'হ্যাঁ, ফিরে এলাম।'

কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা ভাব তাঁর কথায়। ভাবলাম, ব্রেকফাস্ট হয়নি বোধহয়, তাই। বললাম, 'আপনি বোধহয় ব্রেকফাস্ট করেননি এখনো?'

'না, করিনি।'

'একটা ডিম, সসেজ বা অন্য কিছু দিক?'

'না, ধন্যবাদ।'

কথাটা এমনভাবে বললেন যেন তিনি কোনো সসেজ বিরোধী সংঘ কিংবা আন্ডা দমনকারী লীগ-টিগের সক্রিয় সদস্য।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বললেন, 'কাল রাতে এসেছিলাম দেখা করতে। কিন্তু আপনি বাইরে ছিলেন।'

'খুবই দুঃখিত। আপনার ট্রিপটা আনন্দে কেটেছে তো?'

'বেশ আনন্দে কেটেছে। ধন্যবাদ।'

'দেখেছেন সবকিছু? নায়াগ্রা জলপ্রপাত, ইয়েলোস্টোন পার্ক, গ্রান্ড ক্যানইয়ন, সবই?'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুই।'

আবার অস্বস্তিকর নীরবতা কিছুক্ষণের জন্যে। জীভ্‌স নিঃশব্দে ডাইনিং-রুমে ব্রেকফাস্ট টেবিল সাজাচ্ছে।

'মি. উস্টার, উইলমট আশা করি কোনো অসুবিধা ঘটায়নি আপনার?'

মট্টির প্রসঙ্গটা তিনি কখন তুলবেন তাই ভাবছিলাম এতোক্ষণ। বললাম, 'আরে না-না। দারুণ ভাব হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে।'

'আপনি তাহলে তার সর্বক্ষণের সাথী ছিলেন?'

'ঠিক তাই। সব সময় আমরা একত্রে ছিলাম। সকালে উঠে দুজনে চলে যেতাম আর্ট মিউজিয়ামে, লাঞ্চ করতাম গিয়ে নিরামিষ পাওয়া যায় এমন কোন জায়গায়, বিকেলে চলে যেতাম কোথাও ভালো কনসার্ট শুনতে, তারপর ঘরে ফিরে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে ডোমিনো খেলতাম, খেলার পর বিছানা এবং একটানা ঘুম। বেশ মজায় কেটেছে আমাদের দিনগুলো। খুবই দুঃখ পেয়েছি যখন সে বোস্টন চলে গেল।'

'ওহো, উইলমট তাহলে বোস্টনে আছে?'

'হ্যাঁ। আমার উচিত ছিলো আপনাকে জানানো। অবশ্য আপনি কোথায় তা জানতাম না। আপনি তখন কাদাখোঁচা পাখির মতো গোটা দেশটার সবখানে খুঁচিয়ে যাচ্ছিলেন, মানে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কাজেই, চেষ্টা করলেও আপনার সাথে যোগাযোগ হতো না।'

'আপনি নিশ্চিত যে মট্টি বোস্টন গেছে?'

'পুরোপুরি।'

জীভ্‌স ঐ সময় পাশের ঘরে কাঁটাচামচ গোছাতে ব্যস্ত ছিলো। ডাকলাম তাকে। 'জীভ্‌স, লর্ড পারশোর তাঁর বোস্টন যাবার ব্যাপারে মত বদলাননি তো?'

'না, স্যার।'

'তাহলে মিস্টার উস্টার, কাল বিকেলে আমার বইয়ের জন্যে তথ্য সংগ্রহের

উদ্দেশ্যে ব্ল্যাকওয়েল দ্বীপের জেলখানায় গিয়ে আমি কেমন করে দেখলাম যে বেচারা মট্টি ডোরাকাটা পোশাক পরে হাতুড়ি হাতে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় পাথরের স্তূপের পাশে?'

বলার মতো কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই এলো না মাথায়। মাথা মগজ কাজ করলো না। মুখটা যে বন্ধ রইলো সেটাও ভাগ্যগুণে। খোলা থাকলেও কোনো সহযোগিতা পেতাম না দেহযন্ত্রের ভেতর থেকে। কারণ শব্দ বের করার কাজটি লেডি ম্যালভার্ন পুরোপুরি দখল করে নিয়েছেন।

'এভাবেই আপনি আমার ছেলেটার দেখাশোনা করছিলেন, তাই না, মি. উস্টার? এমনি করেই আপনি আমার আস্থার অবমাননা করেছেন! তাকে রেখে গেলাম আপনার জিম্মায় এই ভেবে যে আপনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, তাকে অশুভ থেকে আড়াল করে রাখবেন। সে আপনার কাছে এলো একজন নিরীহ-নির্দোষ, দুনিয়াদারী সম্পর্কে অজ্ঞ, দিলখোলা, সরলমনা, বড় শহরের প্রলোভনের ব্যাপারে একদম আনাড়ী অবস্থায়–আর আপনি তাকে বিপথে চালিয়ে দিলেন?'

কিছু বলার ছিলো না আমার। শুধু কল্পনার দৃষ্টিতে দেখছিলাম কিভাবে আন্টি আগাথা একথাগুলো গিলছেন এবং আমার লন্ডন ফেরার পথ বন্ধ করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন।

'আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে...'

এমন সময় দূর থেকে একটা মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ইওর লেডিশিপ, আমাকে বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবেন?'

ডাইনিংরুম থেকে এসে জীভ্‌স আমাদের সামনে দাঁড়ালো। লেডি ম্যালভার্ন হিম দৃষ্টি হেনে অসাড় করে দিতে চাইলেন তাকে। কিন্তু জীভ্‌স ওসবে ঘায়েল হবার পাত্র নয়।

'ইওর লেডিশিপ, আমার মনে হয় আপনি মি. উস্টারকে ভুল বুঝেছেন। তাঁর কথা শুনে হয়তো আপনার এমন ধারণা হয়েছে যে তিনি হিজ লর্ডশিপকে ইয়ে করার, মানে, নিয়ে যাবার সময় নিউ ইয়র্কে ছিলেন। মি. উস্টার যখন ইওর লেডিশিপকে বলছিলেন যে হিজ লর্ডশিপ বোস্টন গেছেন তখন তিনি হিজ লর্ডশিপের গতিবিধি সংক্রান্ত আমার দেয়া বিবরণের ওপর নির্ভর করছিলেন। হিজ লর্ডশিপের অপসারণের সময় মি. উস্টার গ্রামে এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলেন। তিনি ঘটনাটা জানতেন না।'

লেডি ম্যালভার্ন ঘোঁৎ করে উঠলেন শুয়োরের মতো। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র না দমে জীভ্‌স বলে গেল, 'আমি ভয় করছিলাম সত্য ঘটনাটা জানলে মি. উস্টার চিন্তায় পড়ে যাবেন। কারণ, হিজ লর্ডশিপের প্রতি তিনি খুবই অনুরক্ত এবং যত্নের সাথে তাঁর দেখাশোনা করেছেন। তাই আমি তাঁকে বলেছিলাম যে হিজ লর্ডশিপ সফরে গেছেন। যদি বলতাম হিজ লর্ডশিপ স্বেচ্ছায় এবং সৎ উদ্দেশ্যে জেলে গেছেন–তাহলে সেটা বিশ্বাস করা মি. উস্টারের পক্ষে কঠিন হতে পারতো। তবে ইওর লেডিশিপ কথাটা সহজেই বুঝবেন, যেহেতু হিজ লর্ডশিপকে আপনি ভালো করেই জানেন।'

'কি বললে? লর্ড পারশোর স্বেচ্ছায় জেলে গেছেন!'

'ইওর লেডিশিপ, একটু বুঝিয়ে বলতে দিন ব্যাপারটা। আমার ধারণা, ইওর লেডিশিপের বিদায়কালীন কথাগুলো গভীর ছাপ ফেলেছিলো হিজ লর্ডশিপের মনে। ইওর লেডিশিপের উপদেশ পালন এবং ইওর লেডিশিপের বইয়ের জন্যে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে মি. উস্টারের সাথে তিনি প্রায়ই আলোচনা করতেন। ঐ ব্যাপারে কিছুই করছেন না ভেবে প্রায়ই বিষণ্ণ বোধ করতেন। আচ্ছা, মি. উস্টারই বলুন না, আমি ঠিক বলছি কিনা।'

'হ্যাঁ ঠিকই, ভেবে ভেবে একেবারে খেপে উঠেছিলো সে,' মন্তব্য করলাম আমি।

'এদেশের জেলব্যবস্থাটা নিজে ভেতরে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখার মতলবটা হিজ লর্ডশিপের মাথায় হঠাৎ গজায় একদিন রাতের বেলায়। মতলবটাকে তিনি লুফে নেন। তাঁকে ঠেকানোর কোনো উপায় ছিলো না।'

একবার জীভ্‌স-এর দিকে, একবার আমার দিকে, তারপর আবার জীভ্‌স-এর দিকে চাইলেন লেডি ম্যালভার্ন। দেখছিলাম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলছে তাঁর মনে।

'হিজ লর্ডশিপের মতো চরিত্রের একজন ভদ্রলোক কোনো বেআইনী কাজ করে জেলে গেছেন না ভেবে নিজের ইচ্ছায় জেলে গেছেন মনে করা নিশ্চয়ই বেশি যুক্তিসঙ্গত। তাই না ইওর লেডিশিপ?'

পিটপিট করে চাইলেন লেডি ম্যালভার্ন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মি. উস্টার,

আমি মাফ চাচ্ছি। আপনার ওপর অন্যায় করেছি। উইলমটকে আরো ভালো করে জানা উচিত ছিলো আমার। আরো বেশি আস্থা থাকা উচিত ছিলো তার শুদ্ধ সুন্দর হৃদয়ের ওপর।'

তিনি চলে গেলেন।

জীভ্‌স বললো, 'আপনার ব্রেকফাস্ট তৈরি, স্যার।'

বসে পড়লাম। হতভম্বের মতো ডিমের পোচ নাড়াচাড়া করতে করতে বললাম, 'জীভ্‌স, তুমি সত্যিই একজন জীবন-রক্ষাকারী।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'ঐ হতচ্ছাড়াটাকে আমি যে কুপথে টেনে নিয়ে যাইনি একথা আন্টি আগাথা কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না।'

'মনে হয় ঠিকই বলেছেন, স্যার।'

চিবিয়ে চিবিয়ে খেলাম ডিমটা কিছুক্ষণ ধরে। বুঝছেন তো ব্যাপারটা? আমাকে বেকায়দা অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য জীভ্‌স যেভাবে এগিয়ে এসেছে তাতে আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলাম। কে যেন আমাকে বলে দিলো যে ওকে একটা মোটা পুরস্কার দেয়া উচিত। মনস্থির করে বললাম, 'জীভ্‌স!'

'স্যার?'

'ঐ পাটল বর্নের টাইটা।'

'জ্বি,স্যার?'

'পুড়িয়ে ফেলো।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আর…'

'জ্বি,স্যার?'

'ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাও। কিনে আনো ঐ হোয়াইট-হাউস ওয়ান্ডার হ্যাট–যেটা প্রেসিডেন্ট কূলিজ পরতেন।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

দারুণ চাঙ্গা বোধ করতে লাগলাম। মনে হতে লাগলো যেন মেঘ কেটে গেছে, ঠিক হয়ে গেছে সবকিছু। নিজেকে মনে হতে লাগলো উপন্যাসের সেই নায়কের মতো–যে কিনা শেষ পরিচ্ছেদে গিয়ে বৌ-এর সাথে ঝগড়ায় ইতি টেনে ঠিক করে যে ভুলে যাবে, ক্ষমা করে দেবে সবকিছু।

'জীভ্‌স, এটা যথেষ্ট হলো না। আর কিছু করতে পারি তোমার জন্যে?'

'জ্বি, স্যার। দোষ না নিলে বলতে পারি, পঞ্চাশটা ডলার, স্যার।'

'পঞ্চাশ ডলার?'

'এ টাকাটা পেলে আমার মান বাঁচে স্যার, আমি একটা ঋণ শোধ করতে পারি। হিজ লর্ডশিপ টাকাটা পাবেন আমার কাছে।'

'লর্ড পারশোর পঞ্চাশ ডলার পাবেন তোমার কাছে!'

'জ্বী, স্যার। তিনি যখন গ্রেফতার হন তার একটু আগে তাঁর সাথে আমার ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যায় রাস্তায়। ঐ সময়টায় আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করছিলাম কিভাবে তাঁর চালচলন বদলানো যায়। রাস্তায় দেখা হতেই বুঝলাম হিজ লর্ডশিপ একটু বেশি মাত্রায় টেনেছেন। মনে হলো, ভুল করে তিনি আমাকে তাঁর কোনো বন্ধু বলেই ধরে নিয়েছেন। ঐ সময় পুলিশের একজন সেপাই যাচ্ছিলো ওখান দিয়ে। আমি হঠাৎ বললাম, ঐ পুলিশটার চোখ বরাবর একটা ঘুসি লাগাতে পারেন?'

'কেন পারবো না?'

'পঞ্চাশ ডলার বাজি, পারবেন না।'

'ঠিক আছে, দেখো তাহলে পারি কিনা।'

জানতে চাইলাম, তারপর কি হলো। জীভ্‌স বললো, 'কি আর হবে, তিনি বাজি জিতে গেলেন।'

একশটা ডলার গুনে দিলাম ওকে। বললাম, 'এই নাও। আর, বুঝলে জীভ্‌স, তোমার কোনো তুলনা হয় না।'

'আপনার সন্তুষ্টিই আমার সাধনা, স্যার।'

জীভ্‌স বনাম হাড়কিপটে বুড়ো

একদিন সকালে বিছানায় বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলাম, আর দেখছিলাম জীভ্‌স ঘরময় ছুটোছুটি করে আমার পোশাকপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে ভাবছিলাম যদি ব্যাটার মগজে কখনো আমাকে ছেড়ে যাবার মতলবটি গজায় তাহলে আমি বেচারার কি হালটাই না হবে। নিউ ইয়র্কে যখন থাকি, তখন কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু লন্ডনে থাকলে উদ্বেগটা চরমে ওঠে। ওখানে ইতরগুলো আমার কাছ থেকে ওকে ভাগিয়ে নেয়ার জন্য নানা রকমে চেষ্টা করেছিল। ঐ যে রেগী ফোলজ্যাম্বে, ঐ ছোঁড়া আমি যে বেতন দেই তার দ্বিগুণ দিতে চেয়েছিল জীভ্‌সকে। আর, অ্যালিস্টেয়ার বিংহ্যাম রীভ্‌স? সে তো আমার সাথে দেখা করতে এসে এমন জুলজুল করে ভুখা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো ওর দিকে, দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিলো। ডাকাত, জলদস্যু একেকটা।

ব্যাপারটা হলো, বুঝলেন কিনা, এই যে, জীভ্‌সটা বড্ড বেশি রকমের যোগ্য লোক। যেভাবে-যে কায়দায় সে আমার শার্টের বোতাম লাগায় ওটা লক্ষ করলেই তার যোগ্যতা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

প্রতিটি সংকটের সময় আমি সম্পূর্ণভাবে ওর ওপর নির্ভর করি এবং ও কখনো আমাকে ডোবায় না। এর চাইতেও বড় কথা হচ্ছে এই যে আমার ইয়ার-দোস্তদের কেউ কখনো কোনো গাড্ডায় পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকলে ঐ বেচারাদেরকে উদ্ধারের কাজে এগিয়ে আসার ব্যাপারে ওর ওপর সব সময় ভরসা রাখা যায়। আমাদের ঐ দামড়া বিকিটা, আর তার মামা ঐ হাড়-কেপ্পন বুড়োটার ঘটনাই ধরুন না কেন।

আমার নিউ ইয়র্ক পৌঁছার মাস ছয়েক পরের কথা। একদিন ফ্ল্যাটে ফিরেছি একটু বেশি রাত করে। শোবার আগে শেষ ড্রিঙ্কটা এনে জীভ্‌স বললো, 'স্যার, সন্ধ্যায় আপনি বেরিয়ে যাবার পর মি. বিকার স্টেথ এসেছিলেন আপনার সাথে দেখা করতে।'

'অ্যাঁ?'

'দু'বার এসেছিলেন, স্যার। তাঁকে কিছুটা উত্তেজিত দেখা গেছে।'

'কি ব্যাপার, ফেঁসে গেছে নাকি?'

'ভাবসাব তো ঐ রকমই মনে হলো, স্যার।'

গিলে ফেললাম হুইস্কিটা। বিকি কোনো বিপদ বা সমস্যায় পড়ে গেছে ভেবে দুঃখিত হলাম। তবে সেই সাথে জীভ্‌স-এর সঙ্গে খোলামেলা আলাপের একটা প্রসঙ্গ পেয়ে একটু খুশিও হলাম। কিছুদিন ধরে একটা মন কষাকষি চলছিল আমার আর জীভ্‌স-এর মধ্যে। কথা বলার এমন কোনো বিষয় পাওয়া যাচ্ছিলো না যা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত দিকে মোড় না নেয়। ব্যাপারটা কি জানেন? সঠিকভাবেই হোক বা ভুলক্রমে, আমি সিদ্ধান্ত করি যে এবার গোঁফ রাখবো। এতে দারুণ মনঃক্ষুণ্ন হয় জীভ্‌স। ঐ গোঁফ জিনিসটাকে কোনোক্রমেই সইতে পারলো না জীভ্‌স। সেই থেকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা চলছিল আমাদের মধ্যে এবং আমি এতে খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার বক্তব্য হচ্ছে, পোশাক-আশাক সংক্রান্ত কোনো কোনো বিষয়ে জীভ্‌স-এর বিচার-বিবেচনা সম্পূর্ণ ঠিক এবং অনুসরণযোগ্য হলেও পোশাকের সাথে সাথে ও যদি আমার মুখের আকার-আকৃতিটা পর্যন্ত কাটছাঁট করতে হাত বাড়ায় তবে সেটা হবে বড্ড বাড়াবাড়ি। আমি অবিবেচক লোক, এমন কথা কেউ বলবে না। জীভ্‌স যখন আমার পছন্দের কোনো সুট বা টাই-এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, আমি নিরীহ ভেড়ার মতো মুখ করে অনেকবার ওর রায় মেনে নিয়েছি। কিন্তু একজন খানসামা যদি আপনার নাকের নিচে এবং ওষ্ঠের ওপরে অবস্থিত জায়গাটাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসে তাহলে আপনি কি করবেন? আপনাকে অবশ্যই সেই আদি ও অকৃত্রিম বুলডগীয় গোঁ এবং তেজ নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে।

'স্যার, তিনি পরে আবার আসবেন বলে গেছেন।'

'জীভ্‌স, কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে, কি বলো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

গোঁফটাতে একটু তাও দিলাম। এতে জীভ্‌স খুব আহত হয়েছে মনে হলো। সুতরাং হাতটা সঙ্গে সঙ্গেই নামিয়ে ফেললাম গোঁফ থেকে।

'কাগজে দেখলাম, স্যার, কার্মাটিক জাহাজে মি. বিকারস্টেথ-এর মামা আসছেন। হিজ গ্রেস ডিউক অব চিস্‌উইক, স্যার।'

বিকির মামা যে একজন ডিউক, এখবরটা আমি প্রথম শুনলাম। কি অদ্ভুত ব্যাপার, লোকে নিজের বন্ধুদের বিষয়ে কতো কম জানে। বিকির সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ওয়াশিংটন স্কোয়ারে এক ফুর্তি-মৌজের, অর্থাৎ জাম্বুরি গোছের আসরে, আমার নিউ ইয়র্কে পৌঁছার দিন কয়েক পরে। আমি তখন গৃহকাতর। ইংরেজ বলে চিনতে পেরে এবং অক্সফোর্ডে আমার সহপাঠী ছিলো বলে আমি আঁকড়ে ধরি বিকিকে। তাছাড়া, সে ছিলো একটা আস্ত গবেট। কাজেই, মনের সুখে তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকি সবখানে। আর্টিস্ট আর ভাস্কর-টাস্করের ভিড় নেই এমন কোনো নির্জন জায়গায় একটুখানি বিশ্রাম নিতে গেলে সে আমাকে খুশি করার জন্য বুল-টেরিয়ার কুকুরের অভিনয় করতো। খুব দক্ষতার সাথে অভিনয় করে দেখাতো বুল-টেরিয়ার কেমন করে বেড়ালকে তাড়া করে গাছে উঠিয়ে দেয়। কিন্তু, আমাদের সম্পর্কটা অমন মাখামাখি পর্যায়ে পৌঁছে গেলেও তার বিষয়ে আমার মাত্র এটুকু জানা ছিলো যে প্রায়ই টানাটানির মধ্যে দিয়ে বেচারার দিন কাটে এবং তার এক মামা আছেন যিনি মাসোহারা পাঠিয়ে মাঝেমধ্যে কষ্টটা একটু লাঘব করেন।

'চিস্‌উইকের ডিউক তার মামা হলে তার কেন কোনো উপাধি নেই? সে কেন লর্ড অমুক বা তমুক নয়?'

'স্যার, মি. বিকারস্টেথ হচ্ছেন হিজ গ্রেস-এর প্রয়াত বোনের ছেলে। হিজ গ্রেস-এর ঐ বোনটি গোল্ডস্ট্রিম গার্ডস বাহিনীর ক্যাপ্টেন রোলো বিকারস্টেথকে বিয়ে করেছিলেন। ক্যাপ্টেন রোলো অভিজাত বংশের লোক ছিলেন না।'

জীভ্‌স-এর অজানা কিছুই নেই। সবই ও জানে।

'মি. বিকারস্টেথ-এর বাবাও কি মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'পয়সাকড়ি রেখে যাননি কিছু?'

'না, স্যার।'

আমি বুঝতে লাগলাম, কেন বেচারা বিকিটার হাত প্রায় সব সময় খালি থাকে। চিন্তা শক্তিহীন বা হঠাৎ পরিচিতরা ভাববে, একজন ডিউককে মামা হিসেবে পেলে তো কেল্লা ফতে–আর চাই কি। কিন্তু চিস্‌উইক বুড়োকে নিয়ে মুশকিলটা হয়েছিল এই যে অসম্ভব ধনী, অর্ধেক লন্ডন আর উত্তরাঞ্চলের পাঁচ পাঁচটা কাউন্টির মালিক হলেও তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের কুখ্যাততম মিতব্যয়ী বা হাড়কিপটে। আমেরিকানরা যাকে অতি-সেদ্ধ ডিম বলে, তাই। ভাবলাম, বিকির মা-বাপ যদি সত্যি কিছু না রেখে গিয়ে থাকেন এবং সে যদি ঐ হাড়কিপটে বুড়োর হাড় গলিয়ে যা বেরোয় সেটার ওপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে বেচারার অবস্থাটা সত্যিই কাহিল। তবে আমাকে যে সে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তা কিন্তু ঐ কারণে নয়। কারো কাছ থেকে ধার করার পাত্র নয় সে। নীতিগতভাবে সে ধার করার বিরোধী।

দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো। জীভ্‌স গেল কে এসেছে দেখতে।

'হ্যাঁ, স্যার, মি. উস্টার এখনই ফিরেছেন,' শুনলাম জীভ্‌স বলছে।

পর মুহূর্তেই দারুণ বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে বিকি এসে হাজির হলো আমার সামনে।

'হ্যাল্লো বিকি, জীভ্‌স বললো তুমি নাকি আমাকে খুঁজছো। কি হয়েছে, বিকি?'

'একটা মুশকিলে পড়ে গেছি, বার্টি। তোমার পরামর্শ চাই।'

'বলে ফেলো বাছাধন।'

'বার্টি, আমার মামা আসছেন, আগামীকাল।'

'শুনলাম তো জীভ্‌স-এর কাছে।'

'চিস্‌উইকের ডিউক, জানো তো?'

'তাই তো বললো জীভ্‌স।'

একটু যেন বিস্মিত হলো বিকি আমার জবাব শুনে। 'জীভ্‌স সব কিছুই জানে দেখছি।'

'হ্যাঁ, কেমন অদ্ভুতভাবে সব কিছুই যেন তার জানা থাকে।'

'আহা, আমাকে মুশকিল থেকে উদ্ধারের পথটাও যদি তার জানা থাকতো!'

'জীভ্স, মি. বিকারস্টেথ একটা মুশকিলে, মানে, গাড্ডায় পড়েছেন। তিনি তোমার সহায়তা চান।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

বিকিকে যেন এবার কিছুটা সন্দিগ্ধ দেখা গেল। সে বললো, 'বার্টি, তুমি অবশ্য জানো যে ব্যাপারটা একটুখানি প্রাইভেট।'

'আরে বাছাধন, সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাচ্ছিনে। বাজি রেখে বলতে পারি, জীভ্স এরিমধ্যে ব্যাপারটার সবই জেনে গেছে। তাই না, জীভ্স?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'অ্যাঁ?' বললো বিকি কাঁপা স্বরে।

'ভুল হলে শুধরে দেবেন, স্যার। তবে আপনার সমস্যাটা কি এ নয় যে আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে হিজ গ্রেসকে বোঝাবেন কেন আপনি কলোরেডোতে না থেকে নিউ ইয়র্কে আছেন?'

'এসব কথা তুমি জানলে কেমন করে, বলো তো?' প্রশ্ন করলো বিকি।

'আমরা ইংল্যান্ড ছাড়ার আগে ঘটনাক্রমে হিজ গ্রেস-এর বাটলারের সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। তিনি আমাকে বলেন, একদিন লাইব্রেরি ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় বিষয়টা সম্পর্কে হিজ গ্রেস আর আপনার আলোচনাটা তিনি শুনে ফেলেন।'

'বেশ। সবাই যখন এ বিষয়ে সবকিছু জানে তখন আর গোপন করার দরকার নেই। দেখো বার্টি, বুড়ো আমাকে পাঠিয়েছিলেন তৃণভূমিতে। কারণ, তাঁর মতে আমি একজন মগজহীন নির্বোধ। পরিকল্পনাটা ছিলো এরকম, আমি যদি কলোরেডো নামক কোনো এক জঘন্য জায়গায় গিয়ে কোনো পচা র‍্যানস, বা খামার না কি সব ওরা বলে, সেখানে কৃষিকাজ, পশু পালন ইত্যাদি শিখি, তাহলে তিনি আমাকে কিছু কিছু মাসোহারা পাঠাবেন। আইডিয়াটা মোটেই পছন্দ হয়নি আমার। কারণ, আমাকে ঘোড়ায় চড়তে হবে, গরুর পেছনে ছুটতে হবে, এবং আরো কি না কি করতে হবে। ওদিকে, বুঝলে না, ঐ মাসোহারার টাকাটার খুবই দরকার ছিলো আমার।'

'বুঝতে পারছি দোস্ত, তুমি বলে যাও।'

'তো, নিউ ইয়র্কে পৌঁছে দেখলাম জায়গাটা ভারি সুন্দর। ভাবলাম, এখানেই থেকে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। তারযোগে মামাকে জানিয়ে দিলাম যে নিউ ইয়র্কে একটা চমৎকার ব্যবসার কাজে জড়িয়ে পড়েছি এবং র‍্যান্স-ট্যান্স করার মতলব মগজ থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই। জবাবে তিনি লিখলেন যে ঠিক আছে। তারপর থেকে তিনি মনে করেন যে এখানে আমি কোনো ভালো ব্যবসা করি। এখন বুঝলে কিনা, তিনি কি কখনো এখানে এসে হাজির হবেন—এটা কোনোদিন আমি স্বপ্নেও দেখিনি। বলো দোস্ত, কি করা যায়?'

'জীভ্স, মি. বিকারস্টেথ এখন কি করবেন?'

বিকি বললো, 'এক বেতারবার্তায় মামা জানিয়েছেন যে, এখানে এসে তিনি আমার সাথে থাকবেন। আমার অনুমান, হোটেল খরচ বাঁচানোর জন্য। কিন্তু আমার বোর্ডিং-হাউসে তো তাঁকে রাখতে পারিনে।'

'জীভ্স, কিছু ভেবে উঠতে পারলে?' জানতে চাইলাম।

'স্যার, যদি খুব সংকোচ বোধ না করেন তাহলে জিজ্ঞেস করতে পারি, মি. বিকারস্টেথকে কতদূর পর্যন্ত সাহায্য করতে তৈরি আছেন?'

'বিকি, প্রাণের স্যাঙ্গাতটি, তোমার জন্য যা কিছু সম্ভব সবই আমি করবো।'

'তাহলে, স্যার, আমি কি সুপারিশ করতে পারি যে আপনি মি. বিকারস্টেথকে...'

'না, বার্টি, না। তোমার কাছে এযাবৎ হাত পাতিনি এবং এখনো তা শুরু করতে চাইনে। বুদ্ধু হতে পারি, কিন্তু এটা আমার অহঙ্কার যে কারো কাছে এক পয়সাও ধারিনে। অবশ্য, দোকানিদেরকে বাদ দিয়ে বললাম।'

'স্যার, আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি মি. বিকারস্টেথ-কে এ ফ্ল্যাটটি ধার দিতে পারেন। মি. বিকারস্টেথ এমন ভাব দেখাতে পারেন যাতে তিনিই ফ্ল্যাটটির মালিক বলে হিজ গ্রেস-এর ধারণা হয়। তখনি আপনার অনুমতিক্রমে এমনভাব দেখাতে পারি যেন মি. বিকারস্টেথ-এর চাকরি করি, আপনার নয়। আপনি এখানে থাকবেন মি. বিকারস্টেথ-

এর অতিথি হিসেবে। হিজ গ্রেস দখল করবেন আমাদের দু'নম্বর বাড়তি বেডরুমটা। আমার বিশ্বাস, স্যার, এ ব্যবস্থাটা আপনার পছন্দ হবে।'

দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল বিকির। গভীর শ্রদ্ধা মিশ্রিত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইলো জীভ্‌স-এর মুখের দিকে।

'স্যার, আমার পরামর্শ হচ্ছে, জাহাজে থাকা অবস্থায় হিজ গ্রেসকে বেতারবার্তাযোগে ঠিকানা পরিবর্তনের কথা জানিয়ে দেয়া হোক। মি. বিকারস্টেথ ডকে গিয়ে তাঁকে রিসিভ করবেন এবং সরাসরি এখানে এনে তুলবেন। কি বলেন, স্যার, এতে আপনার সমস্যার মোকাবিলা হবে তো?'

'সম্পূর্ণভাবে,' বললো বিকি।

'ধন্যবাদ, স্যার।'

চলে গেল জীভ্‌স ঘর থেকে। বিকির চোখ ওকে অনুসরণ করলো। দরজা বন্ধ হবার পর বিকি বললো, 'বার্টি, লোকটা কিভাবে এসব বুদ্ধি পাকায়? আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় এর সাথে লোকটার আকৃতির একটা যোগসূত্র রয়েছে। মাথাটা লক্ষ করেছো? পেছন দিকটা যেন একটুখানি ঠেলে বেরিয়ে আছে, তাই না?'

পরদিন খুব ভোরে লাফ দিয়ে নেমে গেলাম বিছানা থেকে—যাতে বুড়োটা এসে পৌঁছার সময় হাজির থাকতে পারি। অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে যাত্রীবাহী সমুদ্রগামী জাহাজগুলো বড্ড বেমক্কা সময়ে ডকে এসে নোঙর গাড়ে। পোশাক পরে চা-নাস্তা সেরে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখছিলাম বিকি তার মামাকে নিয়ে এলো কিনা। ন'টার বেশি তখন বাজেনি। এমন সময় একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। টপহ্যাট পরা এক বুড়ো নামলেন ট্যাক্সি থেকে। নেমেই তিনি ভাড়া নিয়ে ট্যাক্সিঅলার সাথে বাধিয়ে দিলেন তুমুল তর্ক। যদ্দূর বোঝা গেল, তিনি চান ট্যাক্সিঅলাকে নিউ ইয়র্কের হারের বদলে লন্ডনের হারে ভাড়া গছাতে। ওদিকে, ট্যাক্সিঅলা লন্ডনের নামই শোনেনি এর আগে এবং লন্ডনকে কোনো পাত্তাই দিতে রাজি নয়।

জীভ্‌সকে ডেকে বললাম, 'ডিউক বাহাদুর এসেছেন।'

'এসেছেন, স্যার?'

'বোধহয় দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন।'

জীভ্‌স সামনের দুয়ারটি খুলে দিতেই যেন হামাগুড়ি দিয়ে বুড়ো ঘরে ঢুকলেন।

'কেমন আছেন, স্যার?' বললাম খুব ব্যস্ততা দেখিয়ে, হাসিমুখে। আপনার ভাগ্নে ডকে গেছে আপনাকে আনতে। কিন্তু আপনার সাথে বোধহয় তার দেখা হয়নি। আমি হলাম গিয়ে উস্টার। বিকির খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, বুঝলেন না? আমি, বুঝলেন কিনা, তার সাথেই থাকছি এখন। আচ্ছা, চা তো খাবেন এক কাপ? জীভ্‌স! এক কাপ চা নিয়ে এসো।'

বুড়ো চিস্‌উইক বসে পড়লেন একটা আর্ম-চেয়ারে। তাকাতে লাগলেন ঘরটার চারদিকে। 'এই বিলাসী ফ্ল্যাটটি কি আমার ভাগ্নের?'

'নিঃসন্দেহে।'

'এখানে থাকার খরচটা তো নিশ্চয় অনেক বেশি হবে, কি বলেন?'

'অবশ্যই। এখানে, বুঝলেন তো, সব কিছুই আক্রা।'

জীভ্‌স চা নিয়ে এলো। দুয়েক চুমুক দিয়েই মাথা নেড়ে বুড়ো চিস্‌উইক বললেন, 'ভয়ঙ্কর এই দেশ, মিস্টার উস্টার! সাংঘাতিক দেশ! একটুখানি রাস্তা ট্যাক্সিতে এলাম, তার জন্য প্রায় আট শিলিং ভাড়া। কি অবিচার!' বলে তিনি ঘরের ভেতরটা আবার দেখে নিলেন। মনে হলো, দেখে মুগ্ধ হলেন।

'আচ্ছা মিস্টার উস্টার, এ ফ্ল্যাটটার জন্য আমার ভাগ্নে কতো টাকা দেয় বলতে পারেন?'

'আমার ধারণা, মাসে প্রায় দুইশ' ডলার।'

'কি বললেন? মাসে চল্লিশ পাউন্ড!'

আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে ব্যাপারটাকে যদি আরেকটু বিশ্বাসযোগ্য করে না তুলি তাহলে আমাদের প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে। বুড়োটা কি ভাবছেন অনুমান করতে পারছি। বেচারা বিকি সম্পর্কে তিনি যা জানতেন সেটার সাথে তার এ সৌভাগ্য ও সচ্ছলতাকে মেলাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মেলানোর কাজটা সহজসাধ্য মনে হচ্ছে না তাঁর, যেহেতু আমাদের বিকিটা চেহারায় দশাসই এবং বুলটেরিয়ার আর বেড়ালের তুলনাহীন অনুকরণকারী

হলেও অনেক দিক থেকেই ভদ্র পোশাকধারী একটা গবেট।

'আপনার কাছে ব্যাপারটা বিদঘুটে লাগতে পারে। কিন্তু আসল কথাটা কি জানেন, নিউ ইয়র্ক মানুষকে চাঙ্গা করে তোলে এবং তাদের মধ্যে এমন গতিময়তা সঞ্চার করে যা অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে আপনার কাছে। নিউ ইয়র্ক মানুষকে যেন বিকশিত করে তোলে। এখানকার বাতাসেরই গুণ, বুঝলেন না? কল্পনায় দেখছি অতীতের বিকি–যখন আপনি তাকে জানতেন–হয়তো মাথামোটা লোক ছিলো। এখন সে দারুণ চাল্লু মাল। ব্যবসায়ী মহলে সবাই তাকে একজন কেউকেটা হিসেবে দেখে।'

'বিস্মিত হলাম। তা আমার ভাগ্নের ব্যবসার ধরনটা কি, মি. উস্টার?'

'আহা, ব্যবসার আবার ধরন-ধারণ কি। ব্যবসা যাকে বলে ব্যবসাই, বুঝলেন না? ঐ রকফেলার-টকফেলার যা করে সেসব আবার কি,' বলতে বলতে আস্তে সরে গেলাম দরজার দিকে। 'দুঃখিত যে আপনাকে একা রেখে বেরুতে হচ্ছে। ক'জন বন্ধুর সাথে এক জায়গায় দেখা করতে হবে কিনা, তাই।'

লিফট্ থেকে বেরিয়েই দেখি বিকি উঠে আসছে রাস্তা থেকে হুড়মুড় করে।

'হ্যাললো বার্টি, বুড়োকে পাইনি। তিনি কি এসেছেন?'

'চা খাচ্ছেন ওপরে বসে।'

'ভাবসাব কেমন দেখা যাচ্ছে তাঁর?'

'মনে হচ্ছে পুরোপুরি বিভ্রান্ত।'

'চমৎকার, ফাইন। যাই তাহলে। বার্টি, দোস্ত, চলি। পরে দেখা হবে, কেমন? টুড্লডুড্ল ডু···তাইরে নারে না···তা নানানা···'

'যাও বিকি, ডিয়ার বয়···পিপ্ পিপ্ পি···পিপ্ পিপ···'

ফুর্তি আর উল্লাসে নাচতে নাচতে ওপরে উঠে গেল বিকি। আমিও চলে গেলাম ক্লাবঘরের দিকে, জানালার পাশে বসে রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে এবং ওদিক থেকে এদিকে গাড়িগুলোর যাতায়াত দেখতে।

সন্ধ্যায় ডিনারের পোশাক পরার জন্য বাসায় ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেল। কোথাও কারো আওয়াজ না পেয়ে বললাম, 'কোথায় গেল সব, জীভ্স? বাইরে গেছে?'

'হিজ গ্রেস শহরের কিছু দৃশ্য দেখতে চেয়েছেন, স্যার। মি. বিকারস্টেথ সাথে গেছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁদের প্রথম গন্তব্যস্থল গ্রান্ট-এর সমাধি।'

'ব্যাপার-স্যাপার যেভাবে এগুচ্ছে তাতে মনে হয় মি. বিকারস্টেথ খুশি, কি বলো?'

'স্যার?'

'বলছি যে আমার ধারণা মি. বিকারস্টেথ বেশ খোশমেজাজেই আছেন।'

'পুরোপুরি নয়, স্যার।'

'কেন? এখন তাঁর অসুবিধে কি?'

'স্যার, যে পরিকল্পনাটা আমি মি. বিকারস্টেথ এবং আপনার কাছে পেশ করেছিলাম সেটা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে ফলপ্রসূ হয়নি।'

'ডিউক সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে মি. বিকারস্টেথ ব্যবসাতে ভালো করছেন, এসব তো?'

'ঠিক তাই, স্যার। তিনি মি. বিকারস্টেথ-এর মাসোহারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, মি. বিকারস্টেথ যেহেতু ভালো রুজিরোজগার করছেন অতএব তাঁর আর্থিক সাহায্যের দরকার নেই।'

'সর্বনাশ, জীভ্স! এ যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড!'

'কিছুটা গোলমেলে, স্যার।'

'এ রকম হবে বলে তো আশা করিনি!'

'স্বীকার করছি, স্যার, ঘটনা যে এভাবে মোড় নেবে তা আমি নিজেও আন্দাজ করতে পারিনি।'

'আমার মনে হয় এ আঘাত বিকি বেচারাকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছে।'

'মি. বিকারস্টেথকে কিছুটা হতভম্ব হয়ে যেতে দেখা গেছে, স্যার।'

হৃদয়টা আমার হুহু করে কেঁদে উঠলো বিকির জন্যে।

'জীভ্স, আমাদেরকে কিছু একটা করতেই হবে।'

'হ্যাঁ, স্যার।'
'মাথায় কোনো বুদ্ধি আসছে?'
'এ মুহূর্তে না, স্যার। তবে স্যার, উপায় একটা হবেই।'

বিকির দুরবস্থায় দারুণ মুষড়ে পড়লাম। পোশাক পরতে গিয়ে বেখেয়ালে ডিনার জ্যাকেটের সাথে সাদা টাই পরে ফেললাম। বাইরে গেলাম। তবে সেটা যতোটা না ডিনারের তার চাইতে বেশি সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে। বিকি বেচারা উপোষ করার দিকে চলেছে, আর আমি ভালো মন্দ খেয়ে বেড়াবো—এটা আমার কাছে নিষ্ঠুরতা বলে মনে হলো।

ফিরে এসে দেখি বুড়ো চিস্‌উইক ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিকি কুঁজোর মতো সামনে ঝুঁকে বসে আছে একটা আর্ম-চেয়ারে, গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায়। মুখের কোনায় একটা সিগারেট, চোখে কাঁচের মতো স্বচ্ছ দৃষ্টি।

বললাম, 'বড্ড গড়বড় হয়ে গেল, দোস্ত, তাই না?'

নিঃশব্দে সে নিজের গ্লাসটা মুখে তুলে চুমুক দিতে লাগলো জ্বরে আক্রান্ত রোগীর মতো। খেয়াল করলো না যে গ্লাসটাতে কিছুই নেই।

'বার্টি, আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে!' বলে আবার সে চুমুক দিতে লাগলো গ্লাসটাতে, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা পেলো না। 'বার্টি, এটা আর মাত্র সপ্তাহখানেক পরে ঘটলেও চলতো। পরের মাসের টাকাটা রোববার এসে পৌছার কথা ছিলো। ঐ টাকাটা পেলে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখা একটা ব্যবসাতে আমি লেগে যেতে পরতাম। বিজ্ঞাপনের লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে মাত্র কয়েকটা ডলার জোগাড় হলেই একটা মুরগীর খামার খুলে দেয়া এবং কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাপয়সা কামানো যায়। মুরগী পালন, আহা, কি সুন্দর, কি মজার কাজ!'

মুরগীর খামারের কল্পনাটা মগজে আসতেই বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো সে। কিন্তু পরক্ষণেই গভীর বিষণ্ণতার ভারে বেচারা নেতিয়ে পড়লো আর্ম-চেয়ারে।

'এখন অবশ্য ওসব ভেবে লাভ নেই, যেহেতু নগদ পয়সা নেই আমার হাতে।'
'বিকি, তুমি শুধু একবার মুখ ফুটে বললেই…'
'অনেক অনেক ধন্যবাদ, বার্টি। তোমার ঘাড়ে আমি চাপতে চাইনে।'

জগতের এটাই হলো নিয়ম। যাদেরকে তুমি টাকা ধার দিতে চাও ওরা তা নেবে না। আর যাদেরকে দিতে চাও না ওরা ধারের জন্য তোমার পিছু ছাড়বে না।

'বেশ, তাহলে আর মাত্র একটা আশা রয়েছে।'
'কি সেটা?'
'জীভ্‌স।'

জীভ্‌স আমার পেছনেই দাঁড়ানো ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলো। 'স্যার? আমাকে ডেকেছেন?'

'জীভ্‌স, মাথায় কিছু এলো?'

'কেন আসবে না, স্যার? আমাদের সাম্প্রতিক আলাপের পরে মনে হয়েছে একটা সমাধান আমি খুঁজে পেয়েছি। বেয়াদবি না ধরলে বলতে পারি, স্যার, অর্থাগমের উৎস হিসেবে হিজ গ্রেস-এর সম্ভাবনাগুলোকে আমরা নজরে আনিনি।'

হেসে উঠলো বিকি। ঐ ধরনের হাসিকে লোকে বলে, ফাঁপা ও বিদ্রূপাত্মক। গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা, গরগরা করার মতো এক রকমের তিক্ত খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দ।

'আমি, স্যার, হিজ গ্রেসকে পটিয়ে পটিয়ে মাল ছাড়তে প্রবৃত্ত করার সম্ভাবনার কথা বলছিনে। বেয়াদবি না ধরলে বলি, আমার বিবেচনায় হিজ গ্রেস এমন এখন একটা সম্পত্তি যা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে এবং যার বিকাশ বা উন্নয়ন সম্ভব।'

বিকি আমার দিকে চাইলো বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে। আমিও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে জীভ্‌স-এর কথার বিন্দু-বিসর্গ আমার মগজেও ঢোকেনি।

'আরেকটু সহজ করে বলতে পারো না, জীভ্‌স?'

'স্যার, সংক্ষেপে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই, হিজ গ্রেস এক অর্থে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। আপনারা স্যার, নিঃসন্দেহে অবগত আছেন যে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে হ্যান্ডশেক করা এদেশের লোকদের একটা নেশা। আমি ভাবছি, মি. বিকারস্টেথ কিংবা আপনার এমন সব লোকের সাথে জানাশোনা থাকতে পারে যারা হিজ গ্রেস-এর সাথে

পরিচিত হবার এবং হ্যান্ডশেক করার সুযোগের বিনিময়ে সামান্য কিছু ফি—ধরুন দুই বা তিন ডলার করে দিতে রাজি হবেন।'

বিকি যেন তেমন পাত্তা দিলো না কথাটাকে। 'তুমি কি বলতে চাও যে আমার মামার সাথে স্রেফ হ্যান্ডশেক করার জন্য নগদ মাল ঝাড়বে, এমন বুদ্ধুও আছে এদেশে?'

'আমার এক খালা আছেন, স্যার। তিনি এক ছোঁড়াকে পাঁচ-পাঁচটা শিলিং দিয়ে কোনো একজন সিনেমার অভিনেতাকে বাড়িতে এনে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে পড়শীদের মধ্যে তাঁর সামাজিক মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিল।'

এবার একটা দোদুল্যমান ভাব ফুটে উঠলো বিকির কথায়, 'তোমার যদি মনে হয় যে ওরকম করা যায়...'

'আমি নিশ্চিত, স্যার।'

'তোমার কি মত, বার্টি?'

'আমি পুরোপুরি এর পক্ষে। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে ওটা।'

'ধন্যবাদ, স্যার। আর কিছু লাগবে আপনার? শুভরাত্রি, স্যার।'

বুড়ো চিস্‌উইককে দিয়ে ডলার কামিয়ে নেয়ার এ ব্যবসাটায় নামার আগ পর্যন্ত জানতাম না শেয়ার বাজারে যখন মন্দভাব দেখা দেয়, লোকে শেয়ার কিনতে চায় না তখন কি দুঃসহ উদ্বেগে দিন কাটে স্টক-এক্সচেঞ্জের লোকদের। আপনার বিশ্বাসই হবে না বুড়ো চিস্‌উইকের ব্যাপারে পাবলিককে আগ্রহী করে তুলতে গিয়ে কি রকম হিমশিম খেতে হয়েছে আমাদেরকে। গোটা সপ্তাহ্ ধরে চেষ্টার পর আমরা বিকির পাড়ার এক কসাইকে তালিকাভুক্ত করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও বাদ দিতে হলো, কেননা লোকটা নগদ ডলারের বদলে দিতে চাইলো কয়েক টুকরো হ্যাম। বিকি এক লোকের কাছে জিনিসপত্র বন্ধক রাখে। তার ভাইয়ের প্রস্তাব শুনে আশার আলো ফুটে উঠলো আমাদের চোখে। বুড়ো ডিউকের সাথে পরিচিত হবার জন্য সে নগদ দশ ডলার দিতে চাইলো। কিন্তু তার প্রস্তাবটা আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না, কারণ, শেষ পর্যন্ত ফাঁস হয়ে গেল যে ঐ লোকটা একজন এনার্কিস্ট, মানে নৈরাজ্যবাদী এবং সে ডিউকের সাথে হ্যান্ডশেক না করে তাঁকে লাথি মারতে চায়। কিন্তু বিকি বন্ধকঅলার ভাইটিকে একজন আমুদে এবং তার নিজের মতো লোকদের উপকারী বন্ধু বলে ভেবে বসলো। অনেক কষ্টে আমি বিকিকে ঐ লোকটার টাকা নিতে নিবৃত্ত করলাম।

জীভ্‌স না থাকলে হয়তো গোটা প্ল্যানটাই বাদ দিতে হতো। কিন্তু জীভ্‌স এক সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। তার মতো মগজে আর জোগাড়ে লোক আর দেখিনি। একদিন সকালে চা-হাতে আমার ঘরে এসে সে জানালো যে কারবার শুরু হতে যাচ্ছে।

'স্যার, হিজ গ্রেস সংক্রান্ত ঐ ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু বলতে পারি?'

'বাদ দাও ওসব। প্ল্যানটা আমরা বাতিল করেছি।'

'কি বললেন, স্যার?'

'ওটা চলবে না। কাউকেই জোটাতে পারছিনে।'

'স্যার, প্ল্যানের ঐ দিকটা, আমার বিশ্বাস, আমি নিজেই সামলাতে পারবো।'

'কি বলতে চাও? কাউকে জোটাতে পেরেছো নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার। বার্ডসবার্গ থেকে আসা সাতাশি জন ভদ্রলোককে, স্যার।'

তড়াক করে উঠে বসে গেলাম বিছানায়। পেয়ালা থেকে চা ছলকে পড়লো নিচে। 'বার্ডসবার্গ আবার কোন্ জায়গা?'

'মিশৌরির বার্ডসবার্গ, স্যার।'

'কিভাবে জোটালে লোকগুলোকে?'

'কাল রাতে বাড়িতে থাকবেন না বলে আমাকে জানিয়ে দেয়ার পর নিশ্চিন্তামনে চলে যাই এক নাট্যানুষ্ঠান দেখতে। বিভিন্ন দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে পাশের আসনে বসা লোকটার সাথে আলাপ জমে ওঠে। লক্ষ করেছিলাম যে তার শার্টের বুকে লাল অক্ষরে "এগিয়ে চলো বার্ডসবার্গ" লেখা একটা বড় আকারের বোতাম ঝুলছে। অবাক হয়ে দেখলাম যে দর্শকদের মধ্যে আরো অনেকের শার্টে ওরকম বোতাম রয়েছে। ব্যাপার কি জানতে চাইলাম লোকটার কাছে। সে বললো, ঐ ভদ্রলোকরা হচ্ছে মিশৌরি রাজ্যের বার্ডসবার্গ নামক ছোট্ট শহর থেকে আগত ৮৭ জনের একটা প্রতিনিধি দল। নিউ ইয়র্কে এসেছে

নিছক আমোদ-ফুর্তি আর সামাজিকতার উদ্দেশ্যে। এখানে ওদের জন্য যেসব বিনোদনমূলক ব্যবস্থাদি করা হয়েছে সেসবেরও একটা ফিরিস্তি দিলো লোকটা। প্রচুর আত্মসন্তুষ্টি আর গর্বের সাথে সে আমাকে জানালো যে তাদের কয়েকজনের একটা দলকে এক নামজাদা মুষ্টিযোদ্ধার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা সেই লোকটার সাথে হ্যান্ডশেক করেছে। এটা শোনামাত্রই হিজ গ্রেস-এর প্রসঙ্গ তার কাছে তোলার বুদ্ধিটা আমার মাথায় এলো। এখন সংক্ষেপে মোটমাট কথা হচ্ছে, স্যার, আপনাদের অনুমোদন সাপেক্ষে আমি ব্যবস্থা করে ফেলেছি যে আগামীকাল বিকেলে ঐ গোটা দলটাকে হিজ গ্রেস-এর সামনে উপস্থিত করা হবে।'

বিস্মিত হয়ে গেলাম। 'সাতাশি জন! মাথাপিছু কতো করে, জীভ্‌স?'

'স্যার, লোকের সংখ্যাটা বেশি বলে আমাকে মাথাপিছু হারটা একটু কমাতে হয়েছে। দরকষাকষি করে শেষ পর্যন্ত গোটা দলটার জন্য একশ' পঞ্চাশ ডলারে রফা করেছি।'

'অগ্রিম দেবে তো?' সামান্য ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'না, স্যার। অগ্রিম পাবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হইনি।'

'ঠিক আছে। টাকাটা পেলে আমি আর কিছু দিয়ে মোট পাঁচশ' ডলার বিকির হাতে তুলে দেবো। বিকি টের পাবে না। তোমার কি মনে হয়, জীভ্‌স? দেড়শ'র সাথে আরো কিছু মিলিয়ে মোট পাঁচশ' দিলে মি. বিকারস্টেথ টের পেয়ে যাবেন?'

'আমার বিশ্বাস, পাবেন না, স্যার। মি. বিকারস্টেথ এমনিতে খুব ভালো লোক, তবে কিনা বুদ্ধিতে কিছুটা খাটো।'

'ঠিক আছে তাহলে। ব্রেকফাস্টের পরে ব্যাঙ্কে গিয়ে কিছু টাকা তুলে আনবে আমার জন্য।'

'তাই করবো, স্যার।'

'জীভ্‌স, তুমি একটা দারুণ লোক, বুঝেছো?'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

সেদিন বিকেলেই বিকিকে জানালাম কথাটা। শুনে সে তো প্রায় ভড়কে গেল। পরে উঠে টলতে টলতে তখনি বসার ঘরে গিয়ে বুড়ো চিস্‌উইককে ধরে বসলো। 'মামা, আগামীকাল বিকেলে কি আপনার কোনো কাজটাজ আছে? মানে, আমি কয়েকজন বন্ধুকে আপনার সাথে দেখা করার জন্য আসতে বলেছিলাম কিনা...'

একচোখ কুঁচকে সন্দিগ্ধভাবে বুড়ো চাইলেন তার দিকে। বললেন, 'ওদের মধ্যে কোনো রিপোর্টার থাকবে না তো?'

'রিপোর্টার? না থাকারই তো কথা। কিন্তু রিপোর্টারের কথা বলছেন কেন?'

'রিপোর্টারদের দ্বারা উত্যক্ত হতে আমি চাইনে। জাহাজটা যখন ডকে ভিড়লো সে সময় কয়েকটি ছোকরা আঠার মতো গায়ে লেপ্টে থেকে আমেরিকা সম্পর্কে আমার মতামত কি তা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ঐ ধরনের অত্যাচারের শিকার আরেকবার আমি হবো না।'

'ওরকম কোনো আশঙ্কাই নেই, মামা। খবরের কাগজের কোনো লোকই এখানে আসবে না।'

'সেক্ষেত্রে তোমার বন্ধুদের সাথে আনন্দের সাথেই পরিচিত হবো।'

'হ্যান্ডশেক-টেক করবেন তো?'

'স্বভাবঃতই আমি সভ্য সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অনুসারে আচরণ করবো।'

তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিকি ক্লাবে এসে আমার সাথে লাঞ্চে যোগ দিলো। খেতে খেতে মুরগী, ডিম ফোটাবার মেশিন এবং আরো কিসব নিয়ে আগরম-বাগরম বকবক করে গেল।

অনেক বিচার বিবেচনার পর স্থির করলাম যে বার্ডসবার্গ-বাহিনীর লোকগুলোকে দশজনের একেকটি দলে ভাগ করে একেক দলকে একবার করে বুড়োর সামনে হাজির করবো। জীভ্‌স তার থিয়েটারের সেই দোস্তকে নিয়ে এলো আমাদের সাথে দেখা করাতে। তার সাথে গোটা ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেললাম আমরা। ভারি ভালো লোক, তবে খুঁতটা এই যে আলোচনাটাকে ঘুরিয়ে কেবল তাদের নিজের শহরের নতুন পানি-সরবরাহ ব্যবস্থার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আমরা বললাম, ডিউক ঘণ্টাখানেকের বেশি সময়

দেবেন না। কাজেই প্রত্যেকটি দলকে বুঝতে হবে যে জীভস-এর স্টপ-ওয়াচ অনুযায়ী সাত মিনিট তারা ডিউকের সাহচর্য লাভের অধিকারী। সাতমিনিট সময় শেষ হওয়া মাত্রই জীভস ঘরে প্রবেশ করে অর্থবোধকভাবে কাশবে এবং কাশির সঙ্গে সঙ্গে দলটি বেরিয়ে আসবে। এভাবে কথাবার্তা শেষ করে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর লোকটাকে আমরা বিদায় দিলাম। বার্ডসবার্গের লোকটা আমাদেরকে সাদরে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল আমরা যেন সদলবলে গিয়ে একদিন তাদের নয়া পানি-সরবরাহ ব্যবস্থাটা দেখে আসি।

পরদিন প্রতিনিধি দলটি এলো। প্রথম শিফ্‌টে থাকলো আমাদের সেই আলাপী লোকটা এবং সবদিক থেকে প্রায় তারই মতো আরো নয়জন। দেখে মনে হলো লোকগুলো বেশ বিচক্ষণ এবং ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন। যেন জীবনের শুরু থেকেই তারা অফিসে কাজ করে আসছে এবং কর্তাদের নজরে পড়ার জন্য যা যা করণীয় সব করে চলেছে। বুড়োর সাথে হ্যান্ডশেক করে দৃশ্যতঃই খুশি হলো তারা । সবাই, মাত্র একজন ছাড়া। ঐ লোকটাকে মনে হলো কি নিয়ে যেন চিন্তিত। তারপর আমাদের আলাপী লোকটা হঠাৎ বলে বসলো, 'বার্ডসবার্গের জন্য আপনার বাণী কি, ডিউক?'

বুড়ো যেন চটে গেলেন, 'আমি কখনো বার্ডসবার্গে যাইনি।'

'আপনার উচিত একবার ঘুরে আসা। বার্ডসবার্গ হচ্ছে এদেশের সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান শহর। জয় হোক বার্ডসবার্গের!'

'জয় হোক বার্ডসবার্গের!' বলে গলা মিলালো বাকি নয়জন।

এবার মুখ খুললো সেই লোকটা, যাকে এতক্ষণ কি নিয়ে চিন্তিত দেখা যাচ্ছিলো। ভালো খানাদানা করা মোটাসোটা ধরনের শক্ত চোয়াল আর শীতল চাহনির মানুষটা বলে উঠলো, 'আরে তাই তো!' দলসুদ্ধ সবাই তাকালো তার দিকে। সে বললো, 'দেখুন, একটা কাজের কথা, মানে, নিছক ব্যবসার কথা বলছি। কারো সততার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছিনে। এ ভদ্রলোকটি যে সত্যি একজন ডিউক, একথাটা একজন সাক্ষী-সাবুদ রেখে তাঁর বলা উচিত।'

'আপনি কি বলতে চান, স্যার?'

'রাগ করবেন না। এটা নিছক একটা ব্যবসার কথা। বিশ্বাস করুন, আমি কোনো আপত্তিকর কথা বলছিনে। এখানে একটা ব্যাপার কেমন যেন মজার লাগছে আমার কাছে। ঐ যে ভদ্রলোকটি–উনি বললেন তাঁর নাম মি. বিকারস্টেথ। তাই না? আমার প্রশ্ন হলো, আপনি ডিউক অব চিস্‌উইক হলে উনি কেন লর্ড পার্সি অমুক বা তমুক হবেন না? ইংরেজী নভেল-টভেল আমি পড়েছি। ওসব আমার জানা আছে।'

'কি অসম্ভব বীভৎস কাণ্ড এসব?' বললেন ডিউক ক্রোধে লাল হয়ে।

'দেখুন, মাথা গরম করে ফেলবেন না। আমি কেবল জিজ্ঞেস করলাম। আমার একটা অধিকার আছে জানার। আপনারা পয়সা নিতে যাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। কাজেই, পয়সা অনুপাতে মাল পাচ্ছি কিনা সেটা দেখা তো আমাদের জন্য সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।'

তার কথার ওপর পানি-সরবরাহঅলা ফোঁড়ন দিলো, 'ঠিকই বলেছো, সিম্‌স। চুক্তি করার সময় ওটা আমার মনে ছিলো না। দেখুন জনাবরা, আমরা যে ঠকবো না তার একটা যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা পাবার অধিকার ব্যবসায়ী মানুষ হিসেবে আমাদের আছে, তাই না? এ অভ্যর্থনার জন্য মি. বিকারস্টেথকে আমরা একশ' পঞ্চাশ ডলার দিচ্ছি। স্বভাবতঃই আমরা জানতে চাই যে…'

বুড়ো চিস্‌উইক বর্শাফলকের মতো দৃষ্টিতে বিদ্ধ করলেন বিকিকে, তারপর পানি সরবরাহঅলার দিকে ফিরে তাকালেন। ভয়ঙ্করতম শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে এখানে এসব কি হচ্ছে আমি জানিনে। বিষয়টা বুঝিয়ে দিলে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ হবো।'

'বেশ, তা-ই করবো। মি. বিকারস্টেথ-এর সাথে আমাদের এই মর্মে চুক্তি হয়েছে যে তিনি একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে বার্ডসবার্গের সাতাশি জন বাসিন্দাকে চিস্‌উইকের ডিউকের সাথে সাক্ষাতের এবং হ্যান্ডশেকের সুযোগ দেবেন। এখন, মি. বিকারস্টেথ বলছেন, আপনিই চিস্‌উইকের ডিউক। কিন্তু এটা তাঁর মুখের কথা, এর তো কোনো প্রমাণ নেই। আমার বন্ধু সিম্‌স এবং তার সাথে আমি বলতে চাই যে মি. বিকারস্টেথ আমাদের কাছে একজন অপরিচিত ব্যক্তি। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে আমরা কিভাবে আপনাকে

চিস্‌উইকের ডিউক বলে মেনে নেবো?'

বারকয়েক ঢোক গিলে বুড়ো ডিউক বললেন, 'স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই বলে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমিই চিস্‌উইকের ডিউক।'

'তাহলে তো সবই ঠিক আছে। আমরা শুধু ঐটুকুই জানতে চেয়েছি। তাহলে আসুন, কাজটা সেরে ফেলি। চলুক, যেমন চলছিল,' বললো লোকটি আন্তরিকভাবে।

'দুঃখের সাথে বলছি যে যেমন চলছিল তেমন আর চলতে পারে না। আমি একটু ক্লান্তি বোধ করছি। আমাকে মাফ করতে হবে,' জবাব দিলেন বুড়ো চিস্‌উইক।

'কিন্তু ডিউক, তা কি করে হয়? এ মুহূর্তে আপনার সাথে পরিচিত হবার জন্য আরো সাতাত্তর জন লোক অপেক্ষায় রয়েছে।'

'তাঁদেরকে হতাশ করতে হবে বলেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে চুক্তিটা তো বাতিল করা দরকার।'

'ওটা আপনার এবং আমার ভাগ্নের আলোচ্য বিষয়, আমার নয়।'

চিন্তিত হয়ে পড়লো লোকটা, বললো, 'সত্যি আপনি বাকি লোকগুলোকে সাক্ষাত দেবেন না?'

'না।'

'সে রকম হলে তো দেখছি আমাদেরকে চলেই যেতে হয়।'

চলে গেল তারা। একটা কঠিন স্তব্ধতা নেমে এলো ঘরের মধ্যে। বিকির দিকে মুখ ফেরালেন বুড়ো চিস্‌উইক। 'বলো, কি বলার আছে তোমার।'

বিকি নিরুত্তর। কোনো জবাব এলো না তার মুখে।

'এ লোকটা যা বলে গেল সেটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, মামা।'

'তোমার এ কারসাজির মানে কি?'

বিকির তখন একেবারে ধরাশায়ী অবস্থা। তাই ওকে আমি বললাম, 'বিকি, লক্ষ্মী সোনাটি, আমার মনে হয় গোটা ব্যাপারটাই তোমার খোলাখুলি ব্যাখ্যা করে বলা উচিত।'

'মামা, আপনি আমার ইয়েটা···মানে, মাসোহারাটা কেটে দিয়েছেন। আমি কি করি? চেয়েছিলাম মুরগীর খামার করার জন্য কিছু নগদ টাকা যোগাড় করতে। অল্প পুঁজিতেই কাজটা হয়ে যায়। প্রথমে আপনি একটা মুরগী কিনলেন। ওটা প্রতিদিন একটা করে ডিম দিতে থাকলো। সপ্তাহের সাত দিনে সাতটা ডিম। বেচে পেলেন মোট পঁচিশ সেন্ট। মুরগী পোষার খরচ বলতে কিছুই লাগে না। ফলে লাভ দাঁড়াবে কার্যত···'

'কি এসব বকর-বকর করছো মুরগী নিয়ে? তুমি তো একজন সচ্ছল ব্যবসায়ী বলে আমার মনে একটা ধারণা সৃষ্টি করেছিলে।'

'বিকিটা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল, স্যার। আসল কথা হচ্ছে, আপনার পাঠানো ঐ টাকাটার ওপর সে পুরোপুরি নির্ভরশীল। যেই আপনি মাসোহারাটা বন্ধ করে দিলেন, অমনি বেচারা পড়ে গেল একেবারে অকুল সাগরে। তাড়াতাড়ি কেমন করে কিছু নগদ কড়ি হাতিয়ে নেয়া যায় সেটা ভাবতে বেচারা তখন বাধ্য হয়। তাই আমরা, বুঝলেন কিনা, এ হ্যান্ডশেক-এর পরিকল্পনা তৈরি করলাম, বলে সাফাই গাইলাম বিকির পক্ষে।'

'তুমি তাহলে মিথ্যে বলেছো আমার কাছে! তোমার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমাকে মিথ্যে ধারণা দিয়েছো!' বলতে বলতে ফেনা উঠে গেল বুড়োর মুখে।

'বেচারা বিকি ঐ র‍্যানসটাতে যেতে চায়নি। গরু-ঘোড়া সে পছন্দ করে না। ওর পছন্দের জিনিস মুরগী। মুরগী পোষায় হাত দিলেই বাজিমাত করে দেবে বলে মনে করে বিকি। ওর দরকার সামান্য কিছু পুঁজি। আপনি তাকে কিছু···' বুঝিয়ে সবিনয়ে কিছু আদায় করতে চাইলাম বুড়োর কাছ থেকে।

'কি? যা ঘটে গেল, এর পরে? এই প্রতারণা আর বোকামির পরে? অসম্ভব। এক পেনিও দেবো না!'

'কিন্তু···'

'না, আর এক পেনিও নয়।'

এমন সময় পেছন দিক থেকে একটা সম্ভ্রমপূর্ণ কাশির শব্দ শোনা গেল। দেখলাম, জীভ্‌স। দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধিদীপ্ত মুখে।

'একটা কথা বলতে পারি, স্যার?'

'বলো, বলো।'

'আমি স্যার, শুধু এটুকু বলতে চাই যে মি. বিকারস্টেথের যদি সামান্য কিছু নগদ টাকার দরকার হয়ে থাকে এবং টাকাটা পাবার অন্য কোনো উৎস যদি তাঁর জানা না থাকে, তাহলে গরমাগরম খবরওয়ালা কোনো কাগজের রোববারের সংখ্যায় তিনি আজ বিকেলের ঘটনাগুলো ঝেড়ে দিলেই পারেন। কাগজওয়ালারা লুফে নেবে কেচ্ছাটা এবং তিনি হাতে হাতে টাকাটা পেয়ে যাবেন।'

'মারো গুললি!' বলে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'কেল্লা ফতে,' বলে চেঁচিয়ে উঠলো বিকি।

'কি সর্বনাশ!' বলে আঁতকে উঠলেন বুড়ো চিস্‌উইক।

জ্বলজ্বলে চোখে বুড়োর দিকে তাকিয়ে বিকি বললো, 'ঠিকই বলেছো, জীভ্‌স! তাই করবো আমি! ক্রনিকল পত্রিকা লুফে নেবে কাহিনীটা। এ রকম মালই ওরা চায়।'

প্রায় গোঙানির মতো আওয়াজ করে বুড়ো ডিউক বললেন, 'ফ্রান্সিস, এ কাজ কোরো না। আমি নিষেধ করে দিচ্ছি…।'

বিকি ইতিমধ্যে সামলে উঠেছে দারুণভাবে। সে বললো, 'খুব ভালো কথা, করবো না। কিন্তু আর কোনো উপায়ে যদি আমি টাকা যোগাড় করতে না পারি…'

'সবুর করো…কি যে বলে…সবুর করো, বাবা! বড্ড আবেগপ্রবণ ছেলে তুমি। ব্যবস্থা একটা তোমার জন্য হতে পারে বৈকি।'

'আমি ঐ পচা র‍্যান্‌স-এ যাবো না।'

'না-না-না, ওখানে যেতে আর বলবো না। একবারো বলবো না। আমি…আমি ভাবছি…'

মনে হলো বুড়ো নিজের সাথে লড়াই করছেন ভেতরে ভেতরে।

'আ…আমি…আমি ভাবছি যে, সব দিক থেকে ভালো হয় তুমি আমার সাথে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে। আমি…ভাবছি…একটা সেক্রেটারি গোছের কোনো পদে বসিয়ে দিয়ে তোমাকে কাজে লাগাতে পারবো।'

'আমার তাতে আপত্তি থাকবে না।'

'তবে, কোনো বেতন-টেতন বোধহয় দিতে পারবো না। তবে তুমি তো জানো, ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক জীবনে অবৈতনিক সেক্রেটারি হচ্ছে একটা স্বীকৃত ফিগার।'

'ফিগার বলতে আমি একমাত্র যে জিনিসটাকে স্বীকার করবো তা হচ্ছে বছরে পাঁচশ' পাউন্ড, প্রতি তিন মাস অন্তর দেয়,' দৃঢ়তার সাথে বললো বিকি।

'বলছো কি, বাবা!'

'যা বলেছি, তাই।'

'কিন্তু বাবা ফ্রান্সিস, ধরাবাঁধা মাইনের বদলে তুমি কি পেতে যাচ্ছো তা ভেবে দেখবে না? আমার সেক্রেটারি হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জনের এবং রাজনৈতিক জটিলতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার অনন্য সুযোগ তুমি পাবে। আসলে অত্যন্ত সুবিধেজনক অবস্থানে থাকবে তুমি।'

'বছরে পাঁচশ' পাউন্ড!' জিহ্বা দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উচ্চারণ করলো বিকি। 'কিন্তু একটা মুরগীর খামার চালু করতে পারলে আমার যা আয় হবে তার কাছে এটা কিছুই না। আমার দাবি খুবই যুক্তিসঙ্গত। ধরুন, এক ডজন মুরগী আছে আপনার। প্রতিটি মুরগী এক ডজন করে বাচ্চা ফুটিয়েছে। কিছুদিন পরে বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেল এবং ওরা প্রত্যেকে এক ডজন করে বাচ্চা ফুটালো। এগুলো বড় হয়ে আবার সবাই মিলে ডিম দিতে শুরু করলো। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, অঢেল টাকা, অগুণতি টাকা। আমেরিকা এক আজব জায়গা। এখানে ডিমের বদলে ইচ্ছেমতো যে কোনো জিনিস পাবেন। এখানকার লোকে করে কি জানেন? বরফ দিয়ে ডিম রেখে দেয় বছরের পর বছর। ডলারে একটা করে কাটতি না হলে বিক্রি করে না। বছরে পাঁচশ' পাউন্ডের কমে এরকম একটা ভবিষ্যৎ আমি ছেড়ে দেবো-একথা আপনি ভাবেন কেমন করে?'

একটা মনস্তাপের ছায়া খেলে গেল বুড়ো চিস্‌উইকের মুখে। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে। তাই পাবে।'

বিকি চলে গেল বুড়োকে নিয়ে ডিনারে। আমি আর জীভ্‌স একা।

'জীভ্‌স, বুদ্ধির ভেল্কিটা যা দেখালে না বুড়োকে, এর কোনো তুলনা নেই।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'বুঝি না তুমি কেমন করে এসব বুদ্ধি পাকাও।'

'কি বললেন, স্যার?'

'তবে বুদ্ধিটার একমাত্র খুঁত এই যে এর থেকে তুমি নিজে কিছু পেলে না।'

'মি. বিকারস্টেথের কথাবার্তা থেকে মনে হলো, তাঁর জন্য যেটুকু করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে সেটার যথাযোগ্য মর্যাদা তিনি দিতে চান এবং অবস্থাটা একটু ভালোর দিকে ফিরলেই দেবেন।'

'না, ওটাই যথেষ্ট নয়।'

'স্যার?'

'আমার শেভ করার জিনিসগুলো নিয়ে এসো।'

একটা সংশয় মিশ্রিত আশার আলো জ্বলে উঠলো জীভ্‌স-এর দু'চোখে।

'সত্যিই আনবো, স্যার?'

'এনে আমার গোঁফটা কামিয়ে ফেলো।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার,' বললো সে মৃদুকণ্ঠে।

খালা আর কুঁড়ের বাদশা বোনপো

এখন যেহেতু চুকেবুকে গেছে সবকিছু, তাই বলতে পারি যে রকমেটেলার টড-এর ব্যাপারটা চলাকালে আমার একবার মনে হয়েছিল জীভ্‌স বুঝি আমাকে ডোবাবে। অবশ্য ওকে যতোটা জানি, তাতে ওরকম ভাবাটা ছিলো আমার পক্ষে বোকামি। তবু ভেবেছিলাম, কারণ, ওকে দেখে বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিলো।

রকি টড-এর ব্যাপারটা শুরু হয় বসন্তের এক ভোরে। আমি তখন বিছানায়, আমার নৈমিত্তিক নয় ঘণ্টার নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় স্বাস্থ্যোদ্ধারে নিমগ্ন। এমন সময় হুট করে দরজা খুলে গেল। কে যেন এসে আমার পাঁজরের নিচের দিকটায় খোঁচা মারলো এবং বিছানার চাদর ধরে বিশ্রীভাবে ঝাঁকাতে লাগলো। একটুক্ষণ চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে এবং মোটামুটি সংবিৎ ফিরে পেয়ে বুঝলাম যে ওটা রকি। প্রথমে ধারণা হলো কোনো এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছি আমি।

রকি, বুঝলেন কিনা, থাকে নিউ ইয়র্ক থেকে বহুদূরে, লং আইল্যান্ডের কোনো এক জায়গায়। শুধু তাই নয়। রকি নিজেই আমাকে অনেকবার বলেছে যে বারোটার আগে সে কখনো বিছানা ছাড়ে না এবং একটার আগে ছাড়ে কদাচিৎ। শারীরিকভাবে আমেরিকার সবচেয়ে কুঁড়ে এ ছেলেটি এমন একটা পেশা খুঁজে নিয়েছিল যা তাকে অলসতার চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে সাহায্য করেছে। সে নাকি একজন কবি। অন্তত এটুকু বলা যায় যে করার মধ্যে ঐ কবিতাই সে লেখে। আমার জানা মতে, তার বেশিরভাগ সময় কাটে এক ধরনের ঘোরের মধ্যে। আমাকে সে একবার বলেছে যে আঙ্গিনার বেড়ার ওপর বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে কোনো পোকার দিকে চেয়ে থাকতে এবং পোকাটি কি করতে চায় তা নিয়ে ভাবতে পারে।

তার জীবন-পরিকল্পনাটা কেমন ছিলো, বলি। মাসে একবার দিন তিনেক ধরে সে কবিতা লিখতো। বছরের বাকি তিন শ' ছত্রিশ দিন সে বিশ্রাম নিতো।

রকি একবার তার কবিতার একটা নমুনা আমাকে দেখিয়েছিল। শুরুটা ছিলো এরকম:

বাঁচো!
বেঁচে থাকো!
অতীত মরে গেছে,
ভবিষ্যৎ জন্মায়নি,
আজ বাঁচো!
বাঁচো আজ!
বাঁচো আজ!
বাঁচো প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে,
দেহের প্রতি তন্তু দিয়ে,
তোমার লাল রক্তের প্রতি বিন্দু দিয়ে!
বাঁচো!
বেঁচে থাকো!

কবিতাটা ছাপাও হয়েছিল এক সাময়িকীর পয়লা পাতায়। রকি বলেছে, ওরা নাকি কবিতাটার জন্য তাকে একশো ডলার দিয়েছিল এবং টাকাটা পেয়ে সে নাকি এক মাসেরও বেশি প্রতিদিন বিকেল চারটা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

ভবিষ্যতের ব্যাপারে সে ছিলো নিশ্চিন্ত। কারণ, ইলিনয়ের কোথায় যেন এক পয়সাওয়ালা খালা ছিলো তার। ভাবতে অবাক লাগে, আমার দোস্তদের মধ্যে কতো জনই না বাঁচার জন্য খালা-ফুফু-মামা-চাচার ওপর নির্ভরশীল। একজন হলো বিকি। সে লেজ ধরে আছে মামা ডিউক অব চিস্‌উইক-এর। কর্কি, সবকিছু গড়বড় হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত নির্ভর করতো তার চাচা পক্ষীবিশারদ আলেকজান্ডার ওয়র্পল-এর ওপর। তারপর আছে আমার প্রিয় পুরোনো বন্ধু অলিভার শিপার্লি–যার কাহিনী একটু পরেই বলবো আপনাদেরকে। ওর

এক খালা ছিলো ইয়র্কশায়ারে। আমি নিজেও চাচা-ফুফু-মামাদের মাথায় লবণ রেখে বদরীফল ভক্ষণ করে এসেছি। এগুলো নিছক কাকতালীয় ব্যাপার হতে পারে না। একটা অর্থ থাকতেই হবে এসবের। আমি বলতে চাচ্ছি যে দুনিয়ার প্রতিপালকই মনে হয় গবেটদের দেখ-ভাল করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এরকম হওয়া উচিত।

যাক, এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, বলছিলাম যে রকির ছিলো ইলিনয়ের এই খালাটি–যাঁর নাম অনুসারে তার নামকরণ হয় রকমেটেলার (আপনারা বলতে পারেন, এ নামকরণের জন্যই রকির প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত)।

রকি ছিলো তার খালার একমাত্র বোনপো। কাজেই, অবস্থানটা তার বেশ পোক্তই দেখা যাচ্ছিলো। সে আমাকে বলেছিল যে খালার টাকাকড়ি হাতে এলে মাঝেমধ্যে দু'একটা কবিতা লেখা ছাড়া আর কোনো কাজই সে করবে না। এখন, সেই লোকটাই কিনা এ কাকডাকা ভোরে আমার পাঁজরে গুঁতো মারছে!

'এই বার্টি, ওঠো-ওঠো, এটা একটু পড়ে দেখো।'

সকাল বেলায় চা-সিগারেট খাওয়ার আগে আমি পড়তে পারিনে। তাই বেল টিপলাম। সঙ্গে সঙ্গে জীভ্‌স এলো শিশিরস্নাত ভায়োলেটের মতো তরতাজা চেহারা নিয়ে।

'জীভ্‌স, চা।'

'এক্ষুণি আনছি, স্যার।'

লক্ষ্য করলাম যে রকি আবার এগিয়ে আসছে তার সেই জঘন্য চিঠিটা নিয়ে। বললাম, 'কি ওটা? আর হয়েছেই বা কি?'

'পড়ে দেখো!'

'পারবো না। আমি এখনো চা খাইনি।'

'আচ্ছা, শোনো তাহলে।'

'কার চিঠি ওটা?'

'আমার খালার।'

এ জবাব শোনার পর আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠতেই শুনলাম, সে বলছে, 'আমার এখন কি করা উচিত বলো দেখি?'

এ সময় জীভ্‌স এসে ঢুকলো ট্রে নিয়ে। আমিও আশার আলো দেখলাম। বললাম, 'রকি, আবার পড়ো ওটা। আমি চাই যে জীভ্‌স শুনুক। জীভ্‌স, মি. টড-এর খালা তাঁকে এক আজব ধরনের চিঠি লিখেছেন। এ ব্যাপারে আমরা তোমার পরামর্শ চাই।'

'খুব ভালো কথা, স্যার,' বলে সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো। রকি আবার পড়া শুরু করলো।

'প্রিয় রকমেটেলার,

অনেক দিন ধরে ভেবেচিন্তে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে এখন যা করবো বলে স্থির করেছি তা শুরু করার আগে এতো বেশি দেরি করে ফেলা খুবই অবিবেচনার কাজ হয়েছে আমার।'

'কেমন বুঝলে, জীভ্‌স?'

'এ মুহূর্তে দুর্বোধ্য ঠেকছে, স্যার। তবে সন্দেহ নেই যে আরেকটু এগিয়ে গেলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

রুটি-মাখন চিবোতে চিবোতে বললাম, 'পড়ে যাও, দোস্ত।'

'তুমি তো জানো, সারাটা জীবন নিউ ইয়র্ক সফরের জন্য, নিউ ইয়র্কের যে প্রমোদ-উচ্ছল জীবনের কথা এতো শুনেছি সেটা নিজের চোখে দেখার জন্য কি আগ্রহই না আমি পোষণ করে এসেছি। আশঙ্কা এই যে এখন আর সে স্বপ্ন সফল করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি এখন জরাজীর্ণ। বয়স হয়ে গেছে। দেহে আর কোনো শক্তিই নেই।'

'দুঃখের কথা, জীভ্‌স, কি বলো?'

'অত্যন্ত দুঃখজনক, স্যার।'

'দুঃখজনক কিছুই না,' বললো রকি। 'স্রেফ আলসেমি। গত বড়দিনে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম স্বাস্থ্য একেবারে ফেটে পড়ার উপক্রম। তাঁর ডাক্তার নিজেই আমাকে বললেন যে কোনোরকম রোগ-ব্যাধিই নেই। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বলেন যে অবস্থা বিলকুল খারাপ, তিনি সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে, ডাক্তারকে

বাধ্য হয়েই সায় দিতে হয় তাঁর কথায়। তাঁর স্থির ধারণা নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত আসার ধকলেই তিনি মারা যাবেন। এ কারণে নিউ ইয়র্ক আসা তাঁর জীবনের অভিলাষ হলেও সারাজীবন তিনি যেখানে আছেন সেখানেই রয়ে গেছেন।'

'জীভ্‌স, ব্যাপারটা সেই মক্কেলটির মতো না, যার হৃদয়টা কেবলই থাইল্যান্ডের হরিণের পেছনে ছুটে বেড়াতো?'

'স্যার, কেস দুটো কোনো কোনো বিষয়ে পরস্পরের সমান্তরাল।'

'পড়ে যাও রকি, পড়ে যাও।'

'সুতরাং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে নিউ ইয়র্কের আশ্চর্য জীবনের স্বাদ স্বয়ং উপভোগ করতে না পারলেও অন্তত তোমার মাধ্যমে তার কিছুটা স্পর্শ পেতে পারি। তোমার জানা আছে যে আমি গত হলে আমার টাকাকড়ি যা আছে সব তুমিই পাবে। কিন্তু আজ অবধি তোমাকে ভাতা দেয়ার কোনো উপায় কখনো দেখিনি। এখন তোমাকে একটা ভাতা দিতে চাই। তবে একটা শর্ত আছে। নিউ ইয়র্কের এক আইনজীবী ফার্মকে চিঠি মারফত নির্দেশ দিয়েছি যেন তোমাকে প্রতি মাসে একটা বেশ মোটা অঙ্কের টাকা দেয়া হয়। আমার একমাত্র শর্তটি হচ্ছে, তুমি নিউ ইয়র্কে থাকবে এবং নিজেকে উপভোগ করবে–ঠিক যেমনটি আমি করতে চেয়েছি জীবনভর। আমার ইচ্ছা, তুমি নিউ ইয়র্কে উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য আর ফুর্তিতে ভরপুর জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুমি হয়ে উঠবে চোখ-ঝলসানো সব নৈশভোজ অনুষ্ঠানের প্রাণ আর আত্মা।

'সর্বোপরি, আমি চাই যে তুমি আমাকে সপ্তাহে অন্তত একটা করে চিঠি লিখবে। চিঠিতে থাকবে তুমি যা যা করেছ এবং শহরে যে সব ঘটনা ঘটছে সে সবের পূর্ণ বিবরণ, যাতে ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুন যেসব জিনিস উপস্থিত থেকে স্বয়ং উপভোগ করতে পারছিনে সেসব জিনিস সেকেন্ড হ্যান্ড মাল হিসেবে উপভোগ করতে পারি। মনে রেখো, তোমার কাছ থেকে আমি পূর্ণ বিবরণ আশা করবো এবং কোনো বিবরণই আমার কাছে তুচ্ছ মনে হবে না। ইতি–

তোমার স্নেহপরায়ণ খালা,
ইসাবেল রকমেটেলার।'

পড়া শেষ করে রকি বললো, 'কি করা যায় এ ব্যাপারে বলো তো?'

'কি করা যায় মানে?'

'মানে, বলে দাও আমি এখন কি করবো।'

আরে, বেশ মজার ছোঁড়া তো রকিটা! এক কাঁড়ি নগদ টাকা আসমান থেকে দুম করে পড়ছে তার হাতে। আমার মতে, এটা হচ্ছে এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত গালচেরা হাসি হাসবার, খুশিতে বাগেবাগ হয়ে যাবার মতো ঘটনা। অথচ, তাকে এমন দেখাচ্ছে এবং সে এমনভাবে কথা বলছে যেন এক আকস্মিক বিপদ নেমে এসেছে তার মাথার ওপর।

বললাম, 'খুশি লাগছে না তোমার? চাঙ্গা বোধ করছো না?'

'চাঙ্গা! বলছো কি মিঞা!'

'তোমার জায়গায় আমি হলে দারুণ চাঙ্গা হয়ে উঠতাম।'

'মাথা খারাপ! আমি এসে থাকবো নিউ ইয়র্কে! আমার ছোট্ট কুটিরটা ছেড়ে ঠাঁই নেবো এ ঈশ্বর পরিত্যক্ত গলিত জাহান্নামের কোনো এক অ্যাপার্টমেন্টের অতি উত্তপ্ত, দুর্গন্ধময়, অপরিসর গর্তের ভেতর! রাতের পর রাত আমাকে মিশতে হবে এমন এক দঙ্গল লোকের সাথে–যারা ভাবে জীবনটা হলো এক ধরনের সেন্ট ভিটাসের নাচ (অঙ্গ কাঁপানো বা নাচানো স্নায়ুরোগ বিশেষ), যারা কল্পনা করে যে খুব ফুর্তিতেই আছে–যেহেতু তাদের একেকজন ছয়জনের মতো হৈ-হল্লা করছে, আর দশজনের বেশি মদ গিলছে চোঁ চোঁ করে! নিউ ইয়র্ককে আমি ঘৃণা করি, বার্টি। মাঝেমধ্যে সম্পাদকদের সাথে দেখা করতে না হলে এর ধারেকাছেও ঘেঁষতাম না। অভিশাপ আছে এর ওপর। নৈতিক ব্যাধিজনিত প্রলাপ শুরু হয়ে গেছে এ শহরের…'

রকির এ বক্তৃতা শোনার পর আমার অবস্থাটা দাঁড়ালো লৎ-এর (মানে, হযরত লুত আঃ এর) বন্ধুদের মতো। তাঁরা গিয়েছিল দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-সালাপের জন্য, আর তিনি শুরু করেছিলেন রাজ্যের শহরগুলোর তীব্র সমালোচনা। রকি যে এমন তুখোড় বক্তা এটা আমার জানা ছিলো না।

'নিউ ইয়র্কে থাকলে মরে যাবো আমি। ষাট লাখ লোকের সাথে ভাগাভাগি করে নিঃশ্বাস টানবো! সব সময় শক্ত খাড়া কলার আর কেতাদুরস্ত পোশাক পরে থাকতে হবে: হায় ঈশ্বর, আমাকে বোধ হয় প্রতি সন্ধ্যায় ডিনারের পোশাকও পরতে হবে! কি সাংঘাতিক কথা! ভাবতেও গা শিউরে উঠছে!'

খুবই খারাপ লাগলো ওর কথা শুনে! তিরস্কারের সুরে বলে উঠলাম, 'ওরে গবেট, বলছো কি এসব?'

'বার্টি, রোজ রাতে তুমি ডিনারের পোশাক পরো?'

'জীভ্‌স, আমাদের সান্ধ্য পোশাকের স্যুট ক'টা আছে?'

'আমাদের সান্ধ্য পোশাকের তিনটে পুরো স্যুট, আর দুটো ডিনার জ্যাকেট আছে, স্যার।'

'তিনটে জ্যাকেট।'

'কার্যত মাত্র দু'টো, স্যার। আপনার মনে থাকার কথা যে তৃতীয়টা পরা যায় না। আমাদের সাতটা সাদা ওয়েস্টকোটও আছে।'

'শার্ট ক'টা আছে?'

'চার ডজন, স্যার।'

'আর সাদা টাই?'

'সিন্দুকের প্রথম দু'টো দেরাজ সাদা টাইয়ে ভর্তি, স্যার।'

এবার রকির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'শুনলে তো?'

'আমি ভাই এসবের মধ্যে নেই। এসব আমার কম্ম নয়। এরকম পোশাক পরে আমি কেমন করে ঘুরে বেড়াবো? তুমি কি বুঝতে পারছো না যে প্রায় দিনই বিকেল পাঁচটার আগে আমি পা'জামা ছাড়ি না এবং তার পরেও মাত্র একটা পুরোনা সোয়েটার পরে থাকি?

'তাহলে কি করবে বলে ঠিক করেছো?'

'কি করবো সেটাই তো জানতে চাই।'

'চিঠি লিখে তোমার বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে পারো খালাকে।'

'পারি, যদি চাই যে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে উকিলের কাছে ছুটে গিয়ে তিনি আমার নামটা তাঁর উইল থেকে কেটে দিন।'

বুঝতে পারলাম তার অসুবিধাটা। বললাম, 'জীভ্‌স, তোমার কি বক্তব্য?'

সম্ভ্রমের সাথে গলা খাঁকারি দিয়ে জীভ্‌স বললো, 'মূল কথা হচ্ছে এই যে ভাতার টাকাটা পেতে হলে মি. টড-কে শর্তাবলী অনুসারে তাঁর চলাফেরা কার্যকলাপ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ লম্বা চিঠি লিখে মিস রকমেটেলারকে জানাতে হবে। মি. টড যদি তাঁর ব্যক্ত অভিপ্রায় অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলেই থেকে যেতে চান তাহলে একমাত্র যে পন্থায় তিনি কাজটা হাসিল করতে পারেন সেটা হচ্ছে কোনো দ্বিতীয় পক্ষকে এ কাজে লাগিয়ে দেয়া। সে লোক মিস রকমেটেলারের কাঙ্ক্ষিত বিষয়াদি সম্পর্কে প্রকৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সেগুলো সযত্নে রচিত রিপোর্টের আকারে মি. টডকে দেবে। মি. টড ঐ রিপোর্টকে ভিত্তি করে একটুখানি কল্পনার রঙ মিশিয়ে প্রস্তাবিত চিঠিগুলো তৈরি করতে পারবেন...' এ পর্যন্ত বলে নীরব হলো জীভ্‌স।

অসহায়ভাবে রকি তাকালো আমার দিকে। জীভ্‌সকে সে এখনো চিনে উঠতে পারেনি আমার মতো। তাই জীভ্‌স কি বললো তা বুঝে উঠতে পারলো না।

'বার্টি, কথাগুলো আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে পারে না ও? আসলে কি বলতে চায় জীভ্‌স?'

'প্রিয় দোস্ত, ওর আইডিয়াটা বিলকুল সহজ। আমি জানতাম যে জীভ্‌স-এর ওপর আমরা নির্ভর করতে পারবো। তোমাকে শুধু এমন একটা লোক খুঁজে নিতে হবে যে তোমার হয়ে শহরে ঘোরাঘুরি করবে এবং যা যা অভিজ্ঞতা হবে সেগুলোর কিছু কিছু নোট বইয়ে টুকে রাখবে। তারপর তুমি ঐ নোটগুলোকে চিঠির আকারে সাজাবে। তাই না, জীভ্‌স?'

'ঠিক তাই, স্যার।'

আশার আলো ফুটে উঠলো রকির চোখে। জীভ্‌স-এর দিকে আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু কাজটা কে করবে? এমন একজন লোক দরকার এ কাজের জন্য যে

খুব চালাক-চতুর এবং কোনো কিছুই যার নজর এড়ায় না।'

'জীভ্‌স-ই করুক না কাজটা।'

'কিন্তু ও কি করবে?'

'তুমি করবে, তাই না জীভ্‌স?'

আমাদের দীর্ঘ সম্পর্ককালের মধ্যে এই প্রথম জীভ্‌সকে প্রায় হাসতে দেখলাম। তার মুখের দু'কোণ ইঞ্চিখানেক বেঁকে গেল এবং চোখ দুটোকে মুহূর্ত খানেকের জন্য কোনো ধ্যানমগ্ন মাছের চোখের মতো মনে হলো।

'আনন্দের সাথে করবো, স্যার। আসলে আমি ইতিমধ্যেই নিউ ইয়র্কে কয়েকটি আকর্ষণীয় জায়গা দেখে নিয়েছি। সন্ধ্যায় বেরিয়ে ওসব জায়গায় ঘোরার অভ্যেসটা চালিয়ে যাওয়া খুব মজাদারই হবে।'

'চমৎকার। রকি, তোমার খালা কি কি বিষয়ে শুনতে চান তা আমি সঠিকভাবে বলে দিতে পারি। তিনি শুনতে চান ক্যাবারে জাতীয় ফুর্তি-আমোদের কেচ্ছা-কাহিনী। জীভ্‌স, প্রথমেই তুমি যাবে রাইগেল হাইমারে। ওটা হচ্ছে ফর্টি-সেকেন্ড স্ট্রীটে। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে পথ বাতলে দেবে।'

মথা নেড়ে জীভ্‌স বললো, 'মাফ করবেন, স্যার, লোকে আজকাল আর রাইগেল হাইমারে যায় না। এ মুহূর্তে জনপ্রিয় হলো 'ফ্রলিক্‌স অন দি রুফ্।'

'দেখলে তো?' বললাম রকিকে। 'জীভ্‌স-এর হাতে ছেড়ে দাও, ও সব জানে।'

কোনো এক গ্রুপের লোকদের সবাইকে একই সময়ে সুখী অবস্থায় দেখা যাবে–এমন আশা করা যায় না। কিন্তু আমরা ছিলাম ব্যতিক্রম। আমাদের সবারই দিন কাটছিল বেশ আনন্দে।

জীভ্‌স আনন্দে ছিলো কিছুটা নিজের মগজ খাটাতে ভালবাসে বলে এবং কিছুটা নামী দামী সব নৈশ আড্ডায় ঘুরে বেড়াতে পারছিল বলে। রকি আনন্দে ছিলো, কারণ তখনো সে পা'জামা পরে বেড়ার ওপর বসে বসে সারাদিন পোকামাকড় পর্যবেক্ষণ করে যেতে পারছিল। আমি আনন্দে ছিলাম প্রিয় বন্ধু রকির সামান্য উপকার করতে পেরেছি বলে। আর খালা? তাঁর কথা কি বলবো? কৌতূহলের কাতুকুতুতে তিনি তো অস্থির, চঞ্চল। জীভ্‌স -এর নোটের ভিত্তিতে রকির কাব্যিক ভাষায় লেখা একের পর এক চিঠিতে ব্রডওয়ের নানা অনুষ্ঠানের বর্ণনা পড়ে একেবারে উতলা।

রকির একটা চিঠির নমুনা দিচ্ছি-।

'প্রিয় খালা ইসাবেল,

আমাকে এ আশ্চর্য নগরীতে থাকার সুযোগ দেয়ার জন্য তোমাকে কেমন করে ধন্যবাদ দেবো বুঝতে পারছিনে। এ শহরের বিস্ময়কর সৌন্দর্য প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই বেড়ে চলেছে। এ মুহূর্তে ফিফ্‌থ অ্যাভেনিউ অপরূপ সাজে সেজেছে। মেয়েদের পোশাকের চাকচিক্য তো রীতিমত চোখ-ধাঁধানো।'

এর পর পোশাকের এক লম্বা-চওড়া বর্ণনা। জানতাম না যে জীভ্‌স মেয়েদের পোশাক বিষয়ে এরকম একজন বিশেষজ্ঞ।

'সেদিন রাতে দলবল নিয়ে মিড্‌নাইট রেভেল্‌স্-এ গিয়েছিলাম। ফর্টি-থার্ড স্ট্রীটের একটা নতুন জায়গায় ডিনার খেয়ে আমরা প্রথমে একটা শো দেখি। দারুণ মৌজে ছিলাম সবাই। প্রায় মাঝরাতের দিকে জর্জি কোহান এসে উইলি কোলিয়ের সম্পর্কে এক মজার গল্প শোনায়। ফ্রেড স্টোন মাত্র কয়েকটা মিনিট ছিলো আমাদের সাথে। ডাউগ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ নানা রকম অঙ্গভঙ্গি আর কসরৎ দেখিয়ে হাসিয়ে মারে আমাদেরকে। এড্‌উইনও ছিলো। লওরেট টেইলার আর ওর সাথীরা এসেছিল কয়েকজন। মোট কথা, রেভেল্‌স্-এর শো'টা জমেছিল বেশ ভালোই।

'গতকাল রাতে আমরা ক'জন মিলে গিয়েছিলাম ফ্রলিক্‌স্-অন-দি রুফ-এ...'

এমনি করে ইনিয়ে বিনিয়ে পাতার পর পাতা। ঐ যে কি বলে, শৈল্পিক মেজাজ না কি? ওটা না থাকলে এরকম লেখা যায় না। রকি তো কবিতা লেখে। তার ঐ জিনিসটা আছে। কিন্তু আসল কৃতিত্ব জীভ্‌স-এর। তাই অভিনন্দন জানালাম তাকে ডেকে।

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আচ্ছা, কেমন করে এতো সব তোমার চোখে পড়ে বলো তো?'

'স্রেফ অভ্যাসের ব্যাপার, স্যার।'

'তা মি. টডের চিঠি পড়ে তো মিস রকমেটেলারের বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠার কথা এতদিনে, কি বলো?'

'নিঃসন্দেহে, স্যার।'

হ্যাঁ, চাঙ্গা তিনি হয়েছিলেন বটে। আর সে কি যেমন-তেমন চাঙ্গা? যাকে বলে টগবগে উতলা। চিঠি লেখালেখি শুরু হবার মাসখানেক পরে একদিন বিকেলে ঘরে বসে সিগারেট টানছি, আর জিরিয়ে নিচ্ছি একটুখানি, এমন সময় জীভ্‌স এসে ঘরের মধ্যে যেন বোমা ফাটিয়ে দিলো।

না, সে যে জোরে কথা বলেছে তা নয়। কথা সে আস্তেই বলেছে। কিন্তু যা বলেছে ওটাই আমাকে চিত্রা হরিণের বাচ্চার মতো চমকে লাফিয়ে উঠতে বাধ্য করেছে।

'মিস রকমেটেলার, স্যার।'

পরক্ষণেই বিশাল নিরেট বপুধারী এক মহিলা আবির্ভূত হলেন আমার সামনে। পরিস্থিতি একেবারে ধরাশায়ী করে দিলো আমাকে। রাজপ্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়ে শূন্যে ভাসমান পিতার ভৌতিক মূর্তি দেখে হ্যামলেটের যে অবস্থা হয়েছিল, আমার অবস্থাও দাঁড়ালো প্রায় সেরকম। আমি ভাবতাম, রকির খালা গ্রামের মাটিতে শেকড় গেড়ে ফেলেছেন, সেখানেই আছেন স্থায়ীভাবে। তিনি যে সত্য সত্যই নিউ ইয়র্কে এসে হাজির হবেন এটা কখনো সম্ভব হবে বলে চিন্তা করিনি। অপলক দৃষ্টিতে দেখলাম তাঁকে, তারপর তাকালাম জীভ্‌স-এর দিকে। ব্যাটা হাঁদা দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার নির্লিপ্তমুখে। অথচ এখনি, এই বিপদের মুহূর্তেই, তার উচিত তরুণ প্রভুর উদ্ধারে বীরের মতো এগিয়ে আসা।

রকির খালাকে মোটেও রুগ্ন বা অসমর্থ দেখাচ্ছিল না। সত্যি বলতে কি, তাঁর রকম-সকম বরং অনেকটা আন্টি আগাথার মতোই মনে হচ্ছিলো। দেখে বোঝা যাচ্ছিলো যে তাঁকে ঠকাতে বা ধোঁকা দিতে গেলে দারুণ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন। লক্ষণাদি দেখে অনুমান করে ফেললাম যে রকি হতচ্ছাড়াটা তাঁর সাথে যে চালাকিটা খেলে যাচ্ছে সেটা কখনো আঁচ করতে পারলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে দেবেন তিনি।

'গুড মর্নিং,' বললাম কষ্টে সৃষ্টে।

'হাউ-ড্‌-য়্যু-ডু, মি. কোহান?'

'না, আমার নাম তো…'

'মি. ফ্রেড স্টোন?'

'ঠিক তা-ও নয়। আমার নাম আসলে উস্টার। বার্টি উস্টার।'

হতাশ হলেন যেন। প্রাচীন উস্টার নামের কোনো মূল্যই নেই তাঁর কাছে।

'রকমেটেলার নেই? কোথায় গেছে সে?'

পয়লা গুলিতেই আমি ঘায়েল। কোনো কথাই মুখে যোগাল না। কি করে তাঁকে জানাই যে রকি এখানে নেই, সে আছে তার গ্রামের বাড়িতে এবং সেখানে বসে বসে পোকা-মাকড় দেখছে?

পেছনে ঈষৎ খসখস শব্দ হলো। জীভ্‌স-এর নম্র কাশি। কিছু বলার অনুমতি চায় সে।

'স্যার, আপনার মনে নেই, মি. টড দুপুরের পরে কয়েকজন লোককে সাথে নিয়ে গাড়িতে করে বেরিয়ে গেছেন?'

'ও হ্যাঁ, তাই তো, আচ্ছা, কখন ফিরবেন বলে গেছেন?'

'স্যার, তাঁর কথায় বুঝেছি যে ফিরতে কিছু দেরি হবে।'

জীভ্‌স কেটে পড়লো। আমি বসতে বলতে ভুলে গেলেও খালা জেঁকে বসলেন একটা চেয়ারে। এক রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন আমার দিকে। চাহনিটা বিশ্রী। ঐ চাহনির দরুন মনে হলো, আমি যেন ঐ রকম একটা বস্তু—যা পোষা কুকুরটা বাইরে থেকে মুখে করে ঘরে নিয়ে এসেছে এবং পরে একসময় মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখবে। ইংল্যান্ডে থাকার সময় আমার নিজের ফুফু আগাথাও বহুবার ওরকম দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন আমার দিকে। সত্যি, কাউকে অমন করে আমার দিকে তাকাতে দেখলেই শিরদাঁড়াটা কুঁকড়ে যায়।

'তুমি তো বাপু এখানে বেশ জমিয়ে বসেছো বলে মনে হয়। রকমেটেলারের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাকি?'

'তা অবশ্য বলতে পারেন।'

কপাল কোঁচকালেন তিনি। যেন আমার মতো একটা লোকের সাথে বন্ধুত্ব পাতবে এমনটি তিনি আশা করেননি রকির কাছ থেকে।

'তা তো হতেই হবে, নইলে রকির ফ্ল্যাটটাকে যে তুমি নিজের ফ্ল্যাটের মতো ব্যবহার করছো সেটা কেমন করে সম্ভব হতো!'

বিশ্বাস করুন আপনারা, সম্পূর্ণ অভাবিত এ আঘাতে আমার বাকশক্তি লোপ পেলো। কোথায় হবো একজন দিলদরিয়া হোস্ট, অথচ হয়ে গেলাম একজন অনধিকার প্রবেশকারী। এমনভাবে কথাগুলো বললেন তিনি, যেন আমি চোর এবং বাথরুমের পানিপড়া বন্ধ করতে আসা মিস্ত্রির মাঝামাঝি একটা কিছু। আমার উপস্থিতি অসহনীয় তাঁর পক্ষে।

আলাপ বন্ধ হয়ে আসছিল, তাই ওটাকে জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বললাম, 'চা খাবেন একটু?'

'চা?'

এমন সুরে প্রশ্নটা তিনি করলেন যেন জিনিসটার নামই কোনোদিন শোনেননি।

'হ্যাঁ, চা। জার্নির পরে এক কাপ চায়ের মতো আরামের আর কিছু নেই। যাই, জীভ্‌স-কে বলিগে।'

টলতে টলতে চলে গেলাম জীভ্‌স-এর ঘরে।

'জীভ্‌স, আমাদের চা দরকার।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

'বলি, ওহে জীভ্‌স, ব্যাপারটা একটু জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে। তাঁর ধারণা এ ফ্ল্যাটটা মি. টড-এর। কেমন করে এটা তাঁর মাথায় ঢুকলো?'

'স্যার, নিঃসন্দেহে মি. টড-এর চিঠি পড়ে। তাঁকে এ ঠিকানাটাই ব্যবহার করতে বলেছিলাম যাতে মনে হয় যে মি. টড শহরের কেন্দ্রীয় এলাকায় একটা ভালো বাড়িতে থাকেন।'

'যাই হোক, ব্যাপারটা এখন বেশ অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আমাকে একজন উটকো লোক বলে গণ্য করছেন। হয়তো ভাবছেন যে আমি এখানে ফালতু ঘোরাঘুরি করি, মি. টড-এর পয়সায় পেট চালাই এবং তাঁর জামাকাপড় ধার করি।'

'খুবই সম্ভব, স্যার।'

'এটা অসহ্য, বুঝলে!'

'হ্যাঁ, স্যার। অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।'

'আরেকটা কথা। মি. টড-এর ব্যাপারে আমরা কি করবো? যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁকে এখানে নিয়ে আসা দরকার। চা দিয়ে চলে যাও বাইরে, এ মর্মে একটা টেলিগ্রাম করে দাও যে তিনি যেন পরবর্তী ট্রেনেই এসে পড়েন।'

'সেটা আমি ইতিমধ্যেই করে দিয়েছি, স্যার।'

'বাহ্‌বা, তুমি যে দেখছি সব কিছুই ভাবো, জীভ্‌স!'

'ধন্যবাদ, স্যার। আরেকটু মাখন টোস্ট দেবো?'

ফিরে গেলাম ড্রয়িংরুমে। এক ইঞ্চিও নড়েননি মহিলা। চেয়ারের ধার ঘেঁষে ছাতা ধরে টানটান হয়ে বসে আছেন। নাহ্‌, কোনো সন্দেহই নেই। আমাকে তাঁর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। সম্ভবত, আমি জর্জ কোহান নই বলে।

মিনিট পাঁচেক চুপচাপ কাটাবার পর আলাপটা আবার জমাবার উদ্দেশ্যে বললাম, 'আশ্চর্যের বিষয়, না?'

'আশ্চর্যের বিষয়টা কি?'

'বুঝলেন না? এই আপনার এখানে আসা-টাসা আর কি।'

'আমার একমাত্র বোনপোর কাছে আমি আসবো এতে আশ্চর্যের কি থাকতে পারে?'

'তা তো···হ্যাঁ, অবশ্যই, মানে, বলছিলাম যে···,' জবাবটা ঠিক ঠিক আসছিলো না মুখে। এ সময় চা এনে জীভ্‌স আমাকে বাঁচিয়ে দিলো। পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বলে উঠলাম, 'চা-চা-আহা চা!'

এটা আমার বক্তব্য ছিলো না। তবু এ দিয়েই পরিস্থিতিটা সামাল দিলাম।

এক চুমুকের পর পেয়ালাটা রেখে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি এ জিনিস গিলবো বলে

তুমি আশা করো?'

'গিলে নিলে চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।'

'চাঙ্গা হয়ে উঠবেন কথাটার মানে কি?'

'মানে, ফুর্তি বোধ করবেন, চমৎকার লাগবে, দিল তর হয়ে যাবে আপনার…'

'তোমার একটা কথাও বুঝতে পারছিনে। তুমি ইংরেজ তো? নাকি ইংরেজ নও?'

বুঝলাম, ইংলিশম্যান পছন্দ করেন না তিনি এবং কোনো ইংলিশম্যানের যদি তাঁর সাথে সাক্ষাতের দরকার হয় তাহলে সে ব্যক্তিটি নিশ্চয় আমি হবো না।

আলাপ আবার বন্ধ হয়ে আসছিল। ওটাকে কোনো রকমে টেনে নেয়ার চেষ্টায় বললাম, 'হোটেলে আরাম পাচ্ছেন তো?'

'কোন্ হোটেলে?'

'আপনি যেখানে উঠেছেন?'

'আমি হোটেলে উঠিনি।'

'বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে উঠেছেন তাহলে।'

'আমি আমার বোনপোর বাড়িতে উঠেছি।'

প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরক্ষণেই কথাটার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। 'কি বললেন? এখানে?'

'নিশ্চয়ই। আর কোথায় আমি যাবো?'

এবার পরিস্থিতির ভয়াবহতাটা পুরোপুরি উপলব্ধি করে দিশাহারা হয়ে গেলাম। কি করবো আমি? তাঁকে তো বলতে পারিনে যে এটা রকির ফ্ল্যাট নয়। বললে বেচারা রকিটা ফেঁসে যাবে। তিনি জানতে চাইবেন রকি কোথায় থাকে। যদি জানাই, রকির বারোটা বেজে যাবে।

'আমার বোনপোর চাকরটাকে বলো তো আমার ঘরটা একটু গুছিয়ে দিতে। আমি একটু শোবো।'

'আপনার বোনপোর চাকর কে?'

'হ্যাঁ, জীভ্‌স বলে যাকে ডাকো, ঐ লোকটাকে। রকমেটেলার যদি মোরটরগাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তোমার আর ওর অপেক্ষায় বসে থাকার দরকার নেই। ফিরে এসে সে আমার সঙ্গেই কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে।'

এ আচমকা ধাক্কা খেয়ে কোনো রকমে টলমল পায়ে বেরিয়ে গেলাম ওখান থেকে। জীভ্‌স-এর ঘরে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'জীভ্‌স!'

'স্যার?'

'এক গ্লাস ব্র্যান্ডি আর সোডা দাও। খুব দুর্বল লাগছে।'

'দিচ্ছি, স্যার।'

'ব্যাপারটা ক্রমেই জট পাকিয়ে উঠছে, জীভ্‌স!'

'স্যার?'

'তিনি মনে করেন, তুমি হলে মি. টড-এর লোক। এ গোটা ফ্ল্যাটটা এবং এখানকার সবকিছুই মি. টড-এর। বুঝতে পারছিনে তুমি কি করবে। এখানে থেকে গিয়ে সবকিছু চালিয়ে নেয়া ছাড়া। আমাদের কিছুই বলার উপায় নেই। বললে আমাদের গোটা প্ল্যানটাই তিনি জেনে যাবেন। মি. টড-কে আমি ডোবাতে পারিনে। আরেকটা কথা, জীভ্‌স, তিনি তোমাকে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিতে বলেছেন।'

শুনে জীভ্‌স কিছুটা আহত হয়েছে বলে মনে হলো। 'স্যার, আমি কি তাঁর বিছানা ঠিক করার লোক?'

'জানি, জীভ্‌স, জানি। কিন্তু আমার খাতিরে কাজটা করো। আর, ওসব কথা যদি তুলতেই চাও তাহলে বলি, আমিই বা কেন এভাবে নিজের ফ্ল্যাট থেকে উৎখাত হয়ে হোটেলে গিয়ে উঠছি?'

'কি বললেন, স্যার? হোটেলে গিয়ে উঠবেন? কাপড়-চোপড় কোথায় পাবেন?'

'গুড লর্ড! সেটা তো ভাবিনি! আচ্ছা, তাঁর চোখ এড়িয়ে কিছু জিনিস ব্যাগে ভরে সেন্ট অরিয়া-তে পৌঁছে দিতে পারবে না?'

'চেষ্টা করবো, স্যার।'

'যাক, আর তো কিছু করার বা বলার নেই আপাততঃ, কি বলো? মি. টড এলে আমি কোথায় আছি জানাবে।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

'গুড বাই, জীভ্‌স।'

'গুড বাই, স্যার।'

জানেন, আমি বরং সেই সব কবি আর দার্শনিক মক্কেলদের সাথে একমত–যারা জোর দিয়ে বলে যে এক-আধটু বিপদ-আপদ ঘটলে মানুষের খুশি হওয়াই উচিত। ঐ, কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠা ইত্যাদির মতো বোলচালের ব্যাপার আর কি, বুঝলেন না? কষ্টভোগ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার এবং তাকে সহানুভূতিশীল করে তোলে। হোটেলে গিয়ে আমিও বুঝলাম-যাদেরকে দেখাশোনার কোনো লোক নেই, নিজের কাজ যাদেরকে নিজেই করে নিতে হয়-তারা কতো দুঃখী, কতো বঞ্চিত।

হোটেলের নিঃসঙ্গ ঘরে বিষণ্ন মনে পায়চারি করছিলাম আস্তে আস্তে পা ফেলে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

রকির ফোন। ভীষণ উত্তেজিত মনে হলো তাকে। 'বার্টি, বার্টি বলছো নাকি? আরে ধুত্তরি, আমি তো দারুণ গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছি!'

'কোত্থেকে বলছো?'

'মিডনাইট রেভেল্‌স্‌ থেকে। একঘণ্টা হলো এসেছি। মনে হচ্ছে রাতটা কাবার হয়ে যবে এখানে। আন্টি ইসাবেলকে বলেছি এক বন্ধুকে ডাকতে যাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্য। তিনি এমন অনড় হয়ে বসে আছেন, যেন আঠা দিয়ে তাঁকে আটকে দেয়া হয়েছে চেয়ারের সাথে। তাঁর সর্বাঙ্গে "একেই-তো-বলে-জীবন" গোছের একটা ভাব ফুটে উঠেছে। এখানকার সবকিছু দেহের প্রতি রোমকূপ দিয়ে গ্রহণ করছেন তিনি। তাঁর এসব ভালো লাগছে। আমি পাগল হয়ে যেতে বসেছি, বার্টি।'

'বলো বলো, সব কিছু খুলে বলো, দোস্ত।'

'এরকম চলতে থাকলে আমি চুপিচুপি চলে যাবো নদীতে এবং ডুবে মরে এসব জ্বালাযন্ত্রণার শেষ করে দেবো। বার্টি, তুমি কি বলতে চাও যে তোমরা রাতের পর রাত এসব পচা জিনিস দেখে বেড়াও এবং উপভোগ করো? এ-তো নারকীয় ব্যাপার হে। এইমাত্র মেন্যুটার আড়ালে ঘুমিয়ে নিচ্ছিলাম একটুখানি, অমনি প্রায় দশ লাখ মেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বেলুন হাতে লাফিয়েছিলো স্টেজে। এখানে অর্কেস্ট্রা আছে দুটো। দুটোই প্রাণপণে চেষ্টা করছে পরস্পরের চাইতে বেশি শব্দে বাজাতে। আমি শারীরিক-মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছি। তোমার টেলিগ্রাম যখন পাই তখন শুয়ে শুয়ে পরম শান্তিতে পাইপ টানছিলাম। টেলিগ্রাম পেয়ে পোশাক পরে দু'মাইল দৌড়ে আমাকে ট্রেন ধরতে হয়। ফলে প্রায় হার্টফেল করে বসেছিলাম আরকি! আন্টি ইসাবেলকে বলার জন্য মিছে কথা আবিষ্কার করতে করতে প্রায় ব্রেন ফিভার বাধিয়ে বসেছি। তাছাড়া, তোমার এসব মেজাজ-বিগড়ানো সান্ধ্য-পোশাক–এগুলোর ভেতর আমার দেহটাকে অনেক ঠেলেঠুলে চাপাচাপি করে ঢোকাতে হয়েছে।'

বলে কি ব্যাটা? আঁতকে উঠলাম উদ্বেগে। পোশাকের ব্যাপারে রকি যে আমার ওয়াড্রোবের ওপর নির্ভর করে চালিয়ে দিচ্ছে সেকথাটা তো মনেই হয়নি এ মুহূর্তের আগ পর্যন্ত!

'তুমি তো পোশাকগুলো নষ্ট করে ফেলবে!'

'আরে তাই তো চাই আমি। ওগুলো যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে আমাকে। প্রায় তিন-সাইজ ছোটো আমার পক্ষে। যে কোনোটা যে কোনো সময় ফেটে যেতে পারে। সাড়ে সাতটা থেকে এ পর্যন্ত শ্বাস টানতে পারিনি ফেটে যাবার ভয়ে। ভাগ্য ভালো, জীভ্‌স এক ফাঁকে বেরিয়ে আমার মাপের একটা কলার কিনে এনেছে, নইলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতাম। বার্টি, আন্টি ইসাবেল আমাকে সারাক্ষণ নাচবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। এখানে কাউকে আমি চিনিনে। কেমন করে নাচবো বলো? আর যদি প্রত্যেকটি মেয়েকে চিনতামও, তাহলেই বা নাচতাম কেমন করে? তোমার এ ট্রাউজারগুলো পরে হাঁটাই এক মস্তবড় ঝুঁকির ব্যাপার, নাচার তো প্রশ্নই ওঠে না। অগত্যা রেহাই পাবার জন্য তাঁকে বলতে হয়েছে যে গোড়ালিতে আঘাত পেয়েছি। তিনি আমাকে বারে বারে জিজ্ঞেস করছেন কখন কোহান আর স্টোন

আসবেন। আমাদের থেকে মাত্র দুটো টেবিলের পরেই যে স্টোন বসে আছে সেটা আবিষ্কার করা তাঁর জন্য মাত্র সময়ের ব্যাপার। কিছু একটা করতে হবে, বার্টি। এ গাড্ডা থেকে আমাকে উদ্ধারের একটা উপায় তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে, ভাই। তুমিই তো আমাকে এ ফাঁদে ফেলেছো।'

'আমি ফেলেছি মানে?'

'তুমি না হলে জীভ্‌স। ও একই কথা। তুমিই বলেছিলে জীভ্‌স-এর হাতে সব ছেড়ে দিতে। জীভ্‌স-এর নোটের ওপর ভিত্তি করে যে চিঠিগুলো আমি লিখেছিলাম সেগুলোই তো বিপদ বাধিয়েছে। এইমাত্র তিনি আমাকে বললেন যে জীবনটা তাঁর গাঁয়ের বাড়িতেই কাটিয়ে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। আমার চিঠিগুলো সব গোলমাল করে দিয়েছে। নিউ ইয়র্কের আমোদ ফুর্তির যে বিবরণ আমি দিয়েছি সেটা তাঁকে এতো বেশি উৎসাহিত করেছে যে গা ঝাড়া দিয়ে তিনি এখানে চলে এসেছেন। তাঁর ধারণা, অলৌকিকভাবে তিনি নবযৌবন লাভ করেছেন। বার্টি, এটা অসহ্য! এর শেষ হওয়া দরকার!'

'জীভ্‌স কিছু ভেবে বের করতে পারছে না?'

'না। সে কেবল বলে: বড় চিন্তার বিষয়, স্যার।'

'কিন্তু যাই বলো, দোস্ত, আমার অবস্থা তোমার চেয়ে অনেক খারাপ। তোমার তো থাকার একটা আরামের বাড়ি আছে। জীভ্‌স আছে। তাছাড়া, তুমি পয়সা বাঁচাচ্ছো।'

'পয়সা বাঁচাচ্ছি? পয়সা বাঁচাচ্ছি কেমন করে?'

'কেন তেমার আন্টি তোমাকে যে ভাতা দেন সেটা? আমার তো ধারণা খরচাপাতি তিনিই চালাচ্ছেন, তা নয় কি?'

'অবশ্যই তিনি চালাচ্ছেন। কিন্তু আমার ভাতা বন্ধ হয়ে গেছে। আজ রাতে তার উকিলদেরকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন যে এখন তিনি নিউ ইয়র্কে আছেন। এখন থেকে আমরা একসাথে থাকবো। তিনি নিজেই সহজে আমার দেখাশোনা করতে পারবেন। কাজেই ভাতা-টাতা পাঠানোর দরকার নেই।'

'কিন্তু ভাই রকি, আমার অবস্থা বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। এ জঘন্য হোটেলে জীভ্‌স-এর সাহায্য ছাড়া কিভাবে যে আমার দিন কাটছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমাকে ফ্ল্যাটে ফিরে যেতে হবে।'

'ফ্ল্যাটের ধরেকাছেও ঘেঁষো না।'

'কিন্তু ওটা তো আমার ফ্ল্যাট।'

'হোক। ওতে আমার কিছু করার নেই। আন্টি ইসাবেল তোমাকে দেখতে পারেন না। তিনি জানতে চেয়েছেন, তুমি কি করো, মানে, তোমার জীবিকা কি। আমি বলেছি, তুমি কিছু করো না। শুনে মন্তব্য করেছেন যে তিনিও ঠিক তা-ই ভেবেছিলেন। তাঁর মতে, তুমি হচ্ছো অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীর একটি আদর্শ নমুনা। সুতরাং ফ্ল্যাটে ফেরার চিন্তা মগজ থেকে ঝেড়ে ফ্যালো ভায়া। যাই, নইলে তিনি আবার আমার খোঁজে এখানে চলে আসবেন। গুডবাই!'

পরদিন সকালে জীভ্‌স এসে বললো, 'গুড মর্নিং, স্যার। আমি আপনার আরো কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে এসেছি।'

'কোনো অসুবিধে হয়নি তো ওগুলো বের করে আনতে?'

'কাজটা সহজ ছিলো না, স্যার। তক্কে তক্কে থাকতে হয়েছে সুযোগের অপেক্ষায়। মিস রকমেটেলার দারুণ সতর্ক মহিলা।'

'জীভ্‌স, কথাটা কি জানো? তুমি যা-ই বলো না কেন, অবস্থাটা একটুখানি বেগতিক হয়ে উঠেছে। তাই না?'

'স্যার, ওরকম পরিস্থিতিতে আগে কখনো পড়িনি। কাল আপনার জন্য আরো কিছু কাপড়-চোপড় আনার চেষ্টা করবো।'

'জীভ্‌স, এটা…এ ধরনের কারবার চলতে দেয়া যায় না।'

'স্যার, আশা করি পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।'

'কিছু একটা করা যায় না? আসছে না কিছু মাথায়?'

'বিষয়টা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করছি, কিন্তু কোনো বুদ্ধিই আসছে না মগজে। এখানে লম্বা ড্রয়ারটার মধ্যে তিনটা সিল্কের শার্ট রাখলাম, স্যার।'

'জীভ্‌স, একথা তো বলতে চাও না যে ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করতে তুমি অক্ষম?'

'এ মুহূর্তে অক্ষম, স্যার। বাঁ দিকের ওপরের ড্রয়ারে এক ডজন রুমাল আর মোজা রেখে দিলাম। অদ্ভুত মহিলা এই মিস রকমেটেলার, স্যার।'

'বিষয়টাকে তুমি হাল্কা করে দেখছো, জীভ্‌স।'

'মিস রকমেটেলারের সাথে আমার এক খালার অনেক দিক থেকেই মিল আছে। দু'জনের মন-মেজাজ প্রায় একই রকম। মহানগরীর আমোদ-প্রমোদের স্বাদ নেবার একই রকম শখ আমার খালারও। তাঁর নেশা হলো, স্যার, দুইচাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ানো। পরিবারের লোকদের নজর তাঁর ওপর থেকে একটু সরে গেলেই তিনি কেটে পড়েন, হ্যানসমক্যাবে চেপে সারাদিন ঘুরে বেড়ান। কয়েকবার তো শখ মেটাবার টাকা হাতে না থাকায় বাচ্চাদের জমানো টাকা পর্যন্ত তিনি হাতিয়ে নেন।'

শীতলকণ্ঠে বললাম, 'জীভ্‌স, তোমার মহিলা আত্মীয় সংক্রান্ত এসব গালগল্প শুনতে ভালোই লাগে, কিন্তু আমার সমস্যার সাথে ওসবের কোনো যোগসূত্র আমি খুঁজে পাচ্ছিনে।'

'মাফ করবেন, স্যার। কিছু নেক-টাই রেখে যাচ্ছি, পছন্দমত ব্যবহার করবেন,' বলতে বলতে আস্তে সে বেরিয়ে গেল।

শুনেছি, কোনো বিরাট ধাক্কা বা 'শক' খাওয়ার পর, কিংবা বড় রকমের লোকসানের পর মানুষ কিছুকাল ধরাশায়ী অবস্থায় পড়ে থাকে, অবাক হয়ে ভাবে-কিসের আঘাতে সে অমন চিৎপটাং হয়েছে। শেষে আস্তে আস্তে এক সময় আবার সামলে নেয়, উঠে দাঁড়ায় এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করে, সময় সকল শোকতাপ মুছে দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর অনেকটাই সত্য। আমার নিজের ব্যাপারেও তাই দেখলাম। দুএকদিন, আপনাদের ভাষায়, ধরাশায়ী থাকার পর সামলে উঠতে শুরু করলাম। জীভ্‌সকে হারানোর ফলে আমোদ-প্রমোদের কথা ভাবাই যায় না। তবে ক্যাবারে-ট্যাবারেতে, অন্তত বর্তমান সঙ্কটের কথা ভুলে থাকার জন্য হলেও, আবার যেতে শুরু করলাম।

নিউ ইয়র্ক একটা ছোট্ট জায়গা। বিশেষত এর সেই অংশটা-যেটার ঘুম ভাঙে বাকি অংশ যখন ঘুমাতে যায় ঠিক ঐ সময়টায়। কাজেই, রকির পদচিহ্ন ধরে শুরু হলো আমার পদচারণা। ওকে দেখলাম একবার পীল্‌স্-এ, আবার ফ্রলিক্‌স-অন-দা রুফ-এ। কোনোবারই খালা ছাড়া আর কেউ ছিলো না ওর সঙ্গে। বাহ্যিক খুশি খুশি ভাবের আড়ালে বেচারা যে কষ্ট ভোগ করছিল তা বুঝতে আমার মোটেই অসুবিধে হলো না। দেখে মনে হলো পরিস্থিতির চাপে সে ভেঙে পড়বে।

খালার মেজাজটাও মনে হলো যেন কিছুটা বিগড়ে গেছে। বুঝলাম, তিনি ভাবছেন কোথায় গেল সেসব বিখ্যাত বিখ্যাত লোকজন যাদের কথা রকি কল্পনার রঙ মিশিয়ে প্রতি চিঠিতে লিখতো, কোথায় লুকালো হঠাৎ ঐসব উচ্ছল উদ্দাম বেপরোয়া আমুদে লোকগুলো, কেন তারা হুড়মুড় করে এসে পড়ছে না দল বেঁধে। খালাকে আমি দোষ দিই না। রকির দু-একটা চিঠি আমিও পড়েছি। ওগুলোতে এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে রকি হলো নিউ ইয়র্কের নৈশ জীবনের প্রাণস্বরূপ এবং ঘটনাচক্রে একদিন সে কোনো ব্যাপারে শো-তে না এলে কর্তৃপক্ষ 'কাজ কি শো করে' বলে ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়।

পরবর্তী দু'দিন ওদেরকে দেখলাম না। তৃতীয় দিন একা বসে আছি মেইসঁ পিয়েরে-তে, এমন সময় কে যেন আমার কাঁধে চাপড় দিলো। দেখলাম রকি দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে মৃগীরোগীর মতো মুখ করে। কোনোরকম বিপর্যয় না ঘটিয়ে সে যে কেমন করে এতোবার আমার সান্ধ্য-পোশাকগুলো পরতে পারলো তা আমার কাছে এক রহস্য। পরে সে স্বীকার করেছে যে গোড়ার দিকে ওয়েস্টকোট-টা পিঠ বরাবর কেটে ফাঁক করে নেয়ায় অনেকটা সুরাহা হয়েছিল।

ওকে দেখে প্রথমে ভাবলাম যে ঐ সন্ধেটার জন্য সরে পড়তে পারছে খালার কাছ থেকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম–না, তিনি আছেন। দেয়ালঘেঁষা একটা টেবিলে বসে এমন দৃষ্টিতে আমাকে দেখছেন যেন আমি সেরকম একটা বস্তু-যার বিরুদ্ধে নালিশ জানানো দরকার কর্তৃপক্ষের কাছে।

শান্ত এবং বিধ্বস্ত স্বরে রকি বললো, 'বার্টি, ওল্ড স্কাউট, আমরা সবসময় বন্ধুই ছিলাম,

তাই না? মানে, তুমি তো জানো, তুমি বললেই আমি তোমার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

মনটা গলে গেল। বললাম, 'দোস্ত···আরে দোস্ত···'

'তাহলে দয়া করে আমাদের টেবিলে এসে বাকি সময়টা একটু বসো না, ভাই।'

কিন্তু দেখুন আপনারা,বন্ধুত্বের পবিত্র আবদারেরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। তাই আমি বললাম, 'আরে দোস্ত, তুমি তো জানো যে তোমার জন্য যুক্তিসঙ্গত সব কাজই আমি করবো। তবে···।'

'তোমাকে আসতেই হবে, বার্টি, আসতেই হবে তোমাকে। ঐকটা কিছু করতেই হবে তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্য। গত দু'দিন ধরে গুম মেরে আছেন, কি যেন একটা ভাবছেন মুখ গোমড়া করে। মনে হয় সন্দেহ জাগছে তাঁর। বুঝতে পারছেন এসব জায়গায় আমার পরিচিত কারো সাথে একবার দেখা হয় না কেন। কয়েক রাত আগে খবরের কাগজের দুই ছোঁড়ার সাথে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। ভালোমত চিনতাম ওদেরকে। ডেভিড বেলাস্কো, আর জিম করবেট বলে ওদের পরিচয় দিয়েছি খালার কাছে। সময়টা বেশ ভালোই কেটেছিল। কিন্তু এখন তিনি আবার গুম মেরেছেন। কিছু একটা করতেই হবে, নইলে সবকিছু টের পেয়ে যাবেন। যদি টের পান তাহলে এক কানাকড়িও পাবো না তাঁর কাছ থেকে। কাজেই দোস্ত, এসো আমাদের টেবিলে, আমাকে সাহায্য করো।'

গেলাম। বিপন্ন বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে হয়। খালা ইসাবেল বসেছিল বরাবরকার মতো, সোজা টানটান হয়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো, ব্রডওয়ের রহস্য সন্ধানে নামার মুহূর্তে যে ফুর্তি ও উদ্দীপনা তাঁকে পেয়ে বসেছিল তার কিছুটা অদৃশ্য হয়েছে। দেখে মনে হলো তিনি যেন নানা অপ্রীতিকর চিন্তায় নিমগ্ন।

'খালা, বার্টি উস্টারের সাথে কি তোমার আলাপ হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'বসো, বার্টি।'

এমনি করে শুরু হলো আমাদের তিনজনের মজার পার্টি। কথাবার্তা বিশেষ জমলো না। নীরবে শুধু খাবার গলাধঃকরণ। ঘণ্টাখানেক পরে খালা বললেন তিনি বাড়ি যাবেন। রকি আমাকে যা বলেছে সেই আলোকে দেখলে তাঁর এ বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছেটাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে হলো। শুনেছিলাম, প্রথম প্রথম তাঁকে প্রায় দড়িতে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে হতো বাড়িতে।

বিপন্ন রকি আমাকে অনুনয় করে বললো, 'বার্টি, তুমি এসো না আমাদের সঙ্গে? এসো, ফ্ল্যাটে গিয়ে একটুখানি ড্রিংক করে চলে যাবে।'

না গিয়ে উপায় ছিলো না বলে গেলাম।

রকি এসেছিল ট্যাক্সির সামনের সীটে। পেছনে মাথা ঘুরিয়ে আলাপ জমাবার অনেক চেষ্টা করলো সে। কিন্তু খালার মুখ থেকে একটা শব্দও বেরুলো না।

ডিক্যাণ্টারটা ড্রয়িংরুমের টেবিলেই ছিলো। রকি ওটা তুলে নিয়ে ঢালতে যাবে, এমন সময় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন খালা, 'থাম!'

পড়ে গেল ওটা তার হাত থেকে। নিচু হয়ে সে কুড়োতে লাগলো টুকরোগুলো।

'রকমেটেলার, থাকুক ওসব পড়ে। শোনো, কথা বলার সময় এসেছে আমার। একটা ছেলে উচ্ছন্নে যাবে, আর আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে তা দেখবো, এটা হতে পারে না।'

ভাঙা ডিক্যান্টার থেকে হুইস্কি যেরকম গড়গড় শব্দে বেরিয়ে আমার কার্পেট ভিজিয়েছে, সেরকম শব্দ করে রকি বলে উঠলো, 'অ্যাঁ?'

খালা বলে গেলেন, 'দোষটা অবশ্য আমারই। আমি জানতাম না। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলে গেছে। দেখতে পাচ্ছি কি ভয়ঙ্কর ভুল আমি করেছি। এ দুর্নীতিপূর্ণ শহরের সংস্পর্শে আসার জন্য তোমাকে তাগিদ দিয়ে তোমার কি ক্ষতি করেছি তা ভাবতেও এখন শিউরে উঠছি, রকমেটেলার।'

দেখলাম, রকি হাতড়াতে হাতড়াতে টেবিলটা ধরলো। একটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো তার মুখে। বুঝলাম তার অনুভূতি।

'কিন্তু রকমেটেলার, আমি যখন তোমাকে নিউ ইয়র্কে এসে এখানকার জীবনযাপন অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে চিঠিটা লিখেছিলাম তখন নিউ ইয়র্ক প্রসঙ্গে মি. মুন্ডির ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি।'

'জিমি মুন্ডি!' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

আপনারা তো জানেন, সমস্যার পর সমস্যা যখন জট পাকিয়ে যায়, সমাধান অসম্ভব মনে হয়, তখনই হঠাৎ ক্লু, মানে সমাধানের একটা সূত্র, বেরিয়ে পড়ে। তিনি জিমি মুন্ডির নাম উচ্চারণ করা মাত্রই কি ঘটেছে তা মোটামুটি বুঝতে আরম্ভ করলাম। এরকম ঘটতে আমি আগেও দেখেছি। কাঠোর দৃষ্টিতে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিয়ে খালা বললেন, 'হ্যাঁ, জিমি মুন্ডি। তোমার মতো লোক তাঁর নাম শুনেছে, এতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। তাঁর সভায় গানবাজনা নেই, মাতালেরা ওখানে ধেই ধেই করে নাচে না, বেশরম আড়ম্বরপ্রিয় মেয়েমানুষেরা ভিড় জমায় না। সুতরাং তোমার জন্য সেখানে কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু অন্যদের জন্য, যারা পাপে ডুবে যায়নি তাদের জন্য, তিনি সুসংবাদ বহন করছেন। তিনি এসেছেন নিউইয়র্ক শহরকে রক্ষা করতে, বাঁচাতে। রকমেটেলার, তিনদিন আগে আমি প্রথম তাঁর ভাষণ শুনি। নেহায়েৎ আকস্মিকভাবে তাঁর সভায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। তুমি চলে গেলে মি. বেলাস্কোর টেলিফোন বার্তা পেয়ে। কাজেই আমাদের আগের বন্দোবস্ত মতো তুমি আমাকে হিপড্রোমে নিয়ে যেতে পারলে না। অগত্যা আমি তোমার চাকর জীভ্সকে বললাম আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে। লোকটার মাথা ভর্তি গোবর। সে ভুল করে আমাকে অন্য জায়গায় নিয়ে হাজির করে। পরে শুনেছি জায়গাটার নাম ম্যাডিসন স্কোয়ার। ওখানেই তখন মি. মুণ্ডির সভাগুলো হচ্ছিলো। জীভ্স আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চলে যায়। মীটিং শুরু হবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত টের পাইনি যে ভুল করে ওখানে চলে গেছি। ভুলটা যখন টের পেলাম তখন অন্যদের অসুবিধে না ঘটিয়ে উঠে আসতে পারলাম না। আমার সীটটা ছিলো মাঝামাঝি জায়গায়। কাজেই, থেকে যাই।'

একটুখানি হেসে ঢোক গিলে তিনি আবার বললেন, 'রকমেটেলার, কি ভাষণই না দিলেন মি. মুন্ডি! যেন প্রাচীনকালের কোনো নবী, মানুষের পাপ মোচনের জন্য আবার আবির্ভূত হয়েছেন। অনুপ্রেরণায় উন্মত্ত হয়ে তিনি এমনভাবে সামনে-পেছনে ডানে-বাঁয়ে লাফাচ্ছিলেন যে আমার ভয় হচ্ছিলো হঠাৎ পড়ে গিয়ে আহত-টাহত হয়ে যাবেন। একেক সময় তাঁর প্রকাশভঙ্গি বিদঘুটে ও অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিলো। তবে, তাঁর প্রতিটি কথায় ছিলো বিশ্বাসের জোর। নিউ ইয়র্কের আসল চেহারাটি তিনি খুলে ধরলেন আমার সামনে। ভালো মানুষদের যখন ঘুমানোর সময় তখন পাপের গিল্টি করা আস্তানায় বসে বসে গলদা-চিংড়ি গেলার অহমিকা আর নষ্টামি দেখিয়ে দিলেন আমাকে।

'তিনি বললেন যে ট্যাঙ্গো আর ফক্সট্রট হলো মানুষকে পাপের অতল গহ্বরে টেনে নামাবার শয়তানী কল। তাঁর ভাষায়-দশ মিনিট ধরে নিগ্রোদের ব্যাঞ্জো অর্কেস্ট্রা শুনলে যে পাপ হয় সেটা প্রাচীন নিনেভে আর ব্যাবিলনের শত শত বছরের পাপাচারের সমান। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে আমি যেখানে বসে ছিলাম সেদিকে আঙুল তুলে বললেন, 'এসব কথা আমি তোমাকেই বলছি। তখন আমার ইচ্ছে হলো বলি, ধরণী দ্বিধা হও, আমি সেঁধিয়ে যাই ঐ ফাটলের মধ্যে। আমি বদলে গেলাম। রকমেটেলার, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো আমার পরিবর্তন?'

টেবিলটাকে প্রাণের দোস্তের মতো আঁকড়ে ধরে রকি তোতলাতে তোতলাতে বললো, 'হ্যাঁ, আ···আমি ভাবছিলাম যে কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'কি বলছো? ভুল? সবকিছুই ঠিক হয়েছে, কোনো ভুল হয়নি। সময় পার হয়ে যায়নি তোমাকে বাঁচাবার। তুমি পাপের পেয়ালায় কেবল চুমুক দিয়েছো, সবটুকু পান করোনি। প্রথম দিকে একটু কষ্ট হবে। কিন্তু এ ভয়ঙ্কর শহরের আকর্ষণ আর প্রলোভনের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে লড়লে দেখবে যে জয়ী হতে পারো। আমার খাতিরে সে চেষ্টা কি তুমি করবে না, রকমেটেলার? কালই কি তুমি গ্রামে চলে গিয়ে চেষ্টা শুরু করবে না?'

এতোক্ষণে যেন জেগে উঠলো রকি। সে বুঝতে পারলো খালা ইসাবেল তাকে ত্যাগ করছেন না। টেবিল ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল চোখে খালার দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'আন্টি, তুমি কি আমাকে গাঁয়ে যেতে বলছো?'

'হ্যাঁ।'

'গাঁয়ে গিয়ে বাস করতে?'

'হ্যাঁ, রকমেটেলার।'

'সব সময় গাঁয়ে থাকতে? কখনো নিউ ইয়র্কে না আসতে?'

'হ্যাঁরে রকমেটেলার, আমি তাই তো বলছি। এটাই একমাত্র পথ। কেবল গ্রামে গিয়েই তুমি বাঁচতে পারবে প্রলোভন থেকে।'

'আমি যাবো।'

পরদিন রকির খালা বিদায় নিলেন। চলে গেলেন তাঁর নিজের বাড়িতে। ঘণ্টাখানেক পর রকি চলে গেল তার গাঁয়ের আস্তানায়। অবশেষে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরলাম। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে টেবিলে পা তুলে হাঁক দিলাম, 'জীভ্স!'

'স্যার?'

'নিজের বাড়ির মতো আরাম কোথাও নেই, বুঝলে?'

'এক্কেবারে ঠিক কথা, স্যার।'

'জীভ্স!'

'স্যার?'

'আমার একবার মনে হয়েছিল যে তুমি বিলকুল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছো।'

'সত্যি, স্যার?'

'মিস রকমেটেলারকে মুক্তির সভায় নিয়ে যাবার বুদ্ধিটা কখন এসেছিল তোমার মাথায়?'

'একদিন সকালে আমার খালার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এলো।'

'তোমার খালা? ঐ হ্যানসাম ক্যাবওয়ালী?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আমার মনে ছিলো যে তাঁর মধ্যে ঐ নেশাটা চাগিয়ে ওঠার লক্ষণ দেখা গেলেই আমরা গির্জা থেকে একজন পাদ্রীকে ডেকে আনতাম। পাদ্রীর বুলি কিছুক্ষণ শোনার পরই দেখতাম, তাঁর মন থেকে হ্যানসাম ক্যাব মুছে গেছে। আমার মনে হলো যে রকমেটেলারের ক্ষেত্রেও ঐ একই চিকিৎসা কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে।'

তার চিন্তাশক্তি মুগ্ধ করলো আমাকে। বললাম, 'এসব হচ্ছে মগজের, খাঁটি মগজের খেলা! আচ্ছা জীভ্স, এরকম বুদ্ধি কেমন করে গজায় তোমার মগজে? আমার বিশ্বাস, তুমি প্রচুর মাছ খাও। নাকি আর কিছু খাও? আচ্ছা, বলো না, তুমি অনেক অনেক মাছ খাও?'

'না, স্যার।'

বিফ্‌ফি ষণ্ডের আজব কাণ্ড

গোসলখানা থেকে বেরিয়েই হাঁক দিলাম, 'জীভ্‌স, শিগ্‌গির এসো।'

'ইয়েস, স্যার।'

মিষ্টি করে হাসলাম তার দিকে চেয়ে। প্যারিসে এসেছি দু'এক সপ্তাহের জন্য। মেজাজটা বেশ ফুরফুরে লাগছে।

'আমার জন্য এক প্রস্থ সৌখিন পোশাক বের করো। আমি এক শিল্পীর সাথে নদীর ওপারে লাঞ্চ খেতে যাবো।'

'ভেরি গুড, স্যার।'

'কেউ যদি দেখা করতে আসে বা ফোন করে, বলো যে সন্ধ্যার দিকে আমি ফিরে আসবো।'

'ইয়েস, স্যার। মি. বিফেন টেলিফোন করেছিলেন। আপনি তখন গোসলখানায়।'

'মি. বিফেন? গুড হেভেনস্!'

কি আশ্চর্য কাণ্ড! যে সব ষণ্ডাদের সাথে যুগ যুগ ধরে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, ধারেকাছেও যাদের থাকার কথা নয়, তাদের সাথেই দেখা হয়ে যায় বিদেশের শহরে। বিফ্‌ফি ষণ্ডাটি যে প্যারিসে এসে উদয় হবেন এটা আশা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এক সময় আমরা দু'জন মানিকজোড়ের মতো সারাদিন একসাথে ড্যাংড্যাং করে ঘুরে বেড়াতাম যত্রতত্র, একসাথে লাঞ্চ-ডিনার করতাম। কিন্তু প্রায় আঠারো মাস আগে তার বুড়ি ধর্ম-মা মারা যান। বিফ্‌ফির জন্য তিনি রেখে যান হেয়ারফোর্ডশায়ারের বিরাট সম্পত্তিটা। বিফ্‌ফি সেখানে চলে যায় এবং পুরাদস্তুর গেঁয়ো ভদ্রলোক ও জমিদার বনে গিয়ে গেইটার পরে গরুর পাঁজরে গুঁতো মারতে থাকে। তখন থেকে তার সাথে আমার আর দেখাই হয়নি।

'বিফ্‌ফিটা প্যারিসে এসেছে? কি করছে সে এখানে?'

'তিনি আমাকে বলেননি, স্যার,' জীভ্‌সের নিরুত্তাপ কণ্ঠের জবাব শুনে মনে হলো বিফ্‌ফিকে পছন্দ করে না সে। কিন্তু কেন? আগে তো বেশ ভালো সম্পর্ক ছিলো ওদের মধ্যে।

'সে থাকছে কোথায়?'

'হোটেল আভেনিদা, রুয়ে দ্যু কোলিসিতে, স্যার। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে বিকেলে এখানে আসবেন।'

'ঠিক আছে, আমি ফেরার আগে আসলে অপেক্ষা করতে বলবে। এখন, জীভ্‌স, আমি চললাম।'

দিনটা বেশ চমৎকার। আমার হাতে সময়ও অনেক। তাই সোরবোর্ণ-এর কাছে গিয়ে ক্যাব থামিয়ে নেমে গেলাম। স্থির করলাম যে বাকি পথটা হেঁটে যাবো। কিন্তু সাড়ে-তিন পা যেতে না যেতেই দেখি বিফ্‌ফিটা সামনে সশরীরে দণ্ডায়মান। শেষ পদক্ষেপটা দিলে তার গায়েই পড়তাম।

'আরে বিফ্‌ফি যে! মাটি ফুঁড়ে উঠলে নাকি?'

তার হেয়ারফোর্ডশায়াবের গাই গরুগুলোকে ঘাস খাওয়ার সময় আচমকা গুঁতো মারলে ওরা যেভাবে তাকায় তেমনি পিটপিট করে সে দেখলো আমাকে। তারপর আমার বাহু চেপে ধরে গাঁক গাঁক করে বলে উঠলো, 'বার্টি নাকি! থ্যাংক্স গড! আমাকে ছেড়ে যেও না, বার্টি, আমি হারিয়ে গেছি!'

'হারিয়ে গেছো মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'বেরিয়েছিলাম একটু বেড়াবো বলে। মাইলখানেক কি মাইল দুই হাঁটার পরে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে কোথায় আছি জানিনে। চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছি কয়েক ঘন্টা ধরে।'

'কাউকে জিজ্ঞেস করোনি কেন?'

'ফরাসী ভাষার একটা শব্দও আমি জানিনে।'

'ট্যাক্সি ডাকোনি কেন?'

'হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে আমার টাকাকড়ি সব হোটেলে রেখে এসেছি।'

'ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে পৌঁছে ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারতে।'

'হ্যাঁ পারতাম, কিন্তু আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে হোটেলটার নামই ভুলে গেছি।'

এই হলো চার্লস এডওয়ার্ড বিফেন। দিকপাশহীন মাথামোটা গবেট বিশেষ। আমার ফুফু আগাথা সাক্ষ্য দেবেন, আমিও তেমন কোনো মগজে লোক নই। কিন্তু বিফ্‌ফির সাথে তুলনায় আমি সর্বকালের সেরা চিন্তাবিদ।

'কেউ আমাকে হোটেলটার নাম বললে তাকে এক শিলিং বখশীশ দিতাম।'

'তোমার কাছে ওটা পাওনা রইলো। হোটেলটার নাম আভেনিদা, রূয়ে দ্যু কোলিসি।'

'বার্টি! এ তো বেশ রহস্যজনক ব্যাপার! তুমি কেমন করে জানলে হোটেলটার নাম?'

'আজ সকালে তুমি এ ঠিকানাটাই জীভ্‌সকে দিয়েছো।'

'ও তাই? ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে, এখন এসো আমার সঙ্গে। একটা ড্রিঙ্ক নাও। তারপর তোমাকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলে দেবো, হোটেলে ফিরে যাবে।'

একটা কাফেতে ঢুকে কিছু খাবার আর পানীয়ের অর্ডার দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'প্যারিসে কি করছো?'

গম্ভীর মুখে বিফ্‌ফি বললো, 'বার্টি, আমি এখানে এসেছি ভুলতে, ভুলে যাবার চেষ্টা করতে।'

'তা তুমি পেরেছো বটে।'

'তুমি বুঝতে পারোনি আমার কথা। আসল ব্যাপার হচ্ছে, বার্টি, দিলটা আমার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তোমাকে গোটা কাহিনীটা বলবো।'

'না-না, বলো না,' বাধা দিলাম। কিন্তু শুনলো না সে।

'গত বছর স্যামন মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে ক্যানাডা গিয়েছিলাম।'

আরেকটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলাম। কারণ, মৎস্য-কাহিনী শুনতে হলে ধৈর্য বজায় রাখার জন্য আমার ওটা দরকার।

'নিউ ইয়র্কগামী জাহাজে একটা মেয়ের সাথে আমার দেখা হয়,' বলে গলা থেকে এক রকম অদ্ভুত ধরনের শব্দ বের করলো বিফ্‌ফি। শব্দটা, বুলডগেরা কাটলেটের অর্ধেকটা তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে বাকি অর্ধেকের জন্য তৈরি হতে গিয়ে যে রকম শব্দ করে ঠিক সে ধরনের। 'বার্টি, ওরে দোস্ত, মেয়েটির বর্ণনা আমি তোমাকে দিতে পারবো না। আমার ভাষা হার মানবে।'

এ পর্যন্ত তো ভালোই।

'সে এক আশ্চর্য মেয়ে! ডিনারের পরে দু'জনে জাহাজের ডেকে হেঁটে বেড়াতাম। সে মঞ্চে অভিনয় করতো। অন্তত অভিনয় ধরনের কিছু।'

'মানে? অভিনয় ধরনের কিছু বলতে কি বোঝাতে চাও?'

'এই, শিল্পীদের ছবি আঁকার মডেল হওয়া, বড় বড় পোশাকের দোকানে ম্যানিকিন সাজা—এসব আর কি, বুঝলে না? যাই হোক, কিছু পাউন্ড জমিয়ে মেয়েটি যাচ্ছিলো নিউ ইয়র্কে একটা চাকরি-বাকরির খোঁজে। ও আমাকে নিজের বিষয়ে সবকিছুই বলেছে। ক্ল্যাপহ্যাম-এ তার বাবার একটা দুধের দোকান আছে। ক্ল্যাপহ্যাম না ক্রিক্‌ল্‌উড-এ, ঠিক মনে পড়ছে না। আর, দোকানটা দুধের না হলে বুট জুতারই হবে।'

'হ্যাঁ, এসব ব্যাপার সহজেই তালগোল পাকিয়ে যায়,' বললাম আমি।

বিফ্‌ফি বললো, 'তোমাকে যা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো এই যে মেয়েটি ভালো, পরিশ্রমী ও ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের। জাঁকালো বা মেকি কিছুই নেই তার মধ্যে। ওরকম মেয়েকে বৌ হিসেবে পেলে যে কেউ গর্ববোধ করবে।'

'বেশ, তা কার বৌ সে?'

'কারো না। ওটাই হলো গল্পের মূল কথা। আমি চেয়েছিলাম সে আমার বৌ হোক। কিন্তু তাকে হারিয়ে ফেলেছি।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছো যে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল?'

'না, ঝগড়া হয়েছিল বলতে চাচ্ছি না। বলছি যে তাকে আমি সত্যিকার অর্থেই হারিয়ে ফেলেছি। নিউ ইয়র্কের কাস্টমস্-এর ছাউনিতে শেষবারের মতো দেখেছি তাকে। আমরা

ছিলাম ট্রাঙ্কের এক বিরাট স্তূপের পেছনে। আমি সবেমাত্র তাকে আমার বৌ হতে বলেছি এবং সবেমাত্র সে বলেছে যে হবে, এবং সবকিছুই এগুচ্ছে সুন্দরভাবে—এমন সময় কপাল পর্যন্ত নামানো টুপি পরা এক বজ্জাত লোক এসে সিগারেট নিয়ে আমার সাথে একটা ঝামেলা বাধিয়ে দিলো। সিগারেটগুলো লোকটা আমার ট্রাঙ্কের তলায় খুঁজে পেয়েছে এবং সেগুলো ডিক্লেয়ার করতে ভুলে গিয়েছিলাম। এ ঝমেলা মেটাতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছিলো, কারণ সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল জাহাজের ডকে ভিড়তে। কাজেই ম্যাবেলকে বললাম তার হোটেলে চলে যেতে। কথা দিলাম, পরদিন তাকে লাঞ্চে নিয়ে যাবো। তারপর আর তাকে চোখে দেখিনি।'

'তুমি কি বলতে চাচ্ছো যে হোটেলে সে ছিলো না?'

'হয়তো ছিলো, কিন্তু—'

'তুমি কি একথা বলতে চাচ্ছো যে নিজেই আর যাওনি তার হোটেলে?'

অবসন্ন ভঙ্গিতে বিফ্‌ফি বলে উঠলো, 'বার্টি, দোহাই তোমার, আমি কি বলতে চাচ্ছি আর কি বলতে চাচ্ছি না, এসব বলে বলে বিরক্ত করো না! আমাকে আমার মতো করে গল্পটা বলতে দাও। নইলে আমি গুলিয়ে ফেলবো এবং আবার প্রথম থেকে বলতে হবে।'

'ঠিক আছে, তোমার মতো করেই বলো।'

'বার্টি, সংক্ষেপে কথাটা হচ্ছে এই যে হোটেলটার নাম আমি ভুলে গিয়েছিলাম। ঐ সিগারেটগুলো আমার ট্রাঙ্কে থাকার ব্যাপারে আধ ঘণ্টা ধরে কৈফিয়ত দিতে দিতে মগজটা ফাঁকা হয়ে যায়। বাকি সবকিছুই আমি ভুলে যাই। মনে হচ্ছিলো যে হোটেলটার নাম কোথাও লিখে রেখেছি। কিন্তু তা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ আমার পকেটের কাগজপত্রে কোথাও হোটেলটার নাম পাওয়া যায়নি। এমনি করে মেয়েটিকে আমি হারিয়ে ফেললাম।'

'খোঁজ-খবর, অনুসন্ধান ইত্যাদি করলে না কেন?'

'বার্টি, আসল কথাটা কি, জানো? ওর নামটাই আমার মনে ছিলো না।'

অবিশ্বাস্য। বিফ্‌ফিও যে এমনটি করতে পারে তা আমার বিশ্বাস হলো না। বললাম, 'ইয়ার্কি করো না। তার নাম তুমি কেমন করে ভুলতে পারলে? তাছাড়া, মুহূর্তখানেক আগেই তুমি নামটা আমাকে বলেছো। ম্যুরিয়েল, না অন্য কি একটা।'

'ম্যুরিয়েল-ট্যুরিয়েল নয়—ম্যাবেল। আমি তার পারিবারিক বা গোত্র নামটা ভুলে গেছি। কাজেই ওকে খুঁজে পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে ক্যানাডায় চলে যাই।'

'আধ সেকেন্ড থামো, তুমি তো নিজের নামটা তাকে বলেছিলে? মানে তুমি তাকে খুঁজে বের করতে না পারলেও সে-তো তোমাকে খুঁজে বের করতে পারতো?'

'ঠিক তাই। সেজন্যই ব্যাপারটাকে এতো হতাশাজনক মনে হচ্ছে। সে আমার নাম-ঠিকানা সবই জানে। তবু একবার খোঁজ নেয়নি। হয়তো বা তার হোটেলে না যাওয়ায় ধরে নিয়েছে যে আমি মত বদলে ফেলেছি এবং প্রস্তাবটা বাতিল করে দিয়েছি। হোটেলে না যাওয়াটা কায়দা করে তাকে সেকথাটা জানিয়ে দেয়ার কৌশল।'

'আমার অনুমানও তাই,' বললাম তাকে, যেহেতু অনুমান করার মতো আর কিছু খুঁজে পেলাম না। 'এখন তোমার আর কি করার আছে একমাত্র ঘুরে বেড়ানো, ফুর্তি-আমোদ করা এবং ক্ষতটা সরানোর চেষ্টা করা ছাড়া? চলো না আজ রাতে আমার সাথে ডিনারে? কোনো নাইট শো-টো, ক্যাবারে-ট্যাবারেতে?'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে বিফ্‌ফি বললো, 'কোনো লাভ হবে না ওসবে। চেষ্টা করে দেখেছি। তাছাড়া, চারটার ট্রেনে আমি চলে যাচ্ছি। আগামীকাল আমার হেয়ার-ফোর্ডশায়ারের ঐ বাড়িতে একজন লোক আসবেন। আমাকে তার সাথে ডিনার খেতে হবে।'

'ওহো, বেচে দেয়ার চেষ্টা করছো নাকি বাড়িটা? আমি তো ভেবেছিলাম ওটা তুমি পছন্দ করো।'

'করতাম। কিন্তু বার্টি, যা ঘটে গেছে এর পরে ঐ বিশাল নির্জন বাড়িটাতে একা থাকার কথা ভাবতেই আমার ভয় হয়। কাজেই যখন স্যার রডারিক গ্লসপ্‌-এর সাথে দেখা হলো…'

'কি বললে? স্যার রডারিক গ্লসপ? ঐ পাগলা ডাক্তারটি নয় তো?'

'হ্যাঁ, নামজাদা স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। কিন্তু কেন, তুমি তাঁকে চেনো নাকি?'

দিনটা বেশ উষ্ণই বলা যায়, কিন্তু আমার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল।

'তাঁর মেয়ের সাথে এক সপ্তাহ কি দু'সপ্তাহ আমি এনগেজ্‌ড্ ছিলাম,' জানালাম তাকে চাপা স্বরে। কেমন করে সেবার অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলাম তা মনে পড়লে এখনো আমার মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে।

আনমনাভাবে বিফ্‌ফি প্রশ্ন করলো, 'তার মেয়ে আছে নাকি একটা?'

'আছে। শোনো, বলি তার সম্পর্কে সব কথা।'

'এখন নয় দোস্ত, আমাকে হোটেলে ফিরে গিয়ে জিনিসপত্র গোছাতে হবে,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো বিফ্‌ফি।

এটা ভালো ব্যবহার বলে মনে হলো না আমার কাছে। আমি তার লম্বা কেচ্ছাটা শুনলাম, আর সে কিনা আমারটা শুনলো না! বুঝলাম, আমাদের মধ্যে থেকে দেয়া-নেয়ার পুরনো খেলোয়াড়ী মনোভাবটা কার্যত উধাও হয়ে গেছে। কি আর করা যাবে, তাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে চলে গেলাম লাঞ্চে।

এরপর দিন দশেকের মতো যেতে না যেতেই একদিন সকালে চা-টোস্ট খাচ্ছি, এমন সময় জীভ্‌স এসে দি টাইমস্ কাগজখানা রেখে গেল আমার বিছানার পাশে। অলসভাবে দৃষ্টি বোলাতে গেলাম খেলাধুলার পাতাটায়। হঠাৎ একটা ছোট্ট খবর লাফিয়ে উঠে বিঁধে গেল আমার চোখে। খবরটি হচ্ছে এই:

আসন্ন শুভ বিবাহ

মেফেয়ার, ১১ পেনস্লো স্কোয়ারের পরলোকগত মি. ই. সি. বিফেন ও মিসেস বিফেনের একমাত্র পুত্র মি. চার্লস এডওয়ার্ডের সাথে ডক হারলে স্ট্রীট-এর স্যার রডারিক গ্লসপ্ ও লেডি গ্লসপের একমাত্র কন্যা অনরিয়া জেইন লুইসের বাগদান ঘোষিত হয়েছে।

'অ্যাই সেরেছে!' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'স্যার?' বলে জীভ্‌স ছুটে এলো দরজার কাছ থেকে।

'জীভ্‌স, মিস গ্লসপ্‌কে তোমার মনে আছে?'

'স্পষ্ট মনে আছে, স্যার।'

'অনরিয়া মি. বিফেনের সাথে এনগেজ্‌ড হয়েছে।'

'সত্যি, স্যার?' বলে আর একটি শব্দও উচ্চারণ না করে জীভ্‌স সরে পড়লো। বিস্মিত হলাম তার এ অদ্ভুত অচঞ্চল ভাব দেখে। ব্যাটার হলো কি? অনরিয়া গ্লসপ্‌কে সে চেনে না এমন তো নয়।

খবরটা আবার পড়লাম। এটা আমার মনে এক বিদ্‌ঘুটে অনুভূতি জাগিয়ে দিলো। যে মেয়েটিকে বিয়ে করে ফেলার বিপদ থেকে নেহায়েত ভাগ্যের জোরে আপনি বেঁচে গেছেন তার সাথে আপনার বন্ধুর এনগেজ্‌মেন্ট-এর খবর পড়ার চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে কিনা আমি জানিনে। এতে যে আমার কেমন লাগলো তা বর্ণনা করা কঠিন। ধরুন, একজন লোক তার বাল্যবন্ধুর সাথে বনের মধ্যে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তারা দেখলো একটা বাঘ, কিংবা জাগুয়ার, কিংবা অন্য কিছু ছুটে আসছে তাদের দিকে। লোকটা তরতর করে চড়ে বসলো একটা গাছে এবং মগডালে বসে নিচের দিকে চেয়ে দেখলো যে জন্তুটা তার আযৌবনের বন্ধুকে মুখে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ঝোপের আড়ালে। তখন লোকটার অনুভূতি কেমন হবে? তার অনুভূতি হবে মিশ্র। একদিকে নিজে বেঁচে যাওয়ায় সে দারুণ স্বস্তিবোধ করবে, অন্য দিকে গভীর বেদনা ও করুণা বোধ করবে বাল্যবন্ধুর জন্য। আমার অনুভূতিটাও হলো তদ্রূপ। অনরিয়াকে নিজে বিয়ে করতে হয়নি বলে গভীর স্বস্তি এবং বিফ্‌ফিটার মতো খাঁটি এবং পুরোনো বন্ধুটি অনরিয়ার খপ্পরে পড়ছে বলে গভীর দুঃখবোধ আচ্ছন্ন করলো আমাকে। শূন্য চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভাবতে লাগলাম বিষয়টা নিয়ে।

এমন একটা খবর জীভ্‌স-এর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করলো না—এতে আরো বিস্মিত হলাম। এ সময় সে আবার ঘরে এলো। তাকে একটুখানি মানবিক সহানুভূতি প্রদর্শনের সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে বললাম, 'জীভ্‌স, নামটা তোমার সঠিক মনে আছে তো? মি. বিফেন অনরিয়া গ্লসপ্‌কে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। সেই ডিমের মতো মাথা, আর কাঠবেড়ালীর লেজের মতো মোটা ভুরুওয়ালা বুড়োটার মেয়েকে, বুঝলে?'

'ইয়েস, স্যার। আজ আপনার জন্য কোন স্যুটটা বের করবো?'

ভাবুন একবার, একথা বললো কিনা সেই লোক—যে অনরিয়ার সাথে আমি এনগেজ্‌ড

হবার পর আমাকে উদ্ধারের জন্য মগজের প্রতিটি তন্তুকে খাটিয়েছে। বুঝতে পারলাম না সে কেন এমন উদাসীন মনোভাব দেখাচ্ছে।

সপ্তাহখানেক পরে লন্ডনে ফিরে গিয়ে আমার পুরোনো ফ্ল্যাটে গুছিয়ে বসতেই বিফ্‌ফি এসে হাজির। এক নজর তাকিয়ে বুঝলাম, বিষাক্ত ক্ষতটায় পচন ধরেছে। তাকে মোটেও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। তার চোখেমুখে একটা বিমূঢ় ভাব–যা আমি গ্লসপ্‌ মহামারিটার সাথে বাগদত্ত থাকা অবস্থায় দাড়ি কামাতে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখচোখেও লক্ষ করেছি।

'বিফ্‌ফি যে, কনগ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।'

'ধন্যবাদ,' বললো সে অবসন্নভাবে।

এরপর মিনিট তিনেক কেউ কিছু বললাম না। তিন মিনিট নীরব থেকে বিফ্‌ফি বললো, 'বার্টি।'

'কি?'

'এটা কি আসলে সত্যি…?'

'কোন্‌টা?'

'ওহ না, কিছু না,' বলে বিফ্‌ফি আবার নীরব হয়ে গেল।

দেড় মিনিট নীরব থেকে সে আবার মুখ খুললো, 'বার্টি।'

'আছি এখানে, বলো কি বলতে চাও।'

'এটা কি সত্যি যে তুমি একবার অনরিয়ার সাথে এনগেজ্‌ড হয়েছিলে?'

'সত্যি।'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বিফ্‌ফি জানতে চাইলো, 'ছাড়া পেলে কেমন করে–মানে, যে বিয়োগান্ত ঘটনার দরুন বিয়েটা হতে পারেনি সেটার ধরনটা কি ছিলো?'

'জীভস ওটা ঘটিয়েছে। গোটা পরিকল্পনাটা তার মগজেই তৈরি হয়।'

খুব চিন্তামগ্নভাবে বিফ্‌ফি বললো, 'ভাবছি, যাবার আগে রান্নাঘরে জীভ্‌স-এর সাথে দুটো কথা বলে যাবো।'

বুঝলাম, এ পরিস্থিতিতে আর রাখঢাক করে লাভ নেই, কথাবার্তা খোলাখুলিই বলা দরকার।

'বিফ্‌ফি, পরিষ্কার বলে ফেলো তো, তুমি কি ঐ গ্যাঁড়াকলটি থেকে পিছলে বেরিয়ে পড়তে চাও?'

'চাই।'

'তাহলে ওটার মধ্যে ঢুকেছিলে কেন?'

'জানিনে। তুমি কেন ঢুকেছিলে?'

'আমি? কেমন করে যেন ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল।'

'আমার ক্ষেত্রেও কেমন করে যেন ঘটে গিয়েছে। হৃদয়টা ভেঙে গেলে কেমন লাগে তুমি জানো। এক ধরনের জড়তা এসে মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, সতর্কতা ভুলে যায়, এবং নিজের অজান্তে ফাঁদে পা দিয়ে বসে। আমি জানিনে কেমন করে ঘটলো, তবে বাস্তবতা এই যে আমি এনগেজ্‌ড। এখন তুমি আমাকে বলো, বেরুবার প্রক্রিয়াটা কি।'

'মানে, পিছলে যাবার পদ্ধতিটা জানতে চাও?'

'ঠিক তাই। আমি কারো মনে আঘাত দিতে চাইনে, বার্টি। তবে এর শেষ পর্যায় পর্যন্ত আমি যেতে পারবো না। দেড়টা দিন আমি ভেবেছি যে কাজটা হয়তো ভালোই হয়েছে। কিন্তু এখন–আচ্ছা, ওর হাসিটা তোমার মনে আছে তো?'

'আছে বৈকি।'

'তাহলে বুঝে দেখো। তারপরে রয়েছে ওর এই সব সময় পেছনে লেগে থাকা-লোকের মনকে উন্নত ও পরিশীলিত করা-ইত্যাদি।'

'জানিরে দোস্ত, জানি।'

'খুব ভালো কথা। তাহলে বলে দাও কি করবো। তুমি যে বললে জীভ্‌স ভেবে একটা উপায় বের করেছিল, তার মানে কি?'

'দেখো, বুড়ো স্যার রডারিককে তোমরা স্নায়ু বিশেষজ্ঞ-টিশেষজ্ঞ যতোই বলো না কেন, তিনি আসলে একজন পাগলা ডাক্তার এবং পাগলা ডাক্তার ছাড়া আর কিছুই নন। তিনি

আবিষ্কার করলেন যে আমাদের পরিবারে সামান্য পরিমাণ বাতুলতার একটা লক্ষণ দেখা গেছে। গুরুতর কিছুই না। আমার এক চাচা তাঁর শোবার ঘরে খরগোশ রাখতেন। স্যার রডারিক এখানে আসেন আমাকে এক নজর দেখা ও যাচাই করার উদ্দেশ্যে। জীভ্‌স এমন ব্যবস্থা করলো যাতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে আমি একটা বদ্ধ উন্মাদ। তাই ঘটলো। তিনি সেই বিশ্বাস নিয়ে চলে গেলেন।'

'এবার বুঝলাম। কিন্তু মুশকিলটা কি জানো, আমাদের পরিবারে কোনো উন্মাদ নেই।'

'একজনও নেই?'

আমার কাছে এটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হলো যে বিফ্‌ফির মতো সামান্যতম পারিবারিক সহায়তা বঞ্চিত হতভাগ্য কেউ হতে পারে।

বিষণ্ণভাবে সে বললো, 'বংশে একটা পাগলও নেই! এই হচ্ছে আমার ভাগ্য। বুড়োটা আমার সাথে লাঞ্চ করার জন্য আসছেন আগামীকাল। নিঃসন্দেহে আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে, যেমন করে তিনি দেখেছিলেন তোমাকে। অথচ আমি এখন মানসিকভাবে আগের যে কোনো সময়ের চাইতে সুস্থ।'

মুহূর্তখানেক চিন্তা করলাম। স্যার রডারিকের সাথে আবার দেখা হবার কথা ভাবতেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে কাঁপন ধরে গেল। কিন্তু এ হচ্ছে একজন বন্ধুকে সাহায্য করার ব্যাপার, এবং বন্ধুকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে আমরা উস্টারেরা আত্মচিন্তা ভুলে যাই।

'দেখো বিফ্‌ফি, আমি বলে দিচ্ছি কি করতে হবে। আমি তোমার ঐ লাঞ্চে যোগ দেবো। এমনটি সহজেই ঘটতে পারে যে আমি তোমার বন্ধু এটা টের পাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্বন্ধটা বাতিল করে দেবেন। আর কোনো প্রশ্ন-ট্রশ্ন করবেন না।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিফ্‌ফির মুখটা। বললো, 'এটা একটা বুদ্ধির কথা বটে। তোমাকে ধন্যবাদ, বার্টি।'

'আমি এর মধ্যে জীভ্‌স-এর সাথে আলোচনা করে নেবো। গোটা সমস্যাটা খুলে বলে তার উপদেশ চাইবো। সে আজ পর্যন্ত হতাশ করেনি আমাকে।'

অনেকটা সামলে উঠে চলে গেল বিফ্‌ফি। আমি গেলাম রান্নাঘরে।

'জীভ্‌স, আমি আরেকবার তোমার সহায়তা চাই। একটু আগে মি. বিফেন-এর সাথে একটা বেদনাদায়ক আলোচনা হয়ে গেল।'

'সত্যি, স্যার?'

'ব্যাপার হলো এই,' বলে সবকিছু জানালাম তাকে।

অদ্ভুত কাণ্ড। কোনো সহানুভূতিই দেখালো না সে। অথচ সব সময় দেখা যায় যে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনায় যখনই ডাকি তাকে, সে পূর্ণ সহানুভূতি এবং চমৎকার সব প্ল্যান নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু আজ সে এগিয়ে এলো না। আমার বক্তব্য শেষ হবার পর বললো, 'স্যার, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো আমার ঠিক হবে না বলে মনে হচ্ছে।'

'আহ্, বাদ দাও তো ওসব কথা!'

'না, স্যার, এসব বিষয়ে নাক গলাতে যাওয়া আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হবে।'

এবার আমি সরাসরি চেপে ধরলাম তাকে, 'জীভ্‌স, বিফ্‌ফির প্রতি তোমার বিরূপতার কারণ কি?

'আমার, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'আমি আপনাকে জোর দিয়ে বলছি, স্যার, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই।'

'ঠিক আছে। তুমি একজন বন্ধু মানুষকে রক্ষা করতে না চাইলে আমি বোধহয় জোর করে তোমাকে দিয়ে তা করাতে পারিনে। তবে তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি এখন ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসবো এবং গভীর চিন্তা-ভাবনা করবো। আমি যখন তোমাকে এসে বলবো যে তোমার সাহায্য ছাড়াই মি. বিফেন-কে গ্যাঁড়াকল থেকে উদ্ধারের উপায় বের করে ফেলেছি, তখন তোমার মুখটা কোথায় থাকবে? আস্ত বোকার মতো দেখাবে তোমাকে।'

'ইয়েস, স্যার। একটা হুইস্কি সোডা আনবো, স্যার?'

'না, কফি! কড়া কালো কফি। কেউ দেখা করতে এলে বলে দেবে যে আমি ব্যস্ত

এবং আমাকে এখন বিরক্ত করা যাবে না।'

ঘণ্টাখানেক পরে বেল টিপলাম। মেজাজ দেখিয়ে বললাম, 'জীভ্‌স।'

'বলুন, স্যার?'

'মি. বিফেনকে টেলিফোন করে বলে দাও যে মি. উস্টার তাঁকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এবং সমাধান পেয়ে গেছেন।'

বেশ কিছুটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব নিয়ে পরদিন সকালে যাত্রা করলাম বিফ্‌ফির আস্তানার উদ্দেশ্যে। স্বভাবতঃই দেখা যায় যে রাতারাতি যে সব চমৎকার আইডিয়া মগজে গজায়, দিনের বেলায় সেগুলোকে তেমন ভয়ানক রকমের ফলপ্রসূ বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার এ আইডিয়াটা ব্রেকফাস্টের সময় যেমন ভালো মনে হয়েছে তেমনি মনে হয়েছে ডিনারের আগেও। সবদিক থেকে খতিয়ে দেখেও এর কোনো খুঁত পাইনি।

কয়েক দিন আগে আমার খালা এমিলির ছেলে হ্যারল্ডের ষষ্ঠ জন্মদিন গেছে। ঐ উপলক্ষ্যে উপহার হিসেবে কিছু দেয়া প্রয়োজন বোধ করায় এক দোকানে যাই। সেখানে একটা সস্তা দামের সুন্দর ও মজার জিনিস আমার নজরে পড়ে। জিনিসটা এমন যে শিশুমাত্রই লুফে নেবে এবং ওটা দিয়ে সবাইকে আনন্দ দিতে পারবে। জিনিসটা হচ্ছে, হোল্ডারের মধ্যে সাজানো এক গুচ্ছ ফুল। হোল্ডারের পেছনটায় একটা বাল্ব লাগানো রয়েছে। বাল্বটা আসলে কৌশলে তৈরি করা এক পিচকারি। কেউ যদি হাঁদার মতো ফুলগুলো শুঁকতে যায় এবং বাল্বটায় সামান্য চাপ লাগে তাহলে মুহূর্তে ওটা থেকে দেড় পাইটের মতো নির্ভেজাল ঝরনার পানি ছুটে গিয়ে লোকটার মুখে পড়বে। আমার মনে হলো ছ'বছরের বাড়ন্ত মনের শিশুকে খুশি করার জন্যে জিনিসটা খুবই উপযুক্ত। তাই ওটা কিনে ফেলি।

কিন্তু ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম হ্যারল্ডের চারদিকে বিচিত্র রকমের সৌখিন ও দামী উপহারের স্তূপ জমে গেছে। ওগুলোর পাশে আমার সস্তা দামের উপহারটা রাখতে লজ্জা হলো। তাই করলাম কি, আমার অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে (আমরা উস্টাররা সময়মত দ্রুত চিন্তা করতে পারি) চট করে চাচা জেমস-এর দেয়া খেলনা অ্যারোপ্লেনের কার্ডটা ছিঁড়ে ফেলে সেখানে আমার কার্ডটা লাগিয়ে দিয়ে আমার উপহারটাকে ট্রাউজারের পকেটে পুরে চলে এলাম। সেই থেকে ওটা পড়ে আছে আমার ফ্ল্যাটে। এখন মনে হচ্ছে ওটাকে কাজে লাগানোর সময় এসেছে।

বিফ্‌ফির বসার ঘরে গিয়ে ঢুকতেই সে বললো, 'কি উপায় বের করলে?'

দেখলাম, বেচারার অবস্থা সত্যি কাহিল। চিন্তায় চোখমুখ বসে গেছে। লক্ষণগুলো চিনতে পারলাম। স্যার রডারিক যেদিন আমার সাথে লাঞ্চ করতে এসেছিলেন সেদিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করার সময় আমার নিজেরও প্রায় এরকমই লেগেছিল। যাদের স্নায়ুতে কোনো গড়বড় আছে সেসব লোক ঐ মানুষটার সাথে খোশ আলাপে রাজি হয় কেমন করে, বুঝি না। সারাদিন মাথা খারাপ লোক নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে জীবন সম্পর্কে মানুষটার দৃষ্টিভঙ্গি জণ্ডিসরোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে বাল্বটায় সামান্য একটু চাপ দেয়া ছাড়া বিফ্‌ফির আর কিছু করার দরকার হবে না। বাকিটা প্রকৃতিই করে দেবে।

সুতরাং তার পিঠ চাপড়ে বললাম, 'চিন্তার কোনো কারণ নেই দোস্ত, সব ঠিক আছে।'

'জীভ্‌স কি করতে বলে?' জিজ্ঞেস করলো বিফ্‌ফি আগ্রহের সাথে।

'জীভ্‌স কিছুই করতে বলে না।'

'কিন্তু তুমি যে বললে সব ঠিক আছে?'

'উস্টারের ঘরে জীভ্‌সই একমাত্র চিন্তাবিদ নয়। তোমার সামান্য সমস্যাটির ভার আমিই নিয়েছি, এবং এখনি আমি তোমাকে বলে দিতে পারি যে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে আমার নিয়ন্ত্রণে।'

'তুমি ভার নিয়েছো সমস্যাটা সমাধানের?'

তার গলার স্বরটা প্রশংসা সূচক নয়। ওতে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে অনাস্থার ভাবই প্রকাশ পেলো। বুঝলাম, এক আউন্স প্রত্যক্ষ প্রমাণ এক টন ব্যাখ্যার সমান কাজ করবে। ফুলের তোড়াটি তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, 'বিফ্‌ফি, ফুল তোমার ভালো লাগে?'

'অ্যাঁ?'

'এগুলো শুঁকে দেখো।'

বিফফি চিন্তিতভাবে তার নাকটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো, আর আমি লেবেলে ছাপা নির্দেশ মতো বাল্বটাতে চাপ দিলাম।

পয়সা দিয়ে আমি বাজে জিনিস কিনি না। সাড়ে-এগারো পেনি দিয়ে কিনেছিলাম তোড়াটা। দামটা দ্বিগুণ হলেও সস্তা পড়তো। বাক্সের বাইরে আঁটা বিজ্ঞাপনে লেখা ছিলো তোড়াটার কাজ 'অবর্ণনীয় রকমের হাস্যকর'। ওটা যে অতিশয়োক্তি নয় আমি তা জোর দিয়ে বলতে পারি। বেচারা বিফফি লাফিয়ে তিন ফুট উঠে গেল শূন্যে এবং একটা ছোট্ট টেবিলের ওপর পড়ে ওটাকে ভেঙে ফেললো।

'দেখলে তো!'

ফুলের তোড়াটার কাজ আর ক্ষমতা দেখে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল বিফফি। পরক্ষণে ওটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগলো।

আমি বললাম, 'শান্ত হও, বিফ্‌ফি। একজন পুরানো বন্ধুর আশীর্বাদ সহ এটা নাও, বাল্বটায় আবার পানি ভর্তি করো, স্যার রডারিকের মুখের সামনে তুলে ধরে জোরে চাপ দাও। বাকিটা তাঁর ওপর ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে তিন সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর মনে এ উপলব্ধি জন্মাবে যে, তাঁর পরিবারে তোমার মতো লোকের দরকার নেই।'

বিফফি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

'তুমি কি স্যার রডারিককে পিচ্‌কারি মারতে বলছো?'

'অবশ্যই। ভালো করে পিচ্‌কারি মারো। এমন করে মারো-যে রকম আগে কখনো মারোনি।'

'কিন্তু...'

তখনি সামনের দরজায় বেল বেজে উঠলো।

'গুড লর্ড! ঐ যে এসে পড়েছেন। তুমি তাঁর সাথে কথা বলো, আমি শার্টটা বদলে আসি,' বলে জেলি মাছের মতো কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল বিফ্‌ফি।

বাল্বটাতে পানি ভর্তি করে সবেমাত্র বিফ্‌ফির প্লেটের পাশে রেখেছি এমন সময় দরজা খুলে গেল এবং স্যার রডারিক ঘরে এলেন। আমি মেঝে থেকে ভাঙা টেবিলটা তুলতে ব্যস্ত হলাম। তিনি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শুরু করলেন।

'গুড্ আফটারনুন, আমার বিশ্বাস, দেরি করে...মি. উস্টার!'

বলতেই হচ্ছে যে আমি পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। লোকটার ভেতর এমন একটা কিছু আছে যা খুব সাহসী মানুষের মনেও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তাঁর মাথা ভরা বিশাল টাক। যে চুল মাথায় থাকার কথা ছিলো সেগুলো সব গিয়ে জুটেছে চোখের ভুরুতে। চোখ দুটো থেকে যেন মৃত্যু রশ্মি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

পেছনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার প্রবল ইচ্ছাটাকে অবদমিত করে বলে উঠলাম, 'আরে আরে আরে-কেমন আছেন, অনেকদিন পরে আপনার সাথে দেখা হলো, তাই না?'

'তবুও আপনার কথা আমার খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে, মি. উস্টার।'

'বেশ ভালো কথা। বিফ্‌ফিটা আমাকে আপনার সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দিতে বললো।'

ভুরু দুটো নাচিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি চার্লস বিফেনের বন্ধু?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। অনেক অনেক দিনের বন্ধুত্ব আমাদের।'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। পরিষ্কার টের পেলাম যে বিফ্‌ফির দাম অনেকটা কমে গেল তাঁর কাছে। তাঁর নজর পড়লো মেঝের ওপর। ভাঙা টেবিল থেকে ছিটকে পড়া জিনিসের টুকরো ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

'এখানে কি কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে?'

'তেমন গুরুতর কিছু নয়। বিফ্‌ফিটার এইমাত্র একটুখানি ভিরমি বা মূর্ছা যাওয়ার মতো হলো কি না, তাই। টেবিলটার ওপর পড়ে ওটাকে উল্টে ফেলেছিল।'

'ভিরমি!'

'অথবা মূর্ছা।'

'তাঁর কি এসব হয়?'

জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ঝড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে বিফফি এসে হাজির হলো। চুলে চিরুনি বুলাতেও সে ভুলে গেছে। আমার মনে হলো যে আপনারা

যাকে বলেন 'প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাজ'-সেটা বেশ সন্তোষজনক ভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে। এবার বাল্বটির পালা। ওটার সাফল্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই।

খাবার পরিবেশিত হলো এবং আমরা খেতে বসে গেলাম।

মুরগীর রোস্টটা বুড়োর মেজাজ অনেকটা নরম করে দিলো। ওটা এতো ভালো হয়েছে যে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো গপগপ্ করে এক প্লেট সাবাড় করে বুড়ো দ্বিতীয় বার নেয়ার জন্য প্লেটটা আবার বাড়িয়ে দিলেন।

'চার্লস, আজ বিকেলে আমি এখানে এসেছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। হ্যাঁ, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মুরগীর রোস্টটা চমৎকার লাগছে।'

'আপনার ভালো লাগছে বলে খুব খুশি হলাম,' বিড়বিড় করে বললো বিফ্‌ফি।

আরো আধ-আউন্স পরিমাণে গালে পুরে দিয়ে স্যার রডারিক বললেন, 'খুব স্বাদ হয়েছে। হ্যাঁ, বলছিলাম যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আপনারা আজকের তরুণরা দুনিয়ার সেরা শহরে বাস করেই সন্তুষ্ট, অথচ এখানে যেসব বিস্ময়কর জিনিস রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে অন্ধ এবং উদাসীন। জুয়াড়ি হলে আমি বেশ মোটা অঙ্কের বাজি রেখে বলতাম যে আপনারা জীবনে কোনোদিন ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির মতো ঐতিহাসিক স্থানটিও গিয়ে দেখেননি। সত্যি বলেছি কিনা?'

বিফ্‌ফি বিড়বিড় করে বলতে চাইলো যে ওখানে যাবার কথা সে প্রায়ই ভেবেছে।

'টাওয়ার অব লন্ডনেও যাননি, তাই না?'

'না, সেখানেও যাওয়া হয়নি। এখন, এই মুহূর্তে, হাউড পার্ক কর্নার থেকে ট্যাক্সিতে যেতে মাত্র কুড়ি মিনিট লাগে এমন একটা জায়গায়, সাম্রাজ্যের চারদিক থেকে যোগাড় করা বিস্ময়কর, শিক্ষাপ্রদ সব সচল ও জড় বস্তুর প্রদর্শনী চলছে। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এরকম আর হয়নি। আমি ওয়েম্বলির বৃটিশ এম্পায়ার এক্সিবিশনের কথা বলছি।'

তাঁর বক্তৃতায় সাহায্য করার জন্য বললাম: 'একটা চুটকি শুনুন। আগে শুনে থাকলে বলবেন, বন্ধ করে দেবো। ওয়েম্বলির এক্সিবিশনের বাইরে একজন লোক জনৈক দর্শনার্থী জিজ্ঞেস করলো, "এই যে, এটা কি ওয়েম্বলি?"

লোকটা ছিলো বদ্ধ কালা। সে জবাব দিলো, "অ্যাঁ?"

"এটা কি ওয়েম্বলি?"

"অ্যাঁ?"

"আরে, এটা ওয়েম্বলি কিনা?"

"না, বৃহস্পতিবার।"

হাঃ হাঃ হাঃ-বুঝলেন কিনা...'

স্যার রডারিক তাঁর বিশাল ভুরু দুটিকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে বিষাক্ত তীরের মতো দৃষ্টি হানলেন আমার দিকে। আমার মুখের হাসি পলকে উধাও হয়ে গেল।

'চার্লস, আপনি কি ওয়েম্বলিতে গেছেন? যাননি তো? আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম। যাক, এটাই আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য। অনরিয়া আমাকে বলেছে আপনাকে ওয়েম্বলিতে নিয়ে যেতে। সে বলে, এতে আপনার মনটা প্রশস্ত হবে। আমিও এ ব্যাপারে তার সাথে একমত। লাঞ্চের পরেই আমরা যাত্রা করবো।'

আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বিফ্‌ফি বললো, 'তুমিও যাবে তো, বার্টি, যাবে না?'

এমন উদ্বেগ দেখলাম তার চোখে যে মনের দ্বিধা এক সেকেন্ডও টিকলো না। বন্ধু বলে কথা। বন্ধুকে তো বিপদের মধ্যে ফেলে কেটে পড়া যায় না। তাছাড়া, বাল্বটার ভেল্কি তো এখনো বাকি আছে; ওটা যদি আমার আশা মতো কাজ করে তাহলে ওয়েম্বলিতে যাবার প্রোগ্রাম নিঃসন্দেহে বাতিল হয়ে যাবে। তাই বললাম, 'যাবো বৈকি।'

আমার যাওয়াটা স্যার রডারিকের কাম্য বলে মনে হলো না। তিনি বললেন, 'মি. উস্টারের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে তাঁর অসুবিধে ঘটানো আমাদের উচিত হবে না।'

'কিচ্ছু অসুবিধে হবে না। আমি বাড়ি গিয়ে পোশাকটা বদলে এসেই আপনাদেরকে গাড়িতে তুলে নেবো।'

স্যার রডারিকের সঙ্গে একা সন্ধেটা কাটাতে হবে না জেনে বিফ্‌ফি খুশি হয়ে উঠলো এবং আমাকে ঠেকানো গেল না দেখে স্যার রডারিকের মুখে অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠলো। তারপর হঠাৎ তার নজর পড়লো বিফ্‌ফির প্লেটের পাশে রাখা ফুলের তোড়াটির ওপর।

'আহ্, ফুল। চোখ-নাক দু'য়ের পক্ষে প্রীতিপদ জিনিস।'

দেখলাম, বিফ্‌ফির চোখ দুটো বড় বড় এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'আপনি ফুল ভালোবাসেন, স্যার রডারিক?'

'খুব ভালোবাসি।'

'তাহলে এগুলো শুঁকে দেখুন।'

স্যার রডারিক মাথা নিচু করে নাকটা বাড়ালেন। বিফ্‌ফির আঙুলগুলো আস্তে আস্তে বাল্বটাকে ধরলো। আমি চোখ বুজে টেবিলটা আঁকড়ে ধরলাম।

শুনলাম, স্যার রডারিক বলছেন, 'চমৎকার গন্ধ, ভারি সুন্দর গন্ধ।'

চোখ মেলে দেখলাম, বিফ্‌ফি বসে আছে নিজের চেয়ারে মড়ার মতো বিবর্ণ চেহারা নিয়ে। ফুলের তোড়াটি রয়েছে তার সামনে টেবিলের ওপর। বুঝলাম কি ঘটেছে। তার জীবনের ঐ চরম সংকটের সময়, যখন আঙুলগুলো দিয়ে বাল্বটাকে একটু চেপে ধরার ওপরই নির্ভর করছিল তার সব সুখ-শান্তি, সেই মুহূর্তে ব্যাটা মেরুদণ্ডহীন রামছাগলটা মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে। আমার অমন যত্নে গড়া পরিকল্পনাটাকে ভেস্তে দিয়েছে।

বাড়ি ফিরে দেখলাম জীভ্‌স বসার ঘরে জানালায় রাখা জিরেনিয়ামের টব নিয়ে কি যেন করছে।

'এগুলো বড় সুন্দর দেখায়, স্যার।'

'ফুলের কথা আমাকে বলো না, জীভ্‌স। একজন জেনারেলের অনেক খেটেখুটে তৈরি অভিযান-পরিকল্পনা শেষ মুহূর্তে তাঁর সৈন্যদের অযোগ্যতার দরুন ব্যর্থ হয়ে গেলে জেনারেলটির মনে কি অনুভূতি জাগে তা আমি এখন জানি।'

'সত্যি, স্যার?'

'হ্যাঁ,' বলে গোটা ঘটনাটা বর্ণনা করলাম তার কাছে।

চিন্তামগ্নভাবে শুনে সে বললো, 'মি. বিফেন কিছুটা দোদুল্যমান এবং অস্থিরচিত্ত লোক। বিকেলের বাকি সময়টায় কি আমাকে আপনার দরকার হবে, স্যার?'

'না। আমি ওয়েম্বলিতে যাচ্ছি। শুধু পোশাক পাল্টে এবং গাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি। বেশ শক্ত গোছের কিছু কাপড়-চোপড় বের করো যা ভিড়ের চাপে ছিঁড়ে যাবে না। আর, গ্যারেজে ফোন করে দাও।'

'তাই করবো, স্যার। গাড়িতে আমাকে একটু জায়গা দিতে বললে বে-আদবি হবে, স্যার? আমি নিজেও ওয়েম্বলিতে যাবো মনে করেছিলাম।'

'অ্যাঁ? ও, আচ্ছা ঠিক আছে, চলো।'

পোশাক পাল্টে জীভ্‌সকে নিয়ে চলে গেলাম বিফ্‌ফির ফ্ল্যাটে। বিফ্‌ফি আর স্যার রডারিক বসলেন পেছনের সীটে। জীভ্‌স বসলো সামনে, আমার পাশের সীটে। বিফ্‌ফিকে দারুণ বিষণ্ন ও মনমরা দেখে খুব দুঃখ হলো আমার।

জীভ্‌সকে বললাম, 'জীভ্‌স, তুমি আমাকে অত্যন্ত হতাশ করেছো।'

'শুনে দুঃখিত হলাম, স্যার।'

'মি. বিফেনের মুখটা লক্ষ করেছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তাহলে?'

'আপনার কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে বলছি, মি. বিফেন এরকম একটা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে গেছেন যা তাঁর ভালো লাগছে না। কিন্তু এর জন্য তো তিনি নিজেই দায়ী।'

'একদম বাজে কথা বলছো, জীভ্‌স। আমার মতো তুমিও ভালো করেই জানো যে অনরিয়া গ্লসপ্ একটা আস্ত গোর-আজাব। এর জন্য বিফ্‌ফিকে যদি দোষ দাও তাহলে ট্রাক-চাপা পড়ে মরা একটা লোককেও তার মৃত্যুর জন্য তুমি দোষ দিতে পারো।'

'তা অবশ্য ঠিক, স্যার।'

'গর্দভটা বাধা দেয়ার মতো অবস্থায় ছিলো না। সে আমাকে এ বিষয়ে সবকিছুই বলেছে। জীবনে একটি মাত্র মেয়েকে সে ভালোবেসেছিলো। তাকে সে হারিয়ে ফেলেছে। ওরকম ঘটনা ঘটলে মানুষ কেমন যেন হয়ে যায় সেটা তো তুমি জানো।'

'কেমন করে তা ঘটলো, বলুন তো স্যার?'

'নিউ ইয়র্ক যাবার সময় জাহাজে সে মেয়েটির প্রেমে পড়ে। কাস্টমস্-এর ছাউনিতে

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সময় তারা ঠিক করে যে পরদিন মেয়েটির হোটেলে গিয়ে সে দেখা করবে। তুমি তো জানো বিফফিটা কি পদার্থ। নিজের নামটাই অনেক সময় তার মনে থাকে না। মেয়েটির হোটেলের ঠিকানাটা সে লিখে নেয়নি। ওটা একদম ভুলে বসে সে। ফলে, পাগলের মতো হয়ে যায় বেচারা। একদিন হঠাৎ হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখে যে অনরিয়া গ্লসপের সাথে এনগেজড হয়ে পড়েছে।'

'এটা জানতাম না, স্যার।'

'আমি ছাড়া আর কেউ জানে বলে মনে হয় না।'

'আমার তো মনে হয়, স্যার, যে এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব হতো তাঁর পক্ষে।'

'আমিও তাকে সেকথা বলেছিলাম। কিন্তু, কিছুই করার উপায় ছিলো না তার। মেয়েটির নাম পর্যন্ত সে ভুলে গিয়েছিল।'

'অদ্ভুত কাণ্ড তো?'

'আমি তা-ও বলেছি। কিন্তু এটা সত্যি। তার শুধু মেয়েটির ক্রিশ্চিয়ান নাম ম্যাবেলটাই মনে ছিলো। তা ম্যাবেল নামের একটা মেয়েকে তো নিউ ইয়র্কের মতো শহরে গরু-খোঁজা খুঁজে বের করা যায় না, কি বলো?'

'অসুবিধাটা বুঝতে পারছি, স্যার।'

'এই হচ্ছে ব্যাপার।'

'বুঝলাম, স্যার।'

এক্সিবিশনের বাইরে অনেক যানবাহনের জটলার মধ্যে সাবধানে গাড়ি চালাতে গিয়ে আলাপ বন্ধ করতে হলো। গাড়ি পার্ক করে আমরা চলে গেলাম ভেতরে। জীভ্‌স কেটে পড়লো একদিকে। স্যার রডারিকের পেছনে বিফ্‌ফি আর আমি চললাম প্যালেস অভ ইন্ডাস্ট্রির দিকে।

প্রদর্শনী ব্যাপারটা, বুঝলেন কিনা, তেমন ভালো লাগে না আমার। লোকের ভিড় দেখলেই সরে পড়ি। মিনিট পনেরো ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করেই আমার মনে হয় যেন তপ্ত ইঁটের ওপর হাঁটছি। এখানেও আমার মনে হলো মানবিক হিত বলতে যা বোঝায় সে জিনিসটা এর মধ্যে নেই। লাখ লাখ দর্শক জমে সন্দেহ নেই। একটা ফাঁপানো সজারু মাছের শুঁটকি, কিংবা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা কাঁচের বয়ামভর্তি বীজ দেখে আনন্দে উত্তেজনায় তারা চেঁচিয়ে গলা ফাটায়। কিন্তু বার্ট্রাম অমন করে না। না, বার্ট্রাম ওসবের ধারে কাছেও নেই। গোল্ডকোস্ট ভিলেজ থেকে ঠেলেঠুলে বেরিয়ে প্যালেস অভ মেশিনারীর দিকে যাবার সময় আমি নিঃশব্দে চলে গেলাম ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান বিভাগের প্ল্যান্টার্স বার-এ। স্যার রডারিক আমার এ চোরের মতো সরে পড়াটা লক্ষ করলেন না। তিনি হনহন করে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। আমার নজরে পড়লো, কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে একজন চটপটে স্পোর্টসম্যান নানারকমের বোতল থেকে একটা লম্বা গ্লাসে কি যেন ঢালছে এবং তাতে বরফের টুকরো ফেলে একটা কাঠি দিয়ে নাড়ছে। লোকটার কাজ আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার ইচ্ছে জাগলো আমার মনে। তাই জনতার স্রোত থেকে কেটে পড়ে কাউন্টারের দিকে পা বাড়াতেই টের পেলাম কে যেন আমার কোটের হাতা ধরে টানছে। তাকিয়ে দেখি, বিফ্‌ফি। ভাবসাব দেখে মনে হলো যথেষ্ট ধকল গেছে তার ওপর দিয়ে।

জীবনে এক একটা মুহূর্ত আসে যখন কথা বলার দরকার হয় না। আমি তাকালাম বিফ্‌ফির দিকে, বিফ্‌ফি তাকালো আমার দিকে। এক নিখুঁত বোঝাপড়া একসূত্রে বেঁধে দিলো আমাদের দুটি আত্মাকে।

'?'

'!'

তিন মিনিট পরে আমরা প্ল্যান্টারদের দলে ভিড়ে গেলাম।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে কখনো যাইনি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে একথা বলতে পারি যে জীবনের কিছু মৌলিক বিষয়ে ওরা আমাদের ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে অনেক অনেক এগিয়ে আছে। কাউন্টারের পেছনে যে দাঁড়িয়ে আছে তার মতো দয়ালু লোক আমি আর দেখিনি। আমরা ঢোকা মাত্রই সে যেন বুঝে ফেললো আমাদের কি চাই। আমাদের কনুই কাউন্টারের কাঠ

স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে ছোটাছুটি শুরু করলো। এক এক লাফে একেকটা বোতল পেড়ে আনলো। স্পষ্ট বোঝা গেল, কমসে-কম সাত রকমের উপাদান মেশানো না থাকলে কোনো প্ল্যান্টার মনে করে না যে সে মদ খেয়েছে। এবং বিশ্বাস করুন, আমি একথা বলছিনে যে তার ধারণা ঠিক নয়। বার-এর লোকটা বললো, উপাদানগুলোর নাম গ্রীন স্যাইজল্‌স। আমি যদি কখনো বিয়ে করি এবং আমার একটি ছেলে হয়, তাহলে ওয়েম্বলিতে যেদিন তার পিতার জীবন রক্ষা করা হয়েছে সেদিনের স্মরণে রেজিস্টারি খাতায় ছেলেটার নাম লেখা হবে গ্রীন স্যাইজল্‌স উস্টার।

তিন গ্লাসের পর বিফফি তৃপ্তির ঢেকুর ছাড়লো।

'স্যার রডারিক কোথায় বলতে পারো?' জানতে চাইলো।

'বিফফি, ওরে বুড়োটি, ওটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিনে।'

'বার্টি, ওরে শেয়ানা পাখিটি, আমিও না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটার কাছ থেকে একটা স্ট্র চেয়ে নিয়ে সে বললো, 'বার্টি, একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার এইমাত্র মনে পড়ে গেল। তুমি জীভ্‌সকে চেনো?'

বললাম, চিনি।

'এখানে ঢোকার সময়, বুঝলে, একটা বিদঘুটে কাণ্ড ঘটে গেছে। বুড়ো জীভ্‌সটা আমার গা ঘেঁষে এসে এক অদ্ভুত কথা আমাকে বললো। কথাটা যে কি সেটা তুমি কোনোদিন আন্দাজও করতে পারবে না।'

'না। কোনোদিন পারবো বলে মনে করিনে।'

ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে বিফ্‌ফি বলে গেল, 'জীভ্‌স বললো, ওর কথাগুলো হুবহু উদ্ধৃত করছি-জীভ্‌স বললো, "মি. বিফেন"-'আমাকে বললো, বুঝলে না-'

'বুঝতে পারছি।'

'মি. বিফেন, আমি আপনাকে-তা যাবার জন্য জোর দিয়ে বলছি।'

'কোথায় যাবার জন্য?'

অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বিফ্‌ফি জবাব দিলো, 'বার্টি, বুড়ো স্যাঙাত আমার, জায়গাটার নাম একদম ভুলে গেছি!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

'আমি বুঝতেই পারি না কেমন করে তুমি একদিনও তোমার ঐ হেয়ার ফোর্ডশায়ারের বাড়িঘর-কাজকারবার চালাও, কেমন করেই বা গাইগুলোর দুধ-দোয়ানো এবং শুয়োরগুলোকে ডিনার খাওয়ানোর কথা মনে রাখো।'

'ও, সেসব ঠিক আছে। চাকর-বাকর লোকজন গিজ্‌গিজ্ করছে ওখানে। ওরাই সব দেখাশোনা করে।'

'আহ! তাহলে আর চিন্তা কি, এসো আরেক গ্লাস করে গ্রীন স্যাইজল্‌স গিলে নিয়ে চলে যাই আনন্দ উদ্যানে।'

আনন্দ-উদ্যানের রকমারি হাল্কা আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে বিফ্‌ফি যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো। গ্রীন স্যাইজল্‌স-এর প্রভাবে, কিংবা স্যার রডারিকের কাছ থেকে ছাড়া পাবার দরুন-জানিনে, সে যেন লাগাম ছেঁড়া ঘোড়ার মতো ছুটতে লাগলো এদিক ওদিক। হাত দেখিয়ে ভাগ্য গণনা করালো, নাগরদোলায় উঠে চক্কর খেলো এবং আরো কতো কি করলো। তারপর এক সময় হঠাৎ আমার বাহু চেপে ধরে তীব্র চিৎকার দিয়ে উঠলো জন্তুর মতো।

'বার্টি!'

'কি হলো?'

দালানটির ওপরে লাগানো বিরাট এক সাইনবোর্ডের দিকে আঙুল তুলে সে বললো, 'ঐ দেখো! প্যালেস অভ বিউটি!'

আমি তার চেঁচামেচি থামাতে চেষ্টা করলাম। এর মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তাকে সামলে রাখতে গিয়ে। আমি তো আর আগের মতো জোয়ান নই, বয়স হয়েছে।

'ওখানে তোমার যাবার দরকার নেই। ক্লাবে একজনের কাছে সব শুনেছি। ওখানে আছে কি? এক দঙ্গল মেয়ে। এক দঙ্গল মেয়ে দেখে তোমার কি হবে?'

বিফফি গোঁ ধরে বললো, 'আমি···আমি অনেক অনেক মেয়ে, ডজন ডজন মেয়ে দেখতে চাই। অনরিয়া থেকে দেখতে যতো অন্য রকম হয় ততোই ভালো। তাছাড়া, আমার হঠাৎ মনে পড়েছে যে, জীভ্‌স আমাকে এখানে আসার কথাই পই পই করে বলে

দিয়েছিল।' সে বলেছিল, "মি. বিফেন, প্যালেস অভ বিউটিতে অবশ্যই যাবেন।" তবে কেন ঐ কথা সে বলেছিল এবং কি উদ্দেশ্যে, তা জানিনে। কিন্তু তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, বার্টি, জীভ্‌স-এর একটা হাল্কা কথাকেও উপেক্ষা করা বিজ্ঞজনোচিত, নিরাপদ ও যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা?'

জানিনে আপনারা এই প্যালেস অভ বিউটি জায়গাটা কি তা জানেন কিনা। এটা এক ধরনের অ্যাকোয়ারিয়াম। আসল অ্যাকোয়ারিয়ামের সাথে এর তফাৎটা হচ্ছে এই যে এতে মাছের বদলে ললিতলবঙ্গলতারা থাকেন। ভেতরে পা দিলেই দেখবেন, খাঁচার মতো একটা জিনিসের মধ্যে বসে একটি মেয়ে মোটা কাঁচের পাতের আড়াল থেকে জলজল করে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। মেয়েটির পরনে ডাইনীদের মতো বিদ্‌ঘুটে ধরনের পোশাক। খাঁচাটির ওপরে লেখা রয়েছে 'হেলেন অভ ট্রয়'। পরের খাঁচাটার সামনে যান। দেখবেন, আরেকটি তরুণী সাপের সাথে জুজুৎসুর প্যাঁচ কষছে। তার খাঁচার সাব-টাইটেল 'ক্লিওপেট্রা'। আপনি বুঝে গেলেন আইডিয়াটা-নারী যুগে যুগে এবং ইত্যাদি। এটা আমাকে তেমন টানে না। আমার মতে, খাঁচার মধ্যে রেখে বাইরে থেকে দৃষ্টি হানলে সুন্দরীদের সৌন্দর্যের জাদু কাজ করে না। তদুপরি, এ জায়গায় এসে আমার মনে ভুল করে অন্যের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ার মতো বিব্রতকর অনুভূতি জাগলো। তাই আমি জোরে জোরে পা চালালাম খাঁচাগুলো একের পর এক পার হয়ে জায়গাটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঠিক তখনি বিফ্‌ফিটা উন্মাদ হয়ে গেল।

অন্তত তার রকম সকম দেখে তাই মনে হলো। কুমীর যেভাবে কাউকে কামড়ে ধরে তেমনি খপ্ করে সে হঠাৎ আমার বাহু চেপে ধরে এক কানফাটা চিৎকার ছাড়লো, তারপর 'ওয়াক'! এবং ঐ জাতীয় শব্দাবলী উচ্চারণ করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে সেখানে কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে গেছে। মনে হয়, ওরা ভেবেছে যে খাঁচার মেয়েগুলোকে হয়তো খাওয়ানো-টাওয়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। বিফ্‌ফি জনতার দিকে নজরই দিলো না। সে পাগলের ভঙ্গিতে আঙুল তুলে একটা খাঁচার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল। কোন্ খাঁচাটা মনে পড়ছে না, তবে ভেতরকার মেয়েটা গলায় রাফ্ পরে ছিলো। কাজেই খাঁচাটা ছিলো রানী এলিজাবেথ, অথবা বোডিসিয়া, কিংবা ঐ যুগের কোনো বিখ্যাত মহিলার। বেশ সুশ্রী মেয়ে। বিফ্‌ফি যেমন একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তার দিকে, সে-ও তেমনি পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিলো বিফ্‌ফির দিকে।

'ম্যাবেল!' বলে এমন চিৎকার দিলো সে, যাতে মনে হলো আমার কানে বোমা ফেটেছে।

খুব উৎফুল্ল বোধ করছিলাম তা বলতে পারছিনে। নাটক বেশ ভালোই, তবে প্রকাশ্য জায়গায় নাটকের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে আমার ঘেন্না লাগে। এটা যে কেমন প্রকাশ্য জায়গা তা আগে বুঝিনি। গত পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে জনতার ভিড় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ওদের বেশিরভাগের নজর বিফ্‌ফির ওপর এবং বেশ কিছু লোকের দৃষ্টি আমার ওপর নিবদ্ধ। শেষোক্তরা হয় তো ভেবেছিল যে আমিও ঐ নাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা এবং যে কোনো মুহূর্তে ওদের মনোরঞ্জনের জন্য সাধ্যমতো চমৎকার অভিনয় উপহার দেবো।

বসন্ত কালের ভেড়ার মতো, নির্বোধ ভেড়ার মতো লাফালাফি করছিল বিফ্‌ফি।

'বার্টি, সে! সে!' বলে বিফ্‌ফি খ্যাপার মতো চারদিকে তাকাতে তাকাতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'খাঁচার দরজা দেখছিনে কেন? দরজা কই? ম্যানেজার কোথায়? আমি এখনি হাউসম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই!'

পরক্ষণেই সে ছুটলো সামনের দিকে। হাতের ছড়িটা দিয়ে ঘা দিতে লাগলো কাঁচের পাতটার ওপর।

আপনারা শহুরে লোকেরা হাল্কা বেতের ছড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন, কিন্তু গেঁয়ো লোকদের হাতে দেখবেন ছড়ির বদলে রীতিমতো একটা ডাণ্ডা। বিফ্‌ফির প্রথম আঘাতেই কাঁচটার অনেকখানি ভেঙে পড়লো। পরপর আরো তিন আঘাত দিয়ে সে খাঁচার মধ্যে নিজে ঢুকে পড়ার একটা পথ তৈরি করে ফেললো। প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে কি মজার কাণ্ড দেখতে যাচ্ছে জনতা সেটা আন্দাজ করার আগেই সে টুপ্ করে ঢুকে পড়লো ভেতরে এবং মেয়েটার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ জুড়ে দিলো। এবং সেই মুহূর্তেই বিশাল বপু,

দু'জন পুলিশ ছুটে এলো সেখানে।

পুলিশের লোকদের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। দু'ফোঁটা চোখের পানি ফেলার জন্যেও দেরি করলো না এই বেরসিক লোকগুলো। তারাও হুট করে ঢুকে গেল খাঁচার মধ্যে, বিফ্‌ফিকে পাকড়াও করে বের করে আনলো এবং জনতার মাঝখান দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলে গেল চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই। আমিও ছুটলাম ওদের পিছু পিছু, শেষ মুহূর্তে বিফ্‌ফিকে কিছু সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে। জলজলে মুখে সে আমাকে বললো, 'চিস্‌উইক, ৬০৮৭৩। লিখে রাখো ওটা, বার্টি, নইলে আমি ভুলে যাবো। চিস্‌উইক, ৬০৮৭৩। ওর টেলিফোন নম্বর।'

তারপরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। পেছনে চললো এগারো হাজার দর্শক। এ সময় আমার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'মি. উস্টার! এটা…এটা… এটা কি হলো? এর মানে কি?'

দেখলাম, স্যার রডারিক দাঁড়িয়ে আছেন আমার পাশে। তাঁর ভুরু দু'টিকে আরো প্রকাণ্ড দেখাচ্ছে।

বললাম, 'সব ঠিক আছে। বিফ্‌ফির ঘিলুটা কেবল একটুখানি নড়ে উঠেছিল।'

'কি বললেন?'

'এই একটুখানি ভিরমি কিংবা মূর্ছা আর কি, বুঝলেন না?'

'আবারো? আর এই লোকটাকেই কিনা আমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে দিতে যাচ্ছিলাম!'

দয়ার বশে তাঁর কাঁধে চাপড় দিলাম। হ্যাঁ, বেশ কিছুটা সাহস করেই চাপড় দিয়ে বললাম, 'আপনার জায়গায় আমি হলে এনগেজ্‌মেন্টটা বাতিল করে দিতাম। আমার উপদেশ হচ্ছে, ওটা বাতিল করে দিন।'

বিশ্রীভাবে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার উপদেশের দরকার নেই আমার। আমি ইতোমধ্যে নিজেই ঐ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। মি. উস্টার, আপনি এ লোকটার বন্ধু। এটাই আমার জন্য যথেষ্ট হুঁশিয়ারি হওয়া উচিত ছিলো। আমার সাথে ওর দেখা হবে না আর। কিন্তু আপনার সাথে তো হবে। দেখা হলে দয়া করে বলে দেবেন সে যেন এনগেজ্‌মেন্টটা শেষ হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়।'

'তাই করবো,' বলেই আমি দ্রুত পায়ে চলে গেলাম জনতার পিছু পিছু। আমার মনে হলো যে বিফ্‌ফিটাকে জামিনে ছাড়িয়ে আনা দরকার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে এলাম গাড়িটা যেখানে পার্ক করে রেখেছিলাম সেই জায়গায়। জীভ্‌স বসে ছিলো সামনের সীটে। আমাকে দেখে বিনীতভাবে সে উঠে দাঁড়ালো।

'চলে যাবেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

'স্যার রডারিক?'

'আসছেন না। জীভ্‌স, তাঁর সাথে আমার একচোট হয়ে গেছে। এখন বাক্যালাপ বন্ধ। মনে রেখো, এটা কোনো গোপন খবর নয়।'

'সত্যি, স্যার? মি. বিফেন কোথায়? তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন না?'

'না। সে এখন জেলখানায়।'

'সত্যি, স্যার?'

'হ্যাঁ। আমি তাকে জামিনে আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা ঠিক করলো যে রাতটার জন্যে আটকে রাখবে!'

'তিনি কি অপরাধ করেছেন, স্যার?'

'তার যে প্রেমিকাটার কথা তোমাকে বলেছিলাম তা মনে আছে? প্যালেস অভ বিউটিতে গিয়ে একটা খাঁচার মধ্যে মেয়েটিকে সে দেখতে পায় এবং সংক্ষিপ্ততম পথে, অর্থাৎ গ্লাস-প্লেটের জানালা ভেঙে খাঁচার ভেতর ঢুকে পড়ে। দু'জন পুলিস কনস্টেবল এসে হাত-কড়া লাগিয়ে তাকে নিয়ে যায়। জীভ্‌স, আমার মনে হয় এর মধ্যে কোনো একটা রহস্য আছে। তুমিই মি. বিফেনকে প্যালেস অভ বিউটিতে যেতে বলেছিলে। তুমি কি জানতে যে মেয়েটা ওখানে আছে?'

'জানতাম, স্যার।'

'আচ্ছা, তুমি কি সবকিছুই জানো?'

'না, স্যার, সবকিছু আমার জানা থাকে না,' বলে একটু যেন প্রশ্রয় দেয়ার ভঙ্গিতে মুচকি হাসলো জীভ্‌স। তরুণ প্রভুর সাথে রসিকতা করছে-এমন ভাব আর কি।

'মেয়েটি যে ওখানে জানলে কেমন করে?'

'স্যার, ভাবী মিসেস বিফেন-এর সাথে আমার জানাশোনা আছে।'

'বুঝলাম। তাহলে নিউ ইয়র্কের ওসব ব্যাপার-স্যাপার তুমি জানতে?'

'হ্যাঁ, স্যার। এবং ঐ কারণেই আপনি যখন দয়া করে আমাকে বলেছিলেন মি. বিফেনকে একটু সহায়তা করতে, তখন আমি কোনো আগ্রহ দেখাইনি। আমি ভুল করে ভেবেছিলাম যে তিনি এ মেয়েটির ভালোবাসাকে অবহেলা করছেন। আপনি আমাকে প্রকৃত ঘটনা খুলে বলার পর মি. বিফেনের প্রতি আমি যে অন্যায় করেছি তা বুঝতে পারি এবং অন্যায় সংশোধনের চেষ্টায় ব্রতী হই।'

'হ্যাঁ, সে তোমার কাছে অনেক ঋণী। মেয়েটির জন্য সে পাগল।'

'খুব খুশির কথা, স্যার।'

'তোমার প্রতি মেয়েটিরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বিফফিটার আয় বছরে পনেরো হাজার পাউন্ড। আর হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, শূকর যে কতো আছে সেকথা নাই বা বললাম। ওরকম লোক পরিবারে থাকলে বেশ কাজে লাগে।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আচ্ছা বলো তো জীভ্‌স, মেয়েটাকে তুমি কিভাবে চেনো?'

'সে আমার ভাগ্নী, স্যার।'

পুলিসের ভুঁড়িতে ঘুসি মেরে তিরিশ দিন

সাক্ষী-প্রমাণ সব শেষ। আইনের যন্ত্র নির্বিঘ্নে সব কাজ সম্পন্ন করেছে। নাসিকাটি, মানে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, তাঁর পাঁস-নে জোড়াটি এমনভাবে ঠিকঠাক করে বসালেন যেন ওগুলো যে কোনো মুহূর্তে খাড়াভাবে নিচের দিকে ডাইভ মারতে যাচ্ছিলো। তারপর একটা যন্ত্রণাবিদ্ধ ভেড়ার মতো কাশতে কাশতে তিনি আমাদেরকে দুঃসংবাদটি দিলেন। বললেন, 'বন্দীর পাঁচ পাউন্ড জরিমানা হলো।'

আহা, তাকে এভাবে 'বন্দী' বলে অভিহিত করায় যে লজ্জা ও মর্মপীড়া অনুভব করলো বার্টাম কার সাধ্য সেটা বর্ণনা করে?

এতো কম জরিমানায় ব্যাপারটা মিটে যাওয়ায় বেশ খুশিই হলাম। যাকে বলে মানুষের মুখের সমুদ্র, তার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে দেখলাম জীভ্‌স বসে আছে পেছনের সারিতে। শক্ত ছেলে। তার তরুণ মনিব কেমন করে বিচারের মোকাবিলা করে তা দেখতে এসেছে সে।

'ওহে জীভ্‌স, পাঁচ পাউন্ড হবে তোমার কাছে? আমার একটু ঘাটতি আছে।'

'চুপ!' হেঁকে উঠলো উপর-পড়া কে একজন।

'ও কিচ্ছু না, কেবল টাকা-পয়সার বন্দোবস্তটা করছিলাম। আছে নাকি, জীভ্‌স?' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, স্যার।'

'দারুণ ছোকরা!'

'আপনি কি বন্দীর বন্ধু?' জিজ্ঞেস করলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

'ধর্মাবতার, আমি ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত ভদ্রলোক হিসেবে মি. উস্টারের চাকরিতে আছি।'

তাহলে জরিমানাটা কেরানীর কাছে জমা দিন।'

'খুব ভালো কথা, হুজুর।'

ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে শীতলভাবে নড় করে হয়তো একটু বুঝিয়ে দিলেন যে অতপর ওরা আমার হাতকড়া খুলে নিতে পারে। তারপর, পাঁস-নে জোড়াটা আবার নাকের ওপর বসিয়ে দিয়ে তিনি বেচারা সিপ্পির দিকে এমন বিশ্রীভাবে তাকালেন যেমনটি বোশের-স্ট্রিটের পুলিস কোর্টেও কোনোদিন কারো নজরে পড়েনি।

'বন্দী লিওন ট্রট্‌ঝকির–আমার দৃঢ় ধারণা নামটা ভুয়া ও কল্পিত-মামলাটা গুরুতর। বিনা কারণে পুলিসের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণের অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। অফিসারটির জবান-বন্দীতে প্রমাণ হয়েছে যে বন্দী তাঁর পেটে আঘাত হেনে পাকস্থলীতে তীব্র ব্যথা সৃষ্টি করে এবং অন্যভাবেও কর্তব্য পালনে তাঁকে বাধা দেয়। আমি অবগত আছি যে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বার্ষিক জলক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরবর্তী রাতে কর্তৃপক্ষ ঐতিহ্যগতভাবে কড়াকড়ি একটু শিথিল রাখেন। কিন্তু বন্দী ট্রট্‌ঝকি যা করেছে সেরকম মারাত্মক গুণ্ডামিকে উপেক্ষা করা বা লঘু করে দেখা যায় না। তাকে জরিমানা দিয়ে অব্যাহতি লাভের সুযোগ ছাড়াই দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসেবে তিরিশ দিন কারাভোগ করতে হবে।'

'না, এ হতে পারে না…এই যে…হাই…বাদ দিন এসব…' প্রতিবাদ করলো বেচারা সিপ্পি।

'চুপ!' গর্জে উঠলো আগের সেই অতিউৎসাহী কর্মচারীটা।

গোটা ব্যাপারটাই ছিলো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। স্মৃতি কিছুটা ঝাপসা হয়ে গেছে, তবু যা কিছু মনে পড়ছে সেগুলোকে জোড়াতালি দিলে ঘটনাটা ছিলো মোটামুটি এরকম:

মালটাল আমি সাধারণত বেশি টানি না। তবে বছরে একটা রাত আছে যে রাতে সব কাজকর্ম ছুঁড়ে ফেলে আমি নিজের রাশটা একটুখানি ঢিলে করে দেই এবং হারানো তারুণ্যটাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলি। যে রাতের কথা বলছি, সে রাতটা হলো অক্সফোর্ড-

ক্যামব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেকার বার্ষিক জলক্রীড়া প্রতিযোগিতার পরবর্তী রাত। অন্যভাবে বলতে গেলে, নৌকা বাইচের রাত। আর কখনো যদি বার্টামের ওপর মদের প্রভাব না-ও দেখেন ঐ রাতে দেখবেন বৈকি। খোলাখুলি স্বীকার করছি, টানছিলাম একটু বেশি মাত্রায়। ফলে এম্পায়ারের উল্টোদিকে যখন সিপ্পির দেখা পেলাম তখন আমি দারুণ খোশমেজাজে। এ অবস্থায় হঠাৎ মনে হলো সিপ্পিটা যেন আগের সিপ্পি নয়। তার মতো ফুর্তিবাজ লোক আর হয় না, কিন্তু তার মুখটা গোমড়া—যেন এক গোপন বিষাদে আচ্ছন্ন সে।

পিকাডিলি সার্কাসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে বললো, 'বার্টি, দুঃখের ভারে অবনত হৃদয় দুর্বলতম আশাকে আঁকড়ে ধরে।' সিপ্পির একটু সাহিত্যিক সাহিত্যিক ভাব আছে, যদিও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সে তার গ্রামবাসী এক বৃদ্ধা খালার পাঠানো টাকার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে তার কথাবার্তা প্রায়ই সাহিত্যঘেঁষা হয়ে পড়ে। 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে দুর্বল বা সবল, আঁকড়ে ধরার মতো কোনো আশাই আমার নেই। এবার আমার দফারফা হয়ে যাবে।'

'কেন, কেমন করে, বলতো?'

'আগামীকাল আমাকে চলে যেতে হবে। গিয়ে তিন তিনটে সপ্তাহ থাকতে হবে কয়েকটা বুড়ো জরদগবের সাথে। ওরা আমার খালা ভেরার আঁশটে বন্ধু। তিনিই ব্যবস্থাটা স্থির করেছেন। বোনপোর অভিশাপে তাঁর বাগানের প্রতিটা বাল্ববই যেন ফেটে যায়!'

'কারা এসব নরকের হাউন্ড?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'প্রিঙ্গল নামের কিছু লোক। বছর দশেক বয়স হবার পর ওদেরকে আমি আর দেখিনি, কিন্তু আমার স্মরণ হচ্ছে যে ঐ সময়েই ওদেরকে আমার ইংল্যান্ডের সেরা আঁব বলে মনে হয়েছে।'

'দুর্ভাগ্য। তোমার যে মন ভেঙে পড়েছে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।'

'দুনিয়াটা বড় ধূসর হয়ে গেছে। আমি কেমন করে এ বিষণ্নতাকে ঝেড়ে ফেলবো?'

নৌকা বাইচের রাত ১১.৩০-এর দিকে মগজে যেসব চমৎকার আইডিয়া গজায় তেমনি একটা আইডিয়া তক্ষুণি এলো আমার মাথায়। বললাম, 'তোমার কি চাই জানো, দোস্ত? তোমার দরকার পুলিসের একটা হেলমেট।'

'সত্যি বলছো, বার্টি? আমার তাই দরকার?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'আমি যদি তুমি হতাম তাহলে এখনি সোজা রাস্তাটা পার হয়ে গিয়ে ঐ হেলমেটটা তুলে নিতাম।'

'কিন্তু ওটার ভেতরে যে একজন পুলিস রয়েছে। তুমি তো ওকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছো।'

বললাম, 'তাতে কি হয়েছে?'

মুহূর্তখানেক চিন্তা করে সে বললো, 'আমার বিশ্বাস তুমি একদম ঠিক কথাই বলেছো। অদ্ভুত ব্যাপার যে এটা আগে ভাবিনি। তুমি কি সত্যি ঐ হেলমেটটা তুলে আনতে বলছো?'

'সত্যিই বলছি।'

খুশিতে বাগেবাগ হয়ে সিপ্পি বললো, 'তাহলে নিয়ে আসি।'

এই হলো বৃত্তান্ত। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কাঠগড়া থেকে মুক্ত মানুষ হিসেবে নেমে আসার সময় কেন আমি মনস্তাপে ভুগছিলাম। পঁচিশ বছর বয়সে, জীবন যখন সবে উন্মোচিত হচ্ছে তার সামনে, তখন অলিভার র‍্যান্ডলফ্ শিপার্লি জেলের কয়েদী হয়ে গেল এবং হলো আমার দোষে। আমিই সেই লোক যে ঐ চমৎকার ছোঁড়াটাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নামিয়েছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আমি কি করতে পারি?

স্পষ্টত প্রথম কাজ হবে সিপ্পির সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তার কোনো অন্তিম বাণী-টানি আছে কিনা তা দেখা। এদিক ওদিক ছোটাছুটি করলাম কিছুটা, খোঁজখবর নিলাম এবং শেষে নিজেকে আবিষ্কার করলাম চুনকাম করা দেয়াল ঘেরা একটা আঁধার ছোট্ট কামরায় কাঠের বেঞ্চিতে বসা অবস্থায়। সিপ্পিও বসে আছে সেই বেঞ্চিতে মাথাটা দু'হাতের তালুতে রেখে।

চাপা গলায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন আছো, দোস্ত?'

পোচ্-করা আণ্ডার মতো মুখটি করে সিপ্পি বললো, 'আমার সব্বোনাশ হয়ে গ্যাছে।'

'আরে রাখো। অবস্থা অতোটা খারাপ নয়। মানে, বলছি যে চটপট বুদ্ধি করে ভুয়া নাম দিয়ে ভালোই করেছো। কাগজে তোমার সম্পর্কে কিছুই থাকবে না।'

'কাগজে কি ছাপা হবে না হবে সেসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমার যা নিয়ে মাথা ব্যথা সেটা হচ্ছে এই যে পায়ে শেকল বাঁধা অবস্থায় জেলের কুঠুরীতে বসে আছি। এখন আমি কেমন করে গিয়ে আজ থেকে শুরু করে তিন সপ্তাহ প্রিঙ্গলদের সঙ্গে থাকবো?'

'কিন্তু তুমি না বলেছিলে যে যেতে চাও না?'

'ওরে বুদ্ধু, চাই কি চাই না প্রশ্ন তা নয়। আমাকে যেতে হবে। না গেলে খালা জেনে যাবেন আমি কোথায়। আর যদি জানতে পারেন দুর্গ-পরিখার নিচে জেলের সবচেয়ে নিচের তলায় বিনা অপ্শনে তিরিশ দিনের মেয়াদ খাটছি তাহলে আমার কি উপায় হবে?'

বুঝলাম তার বক্তব্যটা। গম্ভীরভাবে বললাম, 'এটা এমন ব্যাপার নয় যে আমরা নিজেরা সমাধান করে ফেলবো। কোনো উচ্চতর ক্ষমতার ওপর আমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। জীভ্‌স হচ্ছে সেই লোক যার কাছে আমাদেরকে পরামর্শ নিতে হবে।'

কয়েকটা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে, তার সাথে হ্যান্ডশেক করে, তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। চললাম বাড়িতে, জীভ্‌স-এর কাছে।

বাড়িতে পৌঁছে বললাম, 'জীভ্‌স, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু, যে লোককে তুমি সব সময় দেখেছো…যার প্রতি তুমি সব সময় তাকিয়েছো…যাকে তুমি…কি বলবো, আমার নিজেরই অসুস্থ বোধ হচ্ছে…সেই লোকটার একটা গুরুতর সমস্যার কথা…যাক, সংক্ষেপেই বলে ফেলি, মি. শিপার্লির ব্যাপারে কিছু কথা।'

'ইয়েস, স্যার?'

'জীভ্‌স, মি. শিপার্লি সিপ-এ পড়ে গেছেন।'

'স্যার?'

'মানে, মি. শিপার্লি সূপ-এর মধ্যে পড়ে গেছেন।'

'সত্যি, স্যার?'

'সব কিছুই ঘটেছে আমার দোষে। আমি এক মুহূর্তের ভ্রান্ত দয়ার বশে, তাকে শুধু একটু খুশি করে তোলার জন্য এবং তার মনটাকে অন্যদিকে ফেরানোর জন্য ঐ পুলিসটার হেলমেটটি কেড়ে নিতে বলেছিলাম।'

'তাই নাকি, স্যার?'

'জীভ্‌স, কথার মাঝখানে এভাবে ফোঁড়ন না দিয়ে পারো না? মাথা ধরা নিয়ে এরকম জটিল গল্প বলা এমনিতেই কঠিন। তার ওপর তুমি যদি কথা বলে বাধা দিতে থাকো তাহলে খেই হারিয়ে ফেলবো। কাজেই দয়া করে বাধা দিও না। মাঝেমধ্যে শুধু নড্ করে বুঝিয়ে দেবে যে আমার কথা শুনছো।'

চোখ বুজলাম। সমস্ত তথ্য মনের মধ্যে সাজিয়ে বলতে লাগলাম, 'তাহলে শুরু করি, জীভ্‌স। তোমার হয়তো জানা থাকতে পারে, বা না-ও থাকতে পারে যে মি. শিপার্লি তাঁর খালা ভেরার ওপর কার্যত নির্ভরশীল।'

'স্যার, উনি কি ইয়র্কশায়ার, বেকলী-অন-দি-মূর-এর প্যাডলকবাসী সেই মিস শিপার্লি?'

'হ্যাঁ, তবে বলো না যে তুমি তাঁকে চেনো।'

'ব্যক্তিগতভাবে নয়, স্যার। তবে আমার এক কাজিন গাঁয়ে থাকে, তার সাথে মিস শিপার্লির কিছুটা পরিচয় আছে। সে আমাকে বলেছে বুড়ো মহিলাটি নাকি দাম্ভিক এবং বদরাগী।…মাফ করুন, স্যার, আমার তো নড় করার কথা ছিলো।'

'বিলকুল ঠিক বলেছো, তোমার নড্ করা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন তার দেরি হয়ে গেছে।'

আমি নিজেই নড্ করলাম। কালরাতে আমার আট ঘণ্টা ঘুমের কোটা পূরণ হয়নি। তারপর আপনারা যাকে জড়তা বলেন সে জিনিসটা যেন মাঝে মাঝে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে।

'হ্যাঁ, স্যার, বলুন।'

'ওহো…আহ…হাঁ,' বলে আড়মোড়া ভাঙলাম। 'কি বলছিলাম?'

'স্যার, বলছিলেন যে মি. শিপার্লি কার্যত মিস শিপার্লির ওপর নির্ভরশীল।'

'তাই বলছিলাম?'

'হ্যাঁ স্যার, তাই বলছিলেন।'

'তোমার কথা পুরোপুরি ঠিক, তাই বলছিলাম বটে। বেশ, তুমি তাহলে সহজেই বুঝতে পারছো যে ঐ মহিলার সঙ্গে মানিয়ে চলতে তাকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। তাই না?'

জীভ্‌স নড় করলো।

'এখন শোনো মনোযোগ দিয়ে। সেদিন তিনি সিপ্পিকে চিঠি লিখে বললেন তাঁর কাছে গিয়ে গ্রামের কনসার্টে গান গাইতে। আদেশটা প্রায় রাজকীয় হুকুমের মতো। কি বলছি বুঝছো তো? সিপ্পি বেচারা কি বলে এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করবে? আগেও একবার গ্রামের কনসার্টে গান গেয়ে তার যথেষ্ট হেনস্তা হয়েছে। তাই আবার সে ওখানে যাবে না। শুনছো তো, জীভ্‌স?'

জীভ্‌স নড় করলো।

'কাজেই সে কি করলো জানো? ঐ মুহূর্তে যেটা তার কাছে খুব বুদ্ধিমত্তার কাজ বলে মনে হয়েছিল সে তাই করলো। তাঁকে লিখে জানালো যে তাঁর গাঁয়ের কনসার্টে গাইতে পারলে সে খুশিই হতো, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে একজন সম্পাদক তাকে ক্যামব্রিজের কলেজগুলোর ওপর এক সিরিজ প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন। সেজন্য তাকে তখনি ক্যামব্রিজে চলে যেতে হচ্ছে। ওখানে প্রায় তিন সপ্তাহ থাকতে হবে। জীভ্‌স, এখন সব পরিষ্কার হলো তো তোমার কাছে?'

জীভ্‌স তার নারকেলী মাথাটা একটুখানি হেলিয়ে জানালো যে হয়েছে।

'এটা জেনে মিস শিপার্লি লিখলেন যে ফুর্তির চাইতে কাজ আগে এটা তিনি ভালোই বোঝেন-ফুর্তি বলতে তিনি বেকলী-অন-দি-মূর এর কনসার্টে গান গাওয়া আর স্থানীয় গুণ্ডা-বদমাশদের উপহাস সহ্য করাকে বুঝিয়েছেন। তবে সে যখন ক্যামব্রিজে যাচ্ছে তখন তাকে অবশ্যই তাঁর বন্ধু প্রিঙ্গলদের সাথে থাকতে হবে। ওদের বাড়ি শহরের একটুখানি বাইরে। ওদিকে, প্রিঙ্গলদেরকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে আটাশ তারিখে শিপার্লি ওখানে যাচ্ছে। প্রিঙ্গলরাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখে জানিয়েছে যে শিপার্লি এলে ওরা খুশিই হবে। এমনি করে ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। এখন মি. শিপার্লি পড়ে গেছেন মহা ফাঁপরে। এটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে? জীভ্‌স, সমস্যাটা তোমার মতো মাথাওয়ালা লোকেরই উপযুক্ত। আমি তোমার ওপর নির্ভর করি।'

'স্যার, আপনার আস্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

'তাহলে চালিয়ে যাও। তবে তার আগে জানালার শার্সিগুলো নামিয়ে দাও, আরো কয়েকটা কুশন আনো, ঐ ছোট্ট চেয়ারটা এদিকে ঠেলে দাও যাতে পা দুটো তুলে রাখতে পারি। তারপরে চলে যাও। ভাবো, চিন্তা করো। ঘণ্টা দুই কি তিনের মধ্যে যেন তোমার কাছ থেকে কিছু শুনতে পাই। আর, কেউ যদি আসে এবং আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে বলে দিও আমি মরে গেছি।'

'মরে গেছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, মরে গেছি। ও-কথা বললে তেমন বেশি ভুল হবে না।'

বিকেলের দিকে জেগে উঠলাম। ঘাড়ের দিকে সামান্য ব্যথা তবে আর সব দিকে বেশ তরতাজা হয়ে উঠেছি। বেল টিপলাম।

'দু'বার দেখে গেছি, স্যার। কিন্তু দু'বারই আপনি ছিলেন ঘুমিয়ে। আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।'

'এমনটাই তো হওয়া উচিত, জীভ্‌স। তা…ঐ ব্যাপারে…?'

'আপনি যে ছোট্ট সমস্যাটার কথা বলেছেন সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি। আমি, স্যার, মাত্র একটা সমাধানই দেখতে পাচ্ছি।'

'একটাই যথেষ্ট। তুমি কি করতে বলো?'

'স্যার, আমি বলি যে মি. শিপার্লির জায়গায় আপনিই চলে যান ক্যামব্রিজে।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে। বলে কি ও? ঘণ্টাকয়েক আগের চাইতে আমি নিশ্চয়ই অনেকটা ভালো বোধ করছিলাম, কিন্তু ঐ ভালো বোধ করাটা এরকম

কথা শোনা বা হজম করার মতো ছিলো না।

কঠোর স্বরে বললাম, 'জীভ্‌স, হুঁশ করে কথা বলো। এটা তো রোগশয্যার প্রলাপ।'

'মি. শিপার্লিকে উভয় সঙ্কট থেকে মুক্ত করার জন্য অন্য কোনো কর্মপন্থা আমি বাতলাতে পারছিনে, স্যার।'

'কিন্তু ভাবো! চিন্তা করো! আরে আমিও তো, রাতে ঘুম না হওয়া এবং সকাল বেলাটা আইনের রক্ষকদের সাথে বিশ্রীভাবে কাটানো সত্ত্বেও, দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা উন্মাদের প্ল্যান। এর একটা ফাঁক হচ্ছে এই যে প্রিঙ্গলরা আমার নয়-মি. শিপার্লির জন্যে অপেক্ষা করছে। ওরা আমাকে দেখেইনি কোনোদিন।'

'সেটা তো আরো ভালো, স্যার। কারণ আমি আপনাকে মি. শিপার্লি সেজে ক্যামব্রিজে যেতে বলছি।'

বেশ বাড়াবড়ি হয়ে যাচ্ছে। বললাম, 'জীভ্‌স, একজন অসুস্থ মানুষের সামনে এসে এরকম প্রলাপ বকা তোমার সাজে না।'

'স্যার, আমি মনে করি আমার প্ল্যানটা বাস্তবায়িত করা যাবে। আপনি যখন ঘুমোচ্ছেন সে সময় মি. শিপার্লির সঙ্গে আমি কিছু আলাপ করে নিয়েছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে তাঁর দশ বছর বয়স হবার পর থেকে প্রফেসর ও মি. প্রিঙ্গল তাঁকে আর দেখেননি।'

'দেখেননি সেটা সত্যি। সে আমাকে তা বলেছে। কিন্তু তা হলেও তাঁরা নিশ্চয়ই আমাকে আমার…মানে তার খালার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তখন কি উপায় হবে?'

'স্যার, মি. শিপার্লি অনুগ্রহ করে মিস শিপার্লি সম্পর্কে আমাকে কিছু তথ্য দিয়েছেন। আমি সেগুলো লিখে রেখেছি। আমি মনে করি, এগুলোকে ভদ্রমহিলার অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে আমার কাজিন যা যা বলেছে তার সাথে মিলালে আপনি যে কোনো সাধারণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন।'

একেক সময় মনে হয় জীভ্‌সটা ধড়িবাজ লোক। আমরা দুজন একত্র হবার পর থেকে সে বারে বারে এমনি সুস্পষ্ট বোকামিঠাসা পরিকল্পনা, মতলব বা ফন্দির কথা বলে আমাকে হতবাক করে দিয়েছে এবং তার মিনিট পাঁচেক পরে আমাকে বিশ্বাস করিয়েছে যে ওটাই একমাত্র সঠিক ও ফলপ্রসূ প্ল্যান বা ফন্দি। এ ফন্দিটা এযাবতকালের সবচাইতে অদ্ভুত হওয়ার দরুন আমাকে এটা গ্রহণে রাজি করাতে প্রায় সিকি ঘণ্টা তার লেগে গেল। তবে রাজি সে করালো। গোঁ ধরেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ সে কাজটা সেরে ফেললো।

'স্যার, আমি জোর দিয়ে বলবো যে আপনি অবিলম্বে লন্ডন ছেড়ে কোনো গোপন জায়গায় গিয়ে কিছুদিন লুকিয়ে থাকুন যাতে আপনাকে খুঁজে পাওয়া না যায়।'

'অ্যাঁ? কেন?'

'মিস স্পেনসার গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনবার টেলিফোন করেছেন, স্যার। তিনি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাচ্ছেন।'

'আগাথা ফুফু!' আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ, স্যার। তাঁর কথাবার্তায় মনে হলো আজ সকালে পুলিস কোর্টে যা ঘটেছে তার বিবরণ তিনি সান্ধ্য পত্রিকায় পড়ছিলেন।'

তৃণাঞ্চলের মদ্দা খরগোশের মতো তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে গেলাম চেয়ার থেকে। আগাথা ফুফু যদি তাঁর টাঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে আমাকে এ মুহূর্তেই সরে যেতে হবে।

'জীভ্‌স, এখন কাজের সময়—কথার নয়। সবকিছু গুছিয়ে নাও, জলদি।'

'গুছিয়ে ফেলেছি, স্যার।'

'ক্যামব্রিজের ট্রেন কখন ছাড়বে জেনে নাও।'

'চল্লিশ মিনিট পরে একটা ছাড়বে, স্যার।'

'ট্যাক্সি ডাকো।'

'ট্যাক্সি দুয়ারে দাঁড়ানো, স্যার।'

'ভালো, তাহলে আমাকে নিয়ে চলো ওখানে।'

মেইস প্রিঙ্গল ক্যামব্রিজের বেশ কিছুটা বাইরে, ট্রামপিংটন রোড ধরে মাইল-দু'মাইল পরে। আমি যখন পৌঁছলাম তখন সবাই ডিনারের পোশাক পরছে। কাজেই সান্ধ্য পোশাক পরে হেলতে দুলতে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখা পেলাম গোটা দলটার। বললাম,

'হাল্লো…আল্লো!'

পরিষ্কার ও ঝনঝনে গলায় কথা বলার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠে তেমন হাসিখুশির ভাব ফুটলো না। লাজুক ও নম্র মানুষের পক্ষে অপরিচিত লোকের বাড়িতে গিয়ে ওঠা সবসময়েই সঙ্কোচের ব্যাপার, বিশেষ করে সেই মানুষের পক্ষে, যে অন্য লোক সেজে যায়। আমার মনে হলো যেন ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি। প্রিঙ্গলদের দেখা পাওয়ার পরও এ অনুভূতিটা দূর হলো না।

সিপ্পি এদেরকে ইংল্যান্ডের সেরা আঁব বলে বর্ণনা করেছিল। আমার মনে হলো সে হয়তো ঠিকই বলেছে। প্রফেসর প্রিঙ্গল হলেন একজন পাতলা গোছের টাকওয়ালা ডিসপেপসিয়া রোগীর মতো চেহারার লোক-যার চোখদুটো হ্যাডক মাছের চোখের মতো। মিসেস প্রিঙ্গলকে দেখে মনে হলো ১৯০০ সালের পুরো সময়টায় তিনি শুধু দুঃসংবাদই পেয়েছেন এবং তার ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। এ দু'জনের পর আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো আগাগোড়া শাল জড়ানো কয়েকজন প্রাচীন মানবীর সাথে।

'আমার মাকে নিঃসন্দেহে মনে আছে তোমার?' বললেন প্রফেসর প্রিঙ্গল শোকার্ত স্বরে, প্রথম জনকে দেখিয়ে।

'ওহ্…আহ্…' বললাম আমি একটুখানি হাসিমুখ করে।

'আর আমার ফুফুকে?'

'বেশ, বেশ, কি খুশির কথা!' দ্বিতীয়টির দিকে আরেক টুকরো হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলে উঠলাম।

এবার যেন কঁকিয়ে ওঠার মতো স্বরে প্রফেসর বললেন, 'আজ সকালে তাঁরা বলছিলেন যে তোমাকে তাঁদের মনে আছে।'

কিছুক্ষণের নীরবতা। গোটা দলটা এডগার এলান পো-র কোনো বিষাদময় গল্পের পারিবারিক গ্রুপের মতো একযোগে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, আর, আমার বেঁচে থাকার আনন্দটা যেন শেকড় শুদ্ধ মরে যেতে লাগলো।

দর্শনীয় বস্তু নং ১-অর্থাৎ প্রথম বৃদ্ধা বললেন, 'অলিভারকে আমার মনে আছে।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, 'আহা কি সুন্দর ছেলে ছিলো সে।'

দর্শনীয় বস্তু নং ২-অর্থাৎ প্রফেসরের ফুফু বোশের স্ট্রীটের ম্যাজিস্ট্রেটটি কালো টুপি পরার আগে যেভাবে সিপ্পির দিকে তাকিয়েছিলো প্রায় অনুরূপ দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করে বলে উঠলেন, 'অলিভারকে আমারো মনে আছে। নচ্ছার খুদে ছোঁড়া! আমার বেড়ালটাকে উত্যক্ত করতো।'

'আগামী জন্মদিনে ফুফু জেন-এর বয়স হবে সাতাশি। সেটা বিবেচনা করলে তাঁর স্মরণশক্তি এখনো চমৎকার।' বললেন মিসেস প্রিঙ্গল চাপা বিলাপোক্তির মতো ফিসফিসিয়ে।

সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন দর্শনীয় বস্তুটি। 'কি বললে তুমি?'

'বললাম যে আপনার স্মরণশক্তি চমৎকার।'

'আহ্!' বলে বৃদ্ধাটি আবার আমাকে দৃষ্টিবিদ্ধ করলেন। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে এ বস্তুটির সাথে বার্ট্রাম কোনো সুন্দর বন্ধুত্বের আশা করতে পারে না। 'সে একটা ধনুক থেকে তীর মেরে মেরে আমার টিব্বিটাকে সারা বাগানময় তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।'

সেই মুহূর্তে একটা বেড়াল সোফার তলা থেকে বেরিয়ে লেজ তুলে আমার দিকে পা বাড়ালো।

বেড়ালরা বরাবরই আমাকে পছন্দ করে। বেড়ালের কানের নিচে সুড়সুড়ি দেয়া আমার নীতি। কিন্তু যেই নিচু হয়ে বেড়ালটাকে সুড়সুড়ি দিতে যাবো অমনি দর্শনীয় বস্তুটি কানফাটা চিৎকার দিতে লাগলেন, 'ওকে থামাও! ওকে থামাও!'

তড়াক করে লাফ মারলেন তিনি সামনের দিকে-ঐ বয়সে কেমন করে পারলেন জানিনে-বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে যুদ্ধংদেহী ভঙ্গিতে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তাঁর ভাবখানা এমন যে আমি কিছু একটা শুরু করবো। খুবই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ালো ব্যাপারটা।

'আমি বেড়াল পছন্দ করি,' ক্ষীণকণ্ঠে বললাম।

কিন্তু কথাটা কেউ কানে নিলেন না। দর্শকদের সহানুভূতি আমি পেলাম না। এমন

সময় দরজাটা খুলে গেল। একটি মেয়ে এসে ঢুকলো ঘরে।

'আমার মেয়ে হেলোয়িস,' বললেন প্রফেসর, এমন সুরে, যেন কথাটা স্বীকার করতে তাঁর ঘৃণা হচ্ছে।

মেয়েটির দিকে ফিরতেই মুখটা আমার হাঁ হয়ে গেল। এমন বিশ্রী 'শক্' আর কবে পেয়েছি মনে পড়লো না।

আমার অনুমান, হঠাৎ কাউকে দেখে অন্য কোনো ভয়ঙ্কর কারো কথা মনে পড়ে গিয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠার অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি বলতে চাই যে একবার স্কটল্যান্ডে গলফ খেলতে গিয়ে হোটেলে এক মহিলাকে দেখি যিনি আমার ফুফু আগাথার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। অপেক্ষা করলেই হয়তো বোঝা যেতো যে মহিলাটি অত্যন্ত সজ্জন। কিন্তু অপেক্ষা আমি করিনি। দৃশ্যটা একদম সহ্য করতে না পেরে সেদিন বিকেলেই কেটে পড়ি। আরেকবার এক উৎসব মুখর নৈশ ক্লাব থেকে আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল, কারণ ক্লাবের হেড-ওয়েটারকে দেখে চাচা পার্সির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার।

যাকগে, এখন হেলোয়িস প্রিঙ্গল-এর কথা বলি। মেয়েটি যেন অনরিয়া গ্লসপ্-এরই বিকট প্রতিমূর্তি। গ্লসপ্ বিভীষিকাটার কথা বোধহয় আপনা-দেরকে ইতিপূর্বে বলেছি। সেই পাগলা ডাক্তার স্যার রডারিক গ্লসপ্-এর মেয়েটা আর কি–যার সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রায় তিন সপ্তাহের জন্য এনগেজড্ ছিলাম এবং তার পরে অত্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে বুড়োর মাথায় এ ধারণা গজায় যে আমার মাথায় গোলমাল আছে এবং সে কারণে তিনি বিয়েটা ভেঙে দিয়েছিলেন। সেই থেকে ঘুমের মধ্যেও অনরিয়ার কথা মনে পড়লে আমি চমকে চিৎকার দিয়ে জেগে উঠি। এ মেয়েটা হুবহু তারই মতো।

'আ···হাউ আর য়্যু?'

'হাউ ডু য়্যু ডু?'

তার গলার স্বরটাও ঠিক অনরিয়ার মতো। অনরিয়ার গলাটা হচ্ছে সার্কাসের সিংহ পোষ মানায় যারা ওদের মতো। প্রত্যেকটি কথার মধ্যে একটা কর্তৃত্বের সুর থাকে। এ মেয়েটার স্বরেও তাই। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেলাম, আমার পা দুটো পড়লো গিয়ে নরম গোছের কোনো বস্তুর ওপর। একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা-বিদ্ধ চিৎকারে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ হলো এবং তারপরেই ধ্বনিত হলো একটা ক্রুদ্ধ গর্জন। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম আন্ট জেন হামাগুড়ি দিয়ে সোফার নিচে পালিয়ে যাওয়া বেড়ালটাকে হাত বুলিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছেন। তিনি তাকালেন আমার দিকে। দৃষ্টিটা বলে দিলো আমার ব্যাপারে তাঁর মনে যে আশঙ্কা ছিলো তা সত্যে পরিণত হয়েছে।

এমন সময় ডিনার ঘোষিত হলো।

সেই রাতে জীভ্‌সকে বললাম, 'দেখো জীভ্‌স, আমি কোনো ভয়কাতুরে লোক নই। তবে আমার মনে হচ্ছে এবার আমরা কঠিন পরীক্ষায় পড়েছি।'

'আপনার কি ভালো লাগছে না, স্যার?'

'লাগছে না, জীভ্‌স। তুমি মিস প্রিঙ্গলকে দেখেছো?'

'হ্যাঁ, স্যার, একটু দূর থেকে।'

'ওকে দেখার সেটাই উত্তম পন্থা। লক্ষ্য করেছো ওকে মনোযোগ দিয়ে?'

'করেছি, স্যার।'

'ওকে দেখে আর কোরো কথা মনে পড়েছে?'

'চেহারায় তাঁর খালাতো বোন মিস গ্লসপ্-এর সাথে অদ্ভুত একটা মিল দেখা যায়, স্যার।'

'খালাতো বোন! তুমি বলতে চাও না তো যে সে অনরিয়া গ্লসপ্-এর খালাতো বোন!'

'হ্যাঁ, স্যার। মিসেস প্রিঙ্গল বিয়ের আগে ছিলেন মিস ব্লেথারউইক। দুই বোনের ছোটটি। বড়টির বিয়ে হয় স্যার রডারিক গ্লসপ্-এর সাথে।'

'মহা সব্বোনাশ! এ কারণেই চেহারায় এতো মিল।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর, সে কি মিল, জীভ্‌স! মেয়েটি কথাও বলে মিস গ্লসপ্-এর মতো।'

'সত্যি, স্যার? আমি এখনো মিস প্রিঙ্গলকে কথা বলতে শুনিনি।'

'ওতে তোমার কোনো লোকসান হয়নি। তাহলে জীভ্‌স, অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে সিপ্পি ছোঁড়াকে আমি কোনো কারণেই ডোবাবো না বটে, তবে দেখতে পাচ্ছি আমার ওপর দিয়ে খুব ধকল যাবে। প্রফেসর ও তাঁর স্ত্রীকে সহ্য করা যেতো। এমনকি আন্ট জেনকেও সহ্য করার একটা প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু আমি এ হেলোয়িস মেয়েটার সাথে প্রতিদিন মেলামেশা করবো–এবং তা-ও শুধু লেমোনেড পান করে, কারণ ডিনারে ওটাই একমাত্র পানীয় ছিলো–এরকম আশা করা খুব বাড়াবাড়ি। আমি করবো কি, জীভ্‌স?'

'আমার মনে হয় মিস প্রিঙ্গল-এর সঙ্গ আপনার এড়িয়ে চলা উচিত।'

'সে কথা আমিও ভাবছিলাম।'

কোনো নারীর সঙ্গ এড়িয়ে চলার কথা ভাসাভাসা ভাবে বলাবলি করা বেশ সহজ বটে। কিন্তু আপনি যখন সেই নারীর সাথে এক বাড়িতে থাকেন এবং সে আপনার সঙ্গ এড়াতে চায় না, তখন ব্যাপারটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায় বৈকি। জীবনে অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে এই যে ঠিক যাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকতে চান তারাই যেন সব সময় পুলটিশের মতো আপনার গায়ে লেপ্টে থাকে। ঐ বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আমি বুঝলাম যে এ মহামারীটাকে এড়াতে পারবো না।

ও হচ্ছে এমন মেয়েদের একজন যাদের সঙ্গে সিঁড়িতে, বারান্দায়, প্যাসেজে সব সময় দেখা হয়ে যায়। কোনো ঘরে গিয়ে ঢুকলেই মিনিট খানেকের মধ্যে সে-ও ওখানে হাজির হয়। বাগানে বেড়াতে গেলে হুস করে কোনো ঝোপ বা গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে সে সামনে এসে দাঁড়ায়। দশ দিন যেতে মনে হতে লাগলো যে আমি পুরোপুরি ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

'জীভ্‌স, আমি সম্পূর্ণভাবে ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।'

'স্যার?'

'এ মেয়েটা আমাকে উত্যক্ত করছে। একটা মুহূর্তও একা থাকতে পারিনে। কথা ছিলো সিপ্পি এখানে আসবে ক্যামব্রিজ-এর কলেজগুলো নিয়ে লেখার উদ্দেশ্যে। মেয়েটি আজ সকালে আমাকে প্রায় সাতান্নটি কলেজ ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। বিকেল বেলায় একটু বসবো বলে বাগানে গেছি, অমনি মেয়েটা একটা ঠেলা-দরজা দিয়ে এসে একেবারে আমার গায়ের ওপর পড়লো। আজ সন্ধ্যায় মর্নিংরুমের মধ্যে আমাকে সে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। ব্যাপার-স্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে তাতে গোসল করার সময় তাকে টবের সাবান-গোলা পানিতে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখলেও আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবো না।'

'অত্যন্ত বিরক্তিকর, স্যার।'

'সত্যি তাই। কোনো প্রতিকার বাতলাতে পারো?'

'এ মুহূর্তে নয়, স্যার। মিস প্রিঙ্গলকে আপনার প্রতি সুস্পষ্টভাবে আকৃষ্ট বলে মনে হচ্ছে। আজ সকালে তিনি আমাকে লন্ডনে আপনার জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন।'

'বলছো কি?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে রইলাম জীভ্‌স-এর দিকে। একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা আমাকে গ্রাস করলো। আমি কাঁপতে লাগলাম থরথর করে।

সেদিন লাঞ্চের সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। আমরা সবেমাত্র কাটলেটগুলো গলাধকরণ করেছি। চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে অপেক্ষা করছি সেদ্ধ পুডিং-এর আমার ভাগটার জন্য। হঠাৎ চোখ তুলে চাইতে দেখলাম হেলোয়িস মেয়েটা কেমন যেন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে অপলকভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সে সময় ওটা নিয়ে তেমন ভাবিনি, কারণ সেদ্ধ পুডিং জিনিসটা এমন যে নিজের প্রতি সুবিচার করতে হলে ওটার প্রতি আপনাকে অখণ্ড মনোযোগ দিতে হবেই। কিন্তু এখন, জীভ্‌স যা বললো তার আলোকে ঘটনাটার কথা মনে পড়ায় মেয়েটির ঐ দৃষ্টির ভয়াবহ অর্থ পুরোপুরি আমি বুঝতে পারলাম।

এমন কি সেই মুহূর্তেও, মেয়েটির ঐ দৃষ্টির মধ্যে কি যেন একটা অদ্ভুতভাবে আমার কাছে পরিচিত মনে হয়েছিল। এখন আমি হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি, কেন। ঐ দৃষ্টিটা ছিলো অনরিয়া গ্লসপ্-এর সাথে আমার এনগেজমেন্ট-এর অব্যবহিত পূর্বে তার চোখে যে দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিলাম সেটারই অনুরূপ। শিকার চিহ্নিত করার পরে ব্যাঘ্রী যে দৃষ্টিতে তাকায় সেই দৃষ্টি।

'জীভ্‌স, আমার কি মনে হয় জানো?'

'স্যার?'

একটু ঢোক গিলে বললাম, জীভ্‌স, শোনো মন দিয়ে। আমি নিজেকে এমন কেউ বলে বিবেচনা করি না যার সাথে আধ মিনিট আলাপ করলেই কোনো মেয়ের মনের শান্তি নষ্ট হবে, বা সে উতলা হয়ে উঠবে। আসলে ঘটে তার উল্টোটা। আমার উপস্থিতিতে মেয়েদের চোখের ভুরু লাফ দিয়ে কপালে উঠে যায়। সুতরাং কেউ একথা বলতে পারে না যে আমি অহেতুক ঘাবড়ে যাবার মতো লোক। কথাটা তুমি স্বীকার করো তো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তবু জীভ্‌স, এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে এক ধরনের মেয়ে আছে যারা আশ্চর্যরকম ভাবে আমার মতো লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়।'

'খুবই সত্যি কথা, স্যার।'

'আমি বলতে চাচ্ছি, আমার বেশ ভালো রকমে জানা আছে যে একজন স্বাভাবিক মানুষের মাথায় যে পরিমাণ ঘিলু থাকা দরকার তার অর্ধেক আছে আমার মাথায়। অথচ, আমার চাইতে দ্বিগুণ ঘিলুওয়ালা কোনো মেয়ে আমাকে দেখলে চোখে প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে আমার দিকে শাঁ করে উড়ে আসে। কেমন করে এবং কেন এটা ঘটে আমি জানিনে, তবে এটাই সত্য।'

'স্যার, এটা হয়তো মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রকৃতিরই বিধান।'

'খুব সম্ভব তাই। যাই হোক, আমার ক্ষেত্রে এমনটি বার বার ঘটেছে। অনরিয়ার ব্যাপারে এরকমই ঘটেছিল। সে ছিলো গার্টন-এর সবচেয়ে মাথাওয়ালা মেয়েদের একজন। কিন্তু সে করলো কি? না, আমাকে খপ করে তুলে নিলো এক টুকরো স্টেক গিলতে ব্যস্ত মদ্দা কুকুর ছানার মতো।'

'স্যার, আমি শুনেছি যে মিস প্রিঙ্গল মিস গ্লসপ্‌-এর চাইতেও ভালো ছাত্রী ছিলেন।'

'তাহলেই বোঝো! জীভ্‌স, সে আমার দিকে তাকায়।'

'হ্যাঁ, স্যার?'

সিঁড়ির ওপর এবং প্যাসেজগুলোতে তার সাথে আমার কেবলই দেখা হয়ে যাচ্ছে।'

'সত্যি, স্যার?'

'আমার মনের উন্নতি সাধনের জন্য সে আমাকে নানা বই পড়তে বলে।'

'খুবই অর্থবহ ব্যাপার, স্যার।'

'আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময় একটা সসেজ খাচ্ছিলাম ! সে বললো ওটা আমার খাওয়া উচিত নয়, কারণ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে যে একটা মরা ইঁদুরের মধ্যে যতো জীবাণু থাকে তার সমপরিমাণ থাকে একটা চার ইঞ্চি সসেজের মধ্যে। ঐ মাতৃভাব-টাব আর কি, বুঝলে না? আমার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগ।'

'স্যার, এরপর তাঁর মনোভাব সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

'কিন্তু কি করা যায় বলতো, জীভ্‌স?'

'আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে, স্যার।'

'ভাববে তুমি : আমার কাছে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই।'

'আমি অবশ্যই বিষয়টির প্রতি যথাসাধ্য মনোযোগ দেবো এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করবো।'

একথা শোনার পর নিশ্চিন্তমনে গা ছেড়ে দিলাম।

পরদিন সকালে আমরা ক্যামব্রিজের আরো তেষট্টিটা কলেজ পরিদর্শন করলাম এবং লাঞ্চের পরে বললাম যে আমি আমার ঘরে শু'তে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মতো বিছানায় পড়ে থেকে ভাবলাম রাস্তা পরিষ্কার। জানালা টপকে বেরিয়ে হাতের কাছের পানির পাইপটা ধরে তরতর করে নেমে গেলাম বাগানে। পকেটে একটা বই এবং ধূমপানের সরঞ্জাম। আমার লক্ষ্য ছিলো বাগানের সামার-হাউস। মনে হয়েছিল ওখানে বসে চুপচাপ নির্বিঘ্নে ঘণ্টাখানেকের মতো সময় কাটানো যায়।

দারুণ লাগছিল বাগানের দৃশ্যটা। রোদে ঝলমল সবকিছু, গাছপালা, ফুল, পাতা। হেলোয়িস-এর উপস্থিতির কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছিলো না। বেড়ালটা খেলছিল লনের

ওপর। ওটাকে ডাকলাম চুক্ চুক্ করে। মৃদু গরগর শব্দ করে ওটা ছুটে এলো আমার দিকে। নিচু হয়ে ওটাকে কোলে তুলে নিয়ে কানের নিচে একটু সুড়সুড়ি দিতে যাবো এমন মুহূর্তে ওপর থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল। কি ব্যাপার? না, আন্ট জেন। জানালা দিয়ে শরীরটা অর্ধেক বের করে নিচের দিকে ঝুঁকে আছেন, ভীষণ উদ্বিগ্ন।

'ওহো, ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলে বেড়ালটা ছেড়ে দিলাম, ওটা ছুটে গিয়ে ঢুকলো একটা ঝোপের ভেতর। বৃদ্ধা আত্মীয়াটিকে একটা ইট ছুঁড়ে মারার ইচ্ছেটাকে দমন করে আমিও লুকোলাম একটা ঝোপের আড়ালে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে গেলাম সামার-হাউস পর্যন্ত। এবং বিশ্বাস করুন, প্রথম সিগারেটটা ধরিয়ে সবে টান দিয়েছি, অমনি একটা ছায়া এসে পড়লো আমার বইয়ের ওপর। তিনি এসে গেছেন–আমার গায়ে আঠার-মতো-লেগে-থাকা ভাইয়ের চাইতেও আপনজনটি।

'ওহো। আপনি তাহলে এখানে।' বলে বসে পড়লো হেলোয়িস আমার গা ঘেঁষে। আমার হোল্ডার থেকে সিগারেটটা টেনে নিয়ে ফেলে দিলো বাইরে, তারপর তরুণী বধূর মতো আবদারের সুরে বললো, 'সব সময় আপনি সিগারেট টানছেন। আমি চাই আপনি সিগারেট খাবেন না। আপনার জন্য এটা ক্ষতিকর। তাছাড়া, পাতলা ওভারকোটটা ছাড়া এখানে বসাও উচিত নয় আপনার। আপনাকে দেখাশোনা করার মতো কেউ একজন থাকা দরকার।'

'কেন, আমার তো জীভ্‌স রয়েছে।'

'আমি লোকটাকে পছন্দ করিনে।'

'তাই নাকি? কিন্তু কেন?'

'জানিনে। আমি চাই আপনি ওকে ছাড়িয়ে দেবেন।'

আমার মাংসপেশীতে খিঁচুনি ধরে গেল। কেন, তা বলছি। আমাদের বাগ্‌দানের পরে প্রথম যে কাজটি অনরিয়া গ্লসপ্ করে তা হলো আমাকে বলা যে সে জীভ্‌সকে পছন্দ করে না এবং সে চায় জীভ্‌সকে বিদায় দেয়া হোক। এ মেয়েটি কেবল দেহেই নয় হৃদয়ের কালিমায়ও যে অনরিয়ার মতো–এটা বুঝতে পেরে আমি প্রায় মূর্ছা গেলাম।

'কি পড়ছেন?'

আমার বইটা তুলে নিয়ে সে আবার কপাল কুঁচকালো। বইটা ডিটেক্টিভ গল্পের। লন্ডন থেকে এনেছিলাম ট্রেনে বসে চোখ বুলাবো বলে। বিশ্রীভাবে নাক কুঁচকে সে পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, 'এসব ননসেন্স কি করে পছন্দ করেন বুঝিনে…' তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বলে উঠলো, 'এই সেরেছে!'

'কি হলো?'

'আপনি বার্টি উস্টারকে চেনেন?'

'ওহ্…কি যে বলে…মানে এক-আধটু চিনি বৈকি।'

'লোকটা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর। তাকে আপনি বন্ধু বানাতে পারেন এতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। লোকটা মানসিকভাবে দুর্বল। এক সময় আমার কাজিন অনরিয়ার সাথে এনগেজ্‌ড হয়েছিল কিন্তু সে প্রায় পাগল হওয়ার মতো অবস্থায় বলে এনগেজ্‌মেন্টটা ভেঙে দিতে হয়। আমার খালু রডারিক তার সম্পর্কে কি বলেন তা শোনা উচিত আপনার!'

লক্ষ্য করলাম, বইটার মলাটের নিচে আমার লেখা নামটায় আঙুল চাপা দিয়ে কথা বলছে।

আমি তেমন উৎসাহ দেখালাম না।

'খুব দেখা-সাক্ষাৎ হয় তার সঙ্গে?'

'দেখাসাক্ষাৎ বেশ হয় বৈকি।'

'আপনার ওপর তার প্রভাব ভালো হতে পারে না। আমি চাই ওর সাথে মেলামেশা আপনি ছেড়ে দিন। ছাড়বেন কি?'

'সেটা…' বলে শুরু করতে যাচ্ছি এমন সময় বুড়ো কালবার্ট, মানে বেড়ালটা, ঝোপের ভেতর একা একা ভালো লাগছিল না বলে মুখে বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে এসে আমার কোলে চড়ে বসলো। আমিও বেশ আগ্রহের সাথে ওকে অভ্যর্থনা জানালাম। বেড়াল হলেও আমাদের মধ্যে সে তৃতীয়জন হয়ে দাঁড়ালো এবং প্রসঙ্গ বদলানোর একটা সুযোগ এনে দিলো।

'বেড়াল বড় আমুদে জীব,' বললাম আমি।

কিন্তু বেড়াল প্রসঙ্গটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে বললো, 'বার্টি উস্টারকে ছাড়বেন কিনা বলুন?'

'খুব কঠিন হবে।'

'বাজে কথা! সামান্য একটু ইচ্ছাশক্তি থাকলেই পারবেন। সেদিন কাগজে দেখলাম রাস্তায় একটা ন্যাক্কারজনক গোলমাল করার দায়ে তার জরিমানা হয়েছে। নিশ্চয়ই তেমন বেশি আকর্ষণীয় মানুষ সে হতে পারে না। খালু রডারিক বলেন, 'সে একজন মেরুদণ্ডহীন অপচয়কারী।'

তার খালু রডারিক সম্বন্ধে আমি যা যা ভাবি সেসব কিছু কিছু আমিও বলতে পারতাম, কিন্তু আমার জবান বন্ধ, মুখে তালা।

'আমাদের শেষবার দেখা হবার পরে আপনি অনেক বদলে গেছেন। আপনার মনে আছে কি, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আপনি বলতেন যে আমার জন্য আপনি যে কোনো কাজ করবেন?' বললো পিঙ্গল ব্যাধিটি।

'বলতাম নাকি?'

'আমার মনে পড়ে, একবার চুমু খেতে দেইনি বলে রেগে গিয়ে আপনি কেঁদেছিলেন।'

কথাটা তখন আমার বিশ্বাস হয়নি এবং এখনও হয় না। সিপ্পি অনেক ব্যাপারেই বেশ বাহাদুর ছেলে। কিন্তু তাই বলে দশ বছরে সে ওরকম গাধার মতো কাজ করেছে এটা হতে পারে না। আমি মনে করি মেয়েটা মিথ্যে কথা বলেছে এবং তার ফল ভালো হয়নি। কয়েক ইঞ্চি সরে বসলাম তার কাছ থেকে, চিন্তিতমুখে চেয়ে রইলাম সামনের দিকে।

এমন সময় আমার হঠাৎ ইচ্ছে হলো একটা পাগলামি করে বসি। আমি কি বলতে চাই আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। এরকম ইচ্ছে মাঝে মধ্যে সবারই হয়। যেমন ধরুন, জনাকীর্ণ হলে বসে নাটক দেখতে দেখতে হঠাৎ খেয়াল চাপলো 'আগুন! আগুন!' বলে চেঁচিয়ে উঠে পরে কি হয় দেখতে, কিংবা কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ লোকটার চোখে একটা ঘুসি মারার ইচ্ছে জাগলো। আমারো হঠাৎ ইচ্ছে হলো ওকে চুম্বন করার।

'চুমু খাওয়ার জন্য কেঁদেছি? সত্যি?'

'ভুলে গেছেন?' বলে মুখ তুললো সে। আমিও তার দিকে ঝুঁকতে গেলাম। ঠিক ঐ সময় দরজার কাছে ধ্বনিত হলো আমার জীবনে শোনা সবচেয়ে মিষ্টি স্বরে, 'বোড়ালটা আমাকে দাও তো!'

চোখ দুটো খুলে তাকালাম। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছেন মহামতি বৃদ্ধা জেন, নারী জাতির রানী, তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে যেন আমি একজন শব ব্যবচ্ছেদকারী, পরীক্ষা চালাচ্ছি তাঁর বেড়ালটার ওপর, আর তিনি এসে আমাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছেন।

উঠে পড়লাম। কোনো কথা না বলে দ্রুত পা চালিয়ে সরে গেলাম সেখান থেকে। যেতে যেতে শুনলাম সাতাশি বছরের বৃদ্ধাটি বলছেন, 'সে একটা ধনুক থেকে তীর মেরেছে আমার টিব্বিকে...'

পরের কয়েকটা দিন বেশ শান্তিতেই কাটলো। হেলোয়িসের সাথে দেখা-সাক্ষাৎও কমই হলো। দেখলাম আমার জানালার বাইরেকার পানির নলটির কৌশলগত মূল্য প্রশংসার অতীত। এখন আমি অন্য কোনো পথে বাড়ি থেকে বেরুই না। মনে হলো যে ভাগ্যটা এরকম থাকলে আমার দণ্ডের পূর্ণ মেয়াদ এ বাড়িতে কাটিয়ে যেতে পারবো।

কিন্তু ইতিমধ্যে, সিনেমার পর্দায় যেমন দেখা যায় তেমনি, এক রাতে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখলাম যে পরিবারের সবাই সেজেগুজে কেতাদুরস্ত হয়ে উপস্থিত। প্রফেসর, মিসেস প্রফেসর, দুই দর্শনীয় বস্তু, মেয়ে হেলোয়িস, বসে আছেন একের পর এক। বেড়ালটা ঘুমাচ্ছে কার্পেটের ওপর, খাঁচার ভেতর বসে আছে ক্যানারি পাখিটা। কোনো কিছুরই ঘাটতি ছিলো না যাতে মনে হতে পারে যে সমাবেশটা আর সব রাতের মতো গতানুগতিক নয়।

ড্রয়িংরুমে বা কোনো ঘরে প্রবেশের সময় প্রবেশ-ভাষণের মতো কিছু একটা বলা আমার অভ্যেস। তাই বেশ ফুর্তির ভাব নিয়ে বললাম, 'বেশ, বেশ, বেশ! হাল্লো...আল্লো...আল্লো!'

'সারাদিন কোথায় ছিলেন?' তিরস্কার মাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো হেলোয়িস।

'লাঞ্চের পরে আমার রুমে চলে গিয়েছিলাম।'

'পাঁচটার সময় সেখানে আপনি ছিলেন না।'

'না। কলেজগুলোর বিষয়ে কিছুক্ষণ কাজ করে একটু পায়চারি করতে বেরিয়েছিলাম। শরীর ঠিক রাখতে হলে ব্যায়াম করতেই হবে।'

প্রফেসর মন্তব্য করলেন, 'দেহ সুস্থ থাকলে মনও সুস্থ থাকে (Mens sana in corpore sano)।

সবকিছু চলছিল বেশ সুন্দরভাবে। আমিও খুব চাঙ্গা বোধ করছিলাম। এমন সময় মিসেস প্রিঙ্গল হঠাৎ একটা বালির বস্তা ছুঁড়ে মারলেন আমার মাথার খুলির গোড়াটায়। আসলে বস্তা ছুঁড়লেন তা বলছিনে। না, না, সেটা তিনি করেননি। আমি একটু আলংকারিক ভাষায় কথা বলি কিনা, তাই ওভাবে বলেছি।

'রডারিক বড্ডো দেরি করে ফেললো,' মন্তব্য করলেন মিসেস প্রিঙ্গল।

আপনাদের কাছে হয়তো অদ্ভুত মনে হতে পারে যে ঐ নামের শব্দটা একখানা থাম ইটের মতো আমার স্নায়ু কেন্দ্রে গিয়ে আঘাত হানলো। কিন্তু আমার কাছ থেকে জেনে রাখুন, স্যার রডারিক গ্লসপ্-এর সংস্রবে যাকেই যেতে হয়েছে সে জানে যে রডারিক দুনিয়াতে একজনই আছে এবং সেই একজন একাই একশো।

'রডারিক কে?' জানতে চাইলাম ক্ষীণ কণ্ঠে।

প্রফেসর বললেন, 'আমার ভায়রা স্যার রডারিক গ্লসপ্ আজ রাতে ক্যামব্রিজে আসছেন। আগামী কাল সেন্ট লিউক-এ তিনি বক্তৃতা করবেন। এখানে ডিনার করবেন আজ।'

দস্যুদের গুহায় ফাঁদে আটকা-পড়া গল্পের সেই নায়কের মতো অনুভূতি নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এদিকে দরজা খুলে গেল। পরিচারিকা না কে যেন ঘোষণা করলো, 'স্যার রডারিক গ্লসপ্!' এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি এলেন।

যে সব কারণে সমাজের ভালো ভালো লোকেরা এ বুড়োটাকে পছন্দ করে না তার অন্যতম হলো এই যে বুড়োর মাথাটা সেন্ট পল গির্জার গম্বুজের মতো এবং চোখের ভুরুগুলো সব সময় নাচানাচি করছে, বাঁকা হচ্ছে, সঙ্কুচিত হচ্ছে। পেছনে কৌশলগত রেলপথ তৈরি করে নেয়ার আগে এরকম টাক-মাথা ও মোটা ভুরুওয়ালা লোককে নিজের দিকে এগিয়ে আসতে দেখাটা এক জঘন্য অভিজ্ঞতা।

তিনি ঘরে আসতেই আমি একটা সোফার পেছনে আশ্রয় নিয়ে আমার আত্মাটাকে ওপরওয়ালার হাতে সঁপে দিলাম। বিপদ যে এরকম একজন কালচে রঙের লোকের মাধ্যমেই আসছে তা জানার জন্য কাউকে হাত দেখাতে হয়নি আমার।

আমার ওপর প্রথমে নজর পড়েনি তাঁর। প্রফেসর ও তাঁর স্ত্রীর সাথে হ্যান্ডশেক করে, হেলোয়িসকে চুমু দিয়ে, দর্শনীয় বস্তু দুটোকে 'বাউ' করে সম্মান দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। পথে একটা সামান্য দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আমার শোফার বললো যে…'

এতোক্ষণে তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করলেন, যেন আমি তাঁর দেহের অভ্যন্তরে কোথাও প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছি।

প্রফেসর আঙুল তুলে পরিচয় করিয়ে দিতে গেলেন, 'এটি…'

'মি. উস্টারের সাথে আমার পরিচয় আছে।'

প্রফেসর বলে গেলেন, 'এ হচ্ছে মিস শিপার্লির বোন-পো অলিভার। মিস শিপার্লিকে মনে আছে তো?'

গর্জে উঠলেন স্যার রডারিক, 'কি সব বলছো তুমি?' পাগল ঘাঁটতে ঘাঁটতে গলার আওয়াজটা তাঁর এমনিতেই কর্কশ ও রুক্ষ হয়ে গেছে। 'এ হলো সেই হতচ্ছাড়া ছোকরা বার্ট্রাম উস্টার। অলিভার আর শিপার্লিদের নিয়ে কেন বাজে বকবক করছো?'

স্বাভাবিক বিস্ময় নিয়ে প্রফেসর তাকালেন আমার দিকে। অন্য সবাইও তাই করলো। একটু দুর্বল হাসি হেসে আমি বললাম, 'দেখুন, আসলে…।'

পরিস্থিতির সাথে লড়ছিলেন প্রফেসর। তাঁর মগজের গুঞ্জনধ্বনি আমার কানে

আসছিল। কাতরস্বরে তিনি বললেন, 'কিন্তু সে তো বললো তার নাম অলিভার শিপার্লি।'

হেঁড়ে গলায় স্যার রডারিক আমাকে হুকুম দিলেন, 'এখানে এসো। আমি কি এটাই বুঝবো যে তুমি একজন পুরানো বন্ধুর বোন-পো সেজে এ পরিবারটার ওপর চড়াও হয়েছো?'

বর্ণনাটা নির্ভুল বলেই মনে হলো। বললাম, 'ইয়ে, মানে, হ্যাঁ।'

একচোখ দিয়ে স্যার রডারিক তাকালেন আমার দিকে। দৃষ্টিটা যেন আমার দেহ ফুঁড়ে মগজ পর্যন্ত চলে গেল, কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলো দেহের সর্বত্র, তারপর বেরিয়ে গেল পিঠ ফুঁড়ে।

'উন্মাদ! বিলকুল উন্মাদ। যেদিন একে প্রথম দেখি সেদিনই বুঝেছিলাম যে বদ্ধ উন্মাদ এটা।'

'কি বলছে ও?' জানতে চাইলেন আন্ট জেইন।

প্রফেসর গলা চড়িয়ে বললেন, 'রডারিক বলছে যে এ ছেলেটা পাগল।'

'আহ! আমিও তাই ভেবেছিলাম। পানির নল বেয়ে সে নিচে নামে।'

'কি করে সে?'

'আমি দেখেছি, অনেকবার!'

ঘোড়ার মতো নাক বাজিয়ে স্যার রডারিক বলে উঠলেন, 'এ-কে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে রাখা উচিত। এর মতো মানসিক অবস্থার একটা লোককে দুনিয়াময় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে দেয়া খুবই খারাপ। পরবর্তী পর্যায়ে সে মানুষ খুন করতে পারবে খুব সহজে।'

আমার মনে হলো, সিপ্পির ব্যাপারটা ফাঁস করে দিয়ে হলেও নিজেকে এ ভয়ঙ্কর অভিযোগ থেকে মুক্ত করা কর্তব্য। সিপ্পির তো যা হবার হয়েই গেছে।

বললাম, 'আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে দিন। সিপ্পিই আমাকে এখানে আসতে বলেছে।'

'তার মানে?'

'সে নিজে আসতে পারছিল না, কারণ নৌকাবাইচের রাতে এক পুলিস্‌কে মারধোর করায় তার জেল হয়ে গেছে।'

দেখুন, গল্পটা ওদেরকে বোঝানো খুব সহজ হয়নি এবং এমনকি বুঝিয়ে বলার পরেও আমার প্রতি ওদের মধ্যে কোনো উষ্ণতার সঞ্চার হতে দেখা গেল না। ডিনারের ঘোষণা দেয়ার পর আমি বেরিয়ে এসে সোজা চলে গেলাম নিজের কামরায়। ডিনারে বসে কিছু খেয়ে নিলে হতো, কিন্তু পরিবেশটা তার উপযোগী ছিলো না।

'জীভ্‌স, আমরা ডুবে গেছি।'

'স্যার?'

'নরকের ভিতগুলো নড়ে উঠেছে, খেল খতম।'

মনোযোগ দিয়ে সব শুনলো জীভ্‌স। তারপর বললো, 'স্যার, এরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা সব সময়ই ছিলো। এখন শুধু শেষ পদক্ষেপটা নেয়াই বাকি রয়েছে।'

'সেটা কি?'

'মিস শিপার্লির কাছে গিয়ে দেখা করা, স্যার।'

'কেন, কোন্ কাজে?'

'স্যার, ঘটনাটা প্রফেসর প্রিঙ্গলের চিঠির মাধ্যমে তাঁর জানার পরিবর্তে যদি আপনি গিয়ে তাঁকে অবহিত করেন তবে সেটা যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমার ধারণা। মি. শিপার্লিকে যথাসাধ্য সাহায্য করার ইচ্ছেটা আপনার এখনো অটুট থাকলে আপনি এটা করতে পারেন।'

'আমি সিপ্পিকে ডোবাতে পারিনে। যদি মনে করো যে এতে ভালো হবে...'

'আমরা তো চেষ্টা করতে পারি, স্যার। আমার মনে হচ্ছে আমরা হয়তো দেখবো যে মিস শিপার্লি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মি. শিপার্লির অপরাধগুলোকে বিচার করতে ইচ্ছুক।'

'তোমার এরকম মনে হবার কারণ?'

'এটা আমার একটা অনুভূতি মাত্র।'

'বেশ, তুমি যদি মনে করো যে চেষ্টাটা করা উচিত...তা ওখানে যাবো কি করে?'

'স্যার, দূরত্বটা প্রায় একশো পঞ্চাশ মাইল। সবচেয়ে ভালো হবে একটা গাড়ি ভাড়া করলে।'

'যাও, এখুনি নিয়ে এসো।'

আন্ট জেইন, স্যার রডারিক ইত্যাদির কথা নাই বললাম–শুধু হেলোয়িস প্রিঙ্গল-এর কাছ থেকে দেড়শো মাইল দূরে চলে যাবার আইডিয়াটি কি যে ভালো লাগলো কেমন করে আপনাদেরকে বোঝাই?

বেকলি-অন-দি-মূর-এর প্যাডক নামের বাড়িটি গ্রাম থেকে মাইল কয়েক দূরে। পরদিন স্থানীয় সরাইতে পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রওনা দিলাম প্যাডকের উদ্দেশে। গত দু'সপ্তাহে আমার শরীর ও মনের ওপর যে ধকল গেছে তাতে দু'টোই শক্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া, মিস শিপার্লি আর যাই হোন, স্যার রডারিক গ্লসপ্ তো নন। কাজেই হালকা মন নিয়েই চললাম।

প্যাডক হচ্ছে একটা মাঝারি আকারের বাড়ি। সামনে অতি ছিমছাম একটা বাগান। খুব যত্নে তৈরি নুড়ি পাথরের একটি গাড়ি চলার রাস্তা। রাস্তাটা এতো সুন্দর ও মসৃণ যেন এইমাত্র ড্রাই ক্লিনার থেকে এনে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। বাড়িটার দিকে এক পলক তাকালেই মনে হয় কারো খালা এখানে থাকেন। ঐ রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে এগোতেই লক্ষ্য করলাম যে বাগানের মাঝামাঝি জায়গায় বালতি হাতে এক মহিলা ফুলের কেয়ারি নিয়ে কি সব করছেন। ভাবলাম, যার কাছে যাচ্ছি তিনি এ মহিলা না হয়ে পারেন না। সুতরাং থেমে, গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'মিস শিপার্লি?'

তিনি ছিলেন আমার দিকে পেছন ফিরিয়ে। আমার গলার শব্দে চমকে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর ধাতস্থ হয়ে অনেকটা বোকার ভঙ্গিতে তাকালেন আমার দিকে। মহিলাটি বিশালদেহী ও শক্ত-সমর্থ। তাঁর মুখটা একটু লাল্‌চে।

বললাম, 'আপনাকে চমকে দিইনি তো?'

'আপনি কে?'

'আমার নাম উস্টার। আপনার বোন-পো অলিভারের বন্ধু।'

তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস আরো নিয়মিত হয়ে এলো।

'তাই নাকি? আপনার গলা শুনে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম অন্য কেউ।'

'না, আমি অন্য কেউ নই, যা বলেছি তাই। আমি এখানে এসেছি অলিভার সম্পর্কে কথা বলতে।'

'অলিভার সম্পর্কে কি কথা?'

দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আমার আত্মবিশ্বাস অনেকটা উবে গেল।

'আপনাকে প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো যে কাহিনীটা একটুখানি বেদনাকর।'

'অলিভার কি অসুস্থ? কোনো দুর্ঘটনায় পড়েনি তো সে?' উদ্বেগ ঝরে পড়লো তাঁর কণ্ঠ থেকে। মানবিক অনুভূতির এ অভিব্যক্তিতে খুশি হলাম। তাই ঠিক করলাম আর দেরি না করে যা বলার বলে ফেলাই ভালো।

'না, না, সে অসুস্থ নয়। আর, অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা নির্ভর করছে অ্যাক্সিডেন্ট আপনি কোনটাকে মনে করেন তার ওপর। সে 'চৌকিতে' আছে।'

'চৌকিতে মানে?'

'জেলখানায়।'

'জেলখানায়!'

'দোষটা পুরোপুরি আমার। নৌকা বাইচের রাতে আমরা পায়চারি করছিলাম। আমি তাকে বুদ্ধি দিয়েছিলাম একজন পুলিসের হেলমেট কেড়ে নিতে।'

'বুঝলাম না।'

'দেখুন, সে ছিলো মনমরা অবস্থায়। ভুল করে হোক বা সঠিকভাবে, আমি ভাবলাম যে সে যদি রাস্তাটা পার হয়ে গিয়ে একটা পুলিসের হেলমেট কেড়ে নিয়ে আসে তাহলে তার মনটা খুশি হয়ে উঠবে। আইডিয়াটা তারও ভালো লাগায় সে গেল হেলমেট কেড়ে আনতে। কিন্তু পুলিসটা শুরু করলো দারুণ হৈ-চৈ। তখন অলিভার ওকে পেঁদিয়ে দিলো।'

'পেঁদিয়ে দিলো মানে?'

'মানে হালুয়া বানালো–ভুঁড়িতে পেল্লায় এক ঘুসি লাগালো।'

'আমার বোন-পো ঘুসি মেরেছে পুলিসের ভুঁড়িতে?'

'এক্কেবারে ভুঁড়ির মাঝখানটায়। পরদিন সকালে নাসিকাটা–মানে ম্যাজিস্ট্রেটটা তাকে অপশন ছাড়া তিরিশ দিনের জন্য ব্যাস্টিলে পাঠিয়ে দিলো।

উদ্বেগের সাথে আমি লক্ষ্য করছিলাম ব্যাপারটাকে তিনি কিভাবে গ্রহণ করেন। এ পর্যন্ত বলতেই দেখলাম মুখটা তার দুভাগ হয়ে গেল। মুহূর্ত-খানেক একটা বড় হাঁ ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। পরক্ষণেই তিনি গড়িয়ে পড়লেন ঘাসের ওপর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে পাগলের মতো বালতিটা দোলাতে লাগলেন।

আমার মনে হলো তাঁর ভাগ্য ভালো যে স্যার রডারিক গ্লসপ্ ধারেকাছে নেই। থাকলে তাঁর মাথার ওপর বসে স্ট্রেট-জ্যাকেট আনতে বলতেন।

'আপনি বিরক্ত হননি তো?'

'বিরক্ত? এরকম চমৎকার ঘটনার কথা আমি জীবনে আর শুনিনি!' বলে হাসতে লাগলেন আবার।

খুশি হলাম, স্বস্তি পেলাম।

'তার জন্য আমি গর্বিত,' বললেন তিনি।

'খুব ভালো কথা।'

'ইংল্যান্ডের প্রত্যেকটা জোয়ান ছেলে যদি পুলিসের ভুঁড়িতে ঘুসি মেরে বেড়াতো তাহলে দেশটা অনেক বেশি বাসযোগ্য হয়ে উঠতো।'

তিনি কেন একথা বললেন তা আমার বোধগম্য হলো না। তবে সবই মনে হলো ঠিক আছে। কাজেই তাঁকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

সরাইখানায় ফিরে এসে জীভ্‌সকে বললাম, 'সব খবর ভালো। কিন্তু কেন, তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'মিস শিপার্লির সাথে আপনার দেখা হবার পর আসলে কি কি ঘটেছে, স্যার?'

'আমি তাঁকে বললাম পুলিসকে মারধর করার দায়ে সিপ্পি জেল খাটছে। শুনে তিনি হাসতে লাগলেন প্রাণ খুলে, খুশিতে বালতি দোলালেন এবং বললেন যে সিপ্পির জন্য তিনি গর্বিত।'

'আমি মনে হয় তাঁর এ স্পষ্ট পাগলামির একটা ব্যাখ্যা দিতে পারি, স্যার'। আমি খবর পেয়েছি যে গত দুই সপ্তাহ ধরে স্থানীয় পুলিস কনস্টেবল মিস শিপার্লিকে ভয়ানক বিরক্ত করেছে। নিঃসন্দেহে এ কারণেই তিনি গোটা পুলিসবাহিনীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন।'

'সত্যি? কেমন করে এটা ঘটলো বলো তো?'

'স্যার, কনস্টেবলটি তার কর্তব্য পালনে কিছুটা অতি-উৎসাহ দেখিয়েছে। সে গত দশদিনে নির্ধারিত গতিসীমা লঙ্ঘন করে গাড়ি চালানো, কলারহীন অবস্থায় তাঁর কুকুরগুলোকে বাইরে বেরুতে দেয়া এবং তাঁর চিমনি থেকে বেশি ধোঁয়া বের হওয়া বন্ধ না করার দরুন কমপক্ষে তিনবার তাঁর ওপর সমন জারি করেছে। মিস শিপার্লি স্বভাবত একজন স্বেচ্ছাচারী। অতীতে তিনি অবাধে এসব করে এসেছেন। কনস্টেবলটির অপ্রত্যাশিত উৎসাহের কারণে তিনি শ্রেণী হিসেবে পুলিস বিদ্বেষী হয়ে পড়েছেন। ফলে, পুলিসের ওপর মি. শিপার্লির হামলাকে তিনি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেছেন।'

'জীভ্‌স, এসব কথা তুমি শুনলে কার কাছে?'

'কনস্টেবল নিজেই বলেছে, স্যার। সে আমার কাজিন।'

হাঁ করে চেয়ে রইলাম লোকটার দিকে। সবকিছু আমি দেখলাম, মানে পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

'কি সব্বোনাশ, জীভ্‌স! তুমি ঘুষ-টুষ দাওনি তো কনস্টেবলকে?'

'না, না, স্যার। তবে গত সপ্তাহে তার জন্মদিন গেছে কিনা, তাই একটা ছোট্ট উপহার দিয়েছিলাম তাকে। স্যার, এলবার্ট বরাবরই আমার প্রিয়।'

'কতো খরচ করেছো?'

'মাত্র পাঁচ পাউন্ড, স্যার।'

পকেট হাতড়ে বের করে বললাম, 'এই নাও। আরো পাঁচ পাউন্ড দিলাম তোমার সৌভাগ্য কামনা করে।'

'ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

'জীভ্‌স, তোমার কাজ-কারবার না, বড় রহস্যজনক। কি রকম কায়দা করে তুমি একেকটা আশ্চর্যজনক কাণ্ড ঘটাও। আমি একটু গান গাইবো, তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না, স্যার। আপনি প্রাণ খুলে গান করুন।'

বিঙ্গো ছোঁড়ার পাশে দাঁড়াতে গিয়ে

লেখাটা শেষ করে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলাম। কপালের অনেক ঘাম ঝরানোর পরে মনে হলো মোটামুটি একটা ভালো রূপ নিয়েছে। পড়তে পড়তে ভাবতে লাগলাম আরেকটা পৃষ্ঠা জুড়ে দেবো কিনা। এমন সময় দরজায় টোকা মেরে জীভ্‌স এসে হাজির হলো।

'মিসেস ট্র্যাভার্স, স্যার, টেলিফোন ধরে আছেন।'

'অ্যাঁ?' বললাম অন্যমনস্কভাবে।

'হ্যাঁ, স্যার। তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং আপনি তাঁর জন্যে যে আর্টিকেলটা লিখছেন ওটা কতদূর এগিয়েছে তা জানতে চেয়েছেন।'

'জীভ্‌স, মেয়েদের কাগজে আমি পুরুষের অন্তর্বাসের কথা উল্লেখ করতে পারি কি?'

'না, স্যার।'

'তাহলে তাঁকে বলে দাও যে লেখাটা হয়ে গেছে।'

'তাই বলবো, স্যার।'

'আর জীভ্‌স, বলা হয়ে গেলে এখানে চলে এসো। আমি চাই যে লেখাটা ঠিক হয়েছে কিনা তা তুমি একটু চোখ বুলিয়ে দেখে দেবে।'

আমার আন্ট ডাহ্‌লিয়া 'মাই লেডিস্ বুডোয়ার' নামের একখানি পত্রিকা বের করেন। সম্প্রতি তিনি আমাকে কোণঠাসা করে আমার কাছ থেকে তাঁর পত্রিকার 'হাজব্যান্ডস অ্যান্ড ব্রাদার্স' পৃষ্ঠায় 'সুবেশী পুরুষরা কি পরছেন' শিরোনামে একটা লেখা দেয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে আন্টদেরকে উৎসাহ দানে আমি বিশ্বাসী। তাঁর চাইতে খারাপও তো কতজন আছেন এবং ওঁদের উপদ্রবও তো কম সইতে হচ্ছে না। তাই আমি রাজি হয়ে যাই। কিন্তু আপনাদেরকে সত্য করে বলতে পারি যে, কিসের মধ্যে নিজেকে জড়াতে যাচ্ছি সে বিষয়ে বিন্দু-বিসর্গ ধারণা থাকলে বোনপো-সুলভ ভক্তিনিষ্ঠা যতোই থাক না কেন, তাঁকে কাঁচকলা দেখানো থেকে কিছুতেই নিজেকে বিরত রাখতে পারতাম না। অত্যন্ত জঘন্য এবং স্বাস্থ্য হানিকর কাজ এই প্রবন্ধ লেখাটা।

লেখক-টেখক জাতীয় লোকদের মাথায় যে বড় বড় টাক থাকে, আর ওদের মুখগুলো যে রুগ্ন পাখির মুখের মতো হয় এতে আমি এখন বিস্মিত হইনা।

জীভ্‌স ফিরে আসলে বললাম, 'তুমি "মাই লেডিস্ বুডোয়ার" নামের কাগজখানা পড়ো না?'

'না, স্যার। ওটা চোখে পড়েনি এখনো।'

'আগামী হপ্তায় ছয় পেন্স খরচ করে কাগজটা কিনে নিও। এ লেখাটা ওই কাগজে বেরুবে। মুখোশধারী ভদ্রলোকদের সম্পর্কে উস্টার কি বলেন···বুঝলে না?'

'সত্যি, স্যার?'

'হ্যাঁ, জীভ্‌স, সত্যি। বিষয়টার ওপর আমি বেশ খোলাখুলি বক্তব্য রেখেছি। ছোটো মোজার ব্যাপারে যা বলেছি ভালো লাগবে তোমার।'

সে আমার লেখাটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলো। মুচকি হাসতে হাসতে মাথা নাড়লো অনুমোদনের ভঙ্গিতে।

'সকস্ প্যাসেজটা বেশ ভালোই হয়েছে, স্যার।'

'বক্তব্যটা পরিষ্কার হয়েছে, না?'

'খুবই পরিষ্কার হয়েছে, স্যার।'

সে পড়ে যেতে লাগলো। হঠাৎ দেখলাম মুখটা তার কালো হয়ে গেল। একটা অপ্রীতিকর অবস্থার জন্য মনে মনে তৈরি হয়ে বললাম, 'সন্ধ্যায় পরার নরম সিল্কের শার্ট সম্পর্কিত বক্তব্য পড়ছো নাকি?'

শীতল চাপাকণ্ঠে জীভ্‌স বললো, 'হ্যাঁ, স্যার। যদি দোষ না ধরেন তাহলে বলতে পারি···।' এমনভাবে কথাগুলো বলতে চাইলো যেন কোনো ব্যক্তিগত বন্ধু তার পায়ে কামড়

দিয়ে বসেছে।

'তোমার পছন্দ হচ্ছে না বক্তব্যটা?'

'না, স্যার। হচ্ছে না। সান্ধ্য পোশাকের সাথে নরম সিল্কের শার্ট পরা হয় না।'

'জীভ্‌স, ওগুলো পরা হবে। তোমাকে এখনি জানিয়ে দিতে পারি যে আমি পীবডি অ্যান্ড সিমস্‌-এর দোকানে ঐ শার্ট এক ডজন্‌ অর্ডার দিয়ে এসেছি। এব্যাপারে কোনো আপত্তি চলবে না। আমি কোনো কথাই শুনবো না,' বললাম তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে।

'আমি যদি···।'

'না, জীভ্‌স, যুক্তি দেখিয়ে কোনো লাভ হবে না। সকস্‌, টাই, পায়ের পট্টি ইত্যাদির ব্যাপারে তোমার বিচারবুদ্ধিকে যথেষ্ঠ মর্যাদা দেই। কিন্তু সান্ধ্যপোশাকের শার্টের ব্যাপারে তোমার বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়। ঐ শার্টের প্রতি তোমার বিদ্বেষ রয়েছে এবং তুমি প্রতিক্রিয়াশীল। শুনে হয়তো আশ্চর্য হবে যে আমি যখন লে তৌকেত-এ ছিলাম তখন এক রাতে প্রিন্স অভ ওয়েল্‌সকে নরম সিল্ক শার্ট পরে ক্যাসিনোতে ঢুকতে দেখেছি।'

'স্যার, হিজ রয়্যাল হাইনেস যেমন ইচ্ছে চলতে পারেন, কিন্তু আপনার বেলায়···'

'না, জীভ্‌স, তর্কে লাভ হবে না। আমরা উস্টাররা যখন গোঁ ধরি···তখন···বুঝতেই পারছো কি বলতে চাচ্ছি।'

'বেশ ভালো, স্যার।'

দেখলাম সে আহত হয়েছে। গোটা ব্যাপারটাই অবশ্য বিরক্তিকর, কিন্তু তা এড়ানোর উপায় নেই। আমি তো তার ভূমিদাস নই যে হুকুম মাফিক চলবো! প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম। 'জীভ্‌স, তোমার জানা মতো কোনো হাউসমেইড আছে?'

'হাউসমেইড, স্যার?'

'দেখো জীভ্‌স, ভান করো না। হাউসমেইড কাকে বলে তুমি জানো।'

'আপনার হাউসমেইড দরকার, স্যার?'

'না, কিন্তু মি. লিটল-এর দরকার। কয়েকদিন আগে ক্লাবে দেখা হলো তাঁর সাথে। তিনি বললেন দামী চীনেমাটির জিনিসপত্র সাবধানে নাড়াচাড়া করে এমন একজন হাউসমেইড যে তাঁকে যোগাড় করে দেবে তাকে মিসেস লিটল ভালো পুরস্কার দেবেন।'

'সত্যি, স্যার?'

'হ্যাঁ। এখন যেটি আছে, ও নাকি টাইফুন, সাইমুম কিংবা সিরোকোর গতিতে চলে, অবজেক্টস দ্য আর্ট সব ভেঙেচুরে খান খান করে।'

'আমি অনেককেই চিনি, স্যার। কাউকে ঘনিষ্ঠভাবে, আবার কেউ কেউ পরিচিত মাত্র।'

'বেশ, তাহলে খোঁজা শুরু করো পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে। এখন আমার হ্যাট, ছড়ি আর বাকি সব জিনিস দাও। এ লেখাটা দিয়ে আসি।'

'মাই লেডিস্‌ বুডোয়ার' অফিসের সামনে পৌঁছুতেই দেখি মিসেস লিট্‌ল বেরিয়ে আসছেন। অনেকদিন তাঁদের ওদিকে না গেলেও পুরানো পারিবারিক বন্ধু বলে বেশ উষ্ণ সম্ভাষণই তিনি জানালেন আমাকে। 'এদিকে তোমার কি কাজ পড়লো, বার্টি? আমি ভেবেছিলাম লিচেস্টার স্কোয়ারের পুব দিকে তুমি আসোই না।'

'আন্ট ডাহলিয়া একটা লেখা চেয়েছিলেন, ওটা দিতে এলাম।'

'কি চমৎকার যোগাযোগ! আমিও তো এইমাত্র তাঁকে একটা লেখা দেবো বলে কথা দিয়ে এলাম।'

'ঐ কম্মোটি করতে যেও না। তোমার ধারণাই নেই যে কাজটা কি বিশ্রী পরিশ্রমের···ওহো, আমার অবশ্য ভুল হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো এতে অভ্যস্ত, তাই না?'

আস্ত একটা বুদ্ধুর মতো কথা বলে ফেলেছি। আপনাদের তো মনে আছে যে বিঙ্গো ছোঁড়াটা বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক রোজি এম. ব্যাঙ্কসকে বিয়ে করেছে। বাজারে ওর বই হুহু করে কাটে। কাজেই সামান্য একটা প্রবন্ধ লেখা কিছুই না ওর জন্য।

'না, ওতে আমার তেমন কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। তোমার আন্ট একটা চমৎকার বিষয় ঠিক করে দিয়েছেন।'

'তাহলে ভালো। ওহো, তোমার জন্য একটা হাউসমেইড যোগাড় করে দেয়ার ব্যাপারে

আমার লোক জীভ্‌স-এর সাথে আলাপ করেছি। সে অনেককেই চেনে।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। আচ্ছা, আগামীকাল রাতে কি তোমার কোনো ব্যস্ততা আছে?'

'মোটেই না।'

'তাহলে ডিনারের আমন্ত্রণ রইলো। তোমার আন্ট আসবেন এবং তোমার আঙ্কলকেও আনতে পারেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের আশায় আছি।'

'ধন্যবাদ। আনন্দিত হলাম।'

আনন্দিত সত্যিই হয়েছি, কারণ লিট্‌লদের পরিচারিকা সঙ্কট থাকতে পারে, কিন্তু পাচকটা ওদের দারুণ। বিঙ্গোর বৌ কোথা থেকে যেন এই দক্ষ ফরাসী রন্ধনশিল্পীটিকে ধরে নিয়ে এসেছে। আনাতোল নামের এ লোকটা ওদের বাড়িতে আসার পরে তার রান্না খেয়ে বিঙ্গোটার ওজন দশ পাউন্ড বেড়ে গেছে।

'আটটায় আসবে।'

'ঠিক আছে। ধন্যবাদ।'

বিঙ্গোর বৌ চলে গেল। আমি কপি হাতে, আমরা খবরের কাগজের লোকরা তাই বলি, চলে গেলাম ওপরতলায়। দেখলাম আন্ট ডাহ্‌লিয়া বসে আছেন সামনে স্তূপীকৃত কাগজপত্র নিয়ে।

আত্মীয়-স্বজনের কাছে তেমন ঘেঁষিনে, তবে সব সময় আমি আন্ট ডাহ্‌লিয়ার বড্ড বেশি ন্যাওটা। তিনি আমার আঙ্কল টমাসকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় তাঁকে প্রথম দেখে আমি মন্তব্য করেছিলাম, 'মহিলাকে সামলানো বুড়োর পক্ষে সহজ হবে না।' আন্ট ডাহ্‌লিয়ার শরীরটা বেশ বড়সড়, মনটা বেশ খোলামেলা। আঙ্কল টমাসকে বিয়ে করার আগে বেশিরভাগ সময় তিনি ঘোড়ার পিঠেই কাটাতেন। টমাস গাঁয়ে থাকবেন না বলে শহরে এসেছেন এবং এ পত্রিকাটা নিয়ে পড়েছেন।

'হ্যাল্লো বার্টি, সত্যি তুমি লেখাটা শেষ করেছো?'

'শেষ দাঁড়িটি পর্যন্ত।'

'একেই বলে ভালো ছেলে! তা-লেখাটা নিশ্চয়ই পচা মাল?'

'ঠিক তার উল্টো। গরম-গরম জিনিস। তাছাড়া, এর বেশির ভাগ জীভ্‌স অনুমোদন করেছে।'

'তোমার লোক ঐ জীভ্‌স একটা ফালতু। ওকে তুমি বলতে পারো এ কথাটা।'

'ও কথা কেন বলছেন। শার্ট-টার্টের ব্যাপারে তার মতটা না হয় একটু সেকেলে...'

'আমি শার্ট সংক্রান্ত মতামতের কথা বলছিনে। এক সপ্তাহ আগে ওকে বলেছিলাম আমাকে একটা পাচক জোগাড় করে দিতে, আজ পর্যন্ত সে দেয়নি।'

'আরে কি মুশকিল! জীভ্‌স কি গার্হস্থ্য চাকরি বিনিয়োগ কেন্দ্র? মিসেস লিট্‌ল-এর সাথে দেখা হলো বাইরে। তিনিও চান জীভ্‌স তাঁকে একটা হাউসমেইড খুঁজে দিক। তিনি নাকি কি একটা লিখছেন আপনার জন্য?'

'হ্যাঁ। আশা করছি ঐ লেখাটা আমার কাগজের কাটতি একটু বাড়াবে। তাঁর লেখা আমি পড়তে পারিনে, তবে মহিলারা পড়তে ভালবাসে। কভারে তাঁর নামটা ছাপা হলে বেশ কাজ হবে।'

'কাগজ ভালো চলছে না?'

'চলছে আসলে ভালোই, তবে সার্কুলেশন বাড়াতে সময় লাগে।'

'আমিও তাই মনে করি।'

'টম-এর মেজাজটা যখন ভালো থাকে তখন ওকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করি ব্যাপারটা। কিন্তু এ সময় মেজাজটা ওর খুব খারাপ যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী ঐ মেয়েলোকটা–যে নিজেকে বাবুর্চি বলে জাহির করে। ঐ বেটির রান্না আর দু-চারদিন পেটে পড়লে মাথামোটা টমটা ছাপাখানার বিল শোধ করতে সরাসরি অস্বীকার করে বসবে।'

'বলছেন কি, উনি ওরকম করতে পারেন না।'

'ঠিকই বলছি। গত রাতে বাবুর্চিটা রিস-দ্য-আ-লা-ফিনেনসিয়ার নামের এক বস্তু রান্না করেছিল। ওটা খেয়ে টম পৌনে এক ঘন্টা ধরে গাঁটের পয়সা অযথা নষ্ট করা নিয়ে অনর্গল বকবক করেছে।'

বুঝলাম ব্যাপারটা। দুঃখিত হলাম আন্ট ডাহ্‌লিয়ার জন্য। আমার আঙ্কল টমাস প্রাচ্য দেশে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কামিয়েছেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে নিজের হজম শক্তির বারোটা বাজিয়েছেন। ফলে তাঁকে সামলানো এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অক্সফোর্ডের ওরা আমাকে যার বই পড়াতে চেষ্টা করেছিল সেই ছোঁড়াটার কি যেন নাম? শিপ্-শোপ্ শোপেনহাওয়ার? হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে ওর নাম। আঙ্কল টমাসের পেটের পাচক রস তাঁকে কনুইয়ের গুঁতো দিতে শুরু করলে শোপেনহাওয়ারকে পলিয়ানার মতো দেখায়। এবং সবচেয়ে খারাপ কথা হচ্ছে, আন্ট ডাহ্‌লিয়ার মতে, ওরকম অবস্থা হলে টম ভাবতে থাকেন তিনি আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তাঁর মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন।

'সাংঘাতিক অবস্থা তো! তা যাই হোক, আগামী কাল রাতে লিট্‌লদের ওখানে তিনি একটা ভালো ডিনার পাবেন,' বললাম আমি।

আন্ট ডাহ্‌লিয়া আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারো, বার্টি? আমি কিন্তু ওকে আজেবাজে রান্না খেতে দিতে পারবো না।'

'ওদের একজন অবিশ্বাস্যরকম ভালো বাবুর্চি আছে। কিছুদিন অবশ্য যাইনি ওদিকে, তবে দুই মাস আগে লোকটার যে হাতযশ ছিলো সেটা ইতোমধ্যে হারিয়ে না বসলে বলতে পারি যে আঙ্কল টমাস তাঁর জীবনের সেরা ডিনারই খেতে যাচ্ছেন।'

আন্ট ডাহ্‌লিয়া এবার নিজেই শোপেনহাওয়ারী ঢং-এ বললেন, 'ফিরে এসে তো ওকে আমাদের পাচিকার পোড়া স্টেকই খেতে হবে, এবং তার ফল হবে আরো খারাপ।'

বিঙ্গো আর তার বৌ সংসার পেতেছে সেন্ট জন্‌স্ উড-এর একটা ছোট্ট বাড়িতে। সামনে একটুখানি বাগান। পরদিন রাতে ওখানে গিয়ে দেখি আমার আগে সবাই উপস্থিত। আন্ট ডাহ্‌লিয়া এক কোণে রোজির সাথে আলাপ করছেন, আঙ্কল টমাস অগ্নিকুণ্ডের ধারে ককটেল-এ চুমুক দিতে দিতে বিঙ্গোর সাথে কথা বলছেন। তাঁর কপালটা সন্দেহজনকভাবে কুঞ্চিত। তাঁর ভাবসাব হচ্ছে সেই লোকটার মতো, যে সন্দেহ করছে ককটেলটায় হয়তো বিষ মেশানো থাকতে পারে।

আমাকে দেখে যে তিনি 'এসো এসো' ভাব দেখিয়ে হাসিমুখে তাকাবেন তা আশা করিনি। কাজেই তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলাম না। আমাকে বিস্মিত করলো বিঙ্গোর অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ। বিঙ্গোর বিরুদ্ধে আপনার যা-ই বলার থাকুক না কেন, একথা বলতে পারবেন না যে অতিথি দেখলে সে মুখ গোমড়া করে। তার বিয়ের আগে কতো বারই দেখেছি সুপের আগে রুটি বাড়িয়ে দিতে। অথচ এখন দেখা যাচ্ছে সে আর আঙ্কল টমাস যেন একই বৃন্তের আমড়া। তাকে দেখাচ্ছে উদ্‌ভ্রান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সেই কুচক্রীর মতো, যার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে যে ডিনারের ঘণ্টা বাজার সময় হয়ে গেছে,অথচ 'কনসমে'-র মধ্যে এখনো সায়ানাইড মেশানো হয়নি।

পাইকারী আলাপ শুরু হবার আগে আমাকে যে কথাটি সে বললো তাতে রহস্যটা মোটেই পরিষ্কার হলো না। ককটেল ঢেলে দিতে দিতে হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এক বিশ্রী জ্বরাক্রান্ত ভঙ্গিতে ফিসফিস করে সে বললো, 'বার্টি, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। কাল সকালে এসো। জীবনমরণ সমস্যা।'

এটুকু মাত্র বললো সে। তারপরেই বেজে উঠলো ডিনারের ঘণ্টা। আমরা গিয়ে বসলাম টেবিলে। ঐ মুহূর্ত থেকে, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ভোজনক্রিয়ার বৃহত্তর স্বার্থে বিঙ্গোর চিন্তা বিদায় নিলো আমার মন থেকে। কারণ, বাবুর্চি আনাতোল বাড়িতে মেহমান আসায় তার রন্ধনশৈলীর চরম কৃতিত্ব দেখিয়ে দিয়েছে।

এসব ক্ষেত্রে হুট করে কিছু বলে ফেলার লোক আমি নই। প্রত্যেকটি কথা আমি ওজন করে বলি। এবং আবারো বলছি যে আনাতোল তার মুন্সিয়ানা দেখিয়ে দিয়েছে। এমন ভালো ডিনার আর খাইনি। আঙ্কল টমাস যেন নিত্য পানি-দেয়া টবের ফুলের মতো ঝলমল করে উঠলেন। খেতে খেতে তিনি সরকার সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য করতে লাগলেন যা শোনার আগ্রহ ওদের মধ্যে দেখা গেল না।

'কনসোমে পাতে দ্য ইতালিয়ে'-র কোর্স শুরু হতেই তিনি বললেন, 'কিন্তু আজকাল সরকারের কাছে এ ছাড়া আর কিইবা আশা করা যায়?'

'পউপিয়েত্তে দ্য সোলে আ লা প্রিন্সেসে' চলার সময় তিনি বেশ শোভনভাবে স্বীকার

করলেন যে পচা আবহাওয়ার জন্য সরকারকে দায়ী করা যায় না। আর, 'ক্যানিতোঁ আইলেব্যুরি আ লা ব্রোশে' খেয়েই তিনি সরকারকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করতে লাগলেন।

কিন্তু এই গোটা সময়টা ধরে বিঙ্গো ছোঁড়াটা কিনা প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে রইলো! অদ্ভুত কাণ্ড!

ফেরার সময় হাঁটতে হাঁটতে অনেক ভাবলাম বিষয়টা নিয়ে। আশা করলাম যে কাল সাত সকালেই সে দুঃখের পাঁচালি শোনাতে হাজির হবে না। ওর রকমসকম দেখে মনে হয়েছে যে সকাল সাড়ে-ছটার মধ্যেই হানা দেবে এসে।

জীভ্‌স অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। জিজ্ঞেস করলো, 'ডিনারটা ভালো হয়েছে তো, স্যার?'

'অসম্ভব রকমের ভালো।'

'শুনে খুশি হলাম, স্যার। আপনি যাবার একটু পরেই মি. জর্জ ট্র্যাভার্স ফোন করেছিলেন। তাঁর খুবই ইচ্ছে যে আপনি হ্যারোগেট-এ তাঁর সাথে মিলিত হবেন। তিনি আগামীকাল ভোরের ট্রেনে ওখানে চলে যাচ্ছেন।'

আমার আঙ্কল জর্জ বেশ আমুদে বুড়ো। স্বাস্থ্যটা তাঁর ভালোই। সেটা আরো ভালো করার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট। এর ফলটা হয়েছে এই যে হ্যারোগেট কিংবা বাক্সটন সব সময় তাঁর মাথার ওপর ঝুলছে কি-যেন তার নাম সেই লোকটার তরবারির মতো। স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য তাঁকে এ দু'য়ের যে কোনো শহরে যেতে হয় এবং তিনি সেখানে একা যেতে ঘৃণা বোধ করেন।

'যেতে পারবো না বলে দিলাম। আঙ্কল জর্জের সঙ্গ লন্ডনেই অসহ্য। তাঁর সঙ্গে গিয়ে ওসব স্বাস্থ্যকর জায়গায় পড়ে থাকতে আমি চাইনে।'

'কিন্তু তিনি খুব জোর দিয়ে বলেছেন, স্যার।'

'না, জীভ্‌স, আমি সব সময় মুরুব্বীদের মেনে চলতে চাই, কিন্তু আঙ্কল জর্জ-না, না! মানে, বুঝলে তো?'

'ভালো কথা, স্যার।'

তার বলার ধরনটি পছন্দ হলো আমার। নরম হয়ে আসছে–পুরোপুরি নমনীয় হয়ে আসছে লোকটা। ঐ সিল্ক শার্টের ব্যাপারে একটু গোঁ ধরেছিলাম না? তারই ফল।

পরদিন সকালে বিঙ্গো যখন এলো তার আগেই আমি ব্রেকফাস্ট সেরে অপেক্ষা করছি ওর জন্য। সে এসে বসলো বিছানার ওপর।

'গুড মর্নিং, বার্টি,' বললো সে।

'গুড মর্নিং, দোস্ত,' বললাম শিষ্টভাবে।

'যেয়ো না, জীভ্‌স, থাকো,' বললো বিঙ্গো।

'থাকবো, স্যার?'

'থাকো, থাকো। পাশে এসে দাঁড়াও। তোমাকে আমার দরকার হবে।'

'খুব ভালো, স্যার।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে কপাল কুঁচকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে বিঙ্গো চেয়ে রইলো ওয়ালপেপারের দিকে। 'বার্টি, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে গেছে। একটা কিছু করতে হবে, এক্ষুণি করতে হবে। নইলে আমার সামাজিক মর্যাদা বরবাদ হবে, আমার আত্মসম্মান বিলুপ্ত হবে, আমার নামটা কাদায় পরিণত হবে এবং লন্ডনের ওয়েস্ট-অ্যান্ডে আমার আর মুখ দেখানোর যো থাকবে না,' বললো সে আবেগভরে।

'আমার আন্ট!'

'ঠিক ধরেছো। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাই। গোটা বিপর্যয়টা সৃষ্টি করেছেন তোমার নচ্ছার আন্ট,' বললো সে শুষ্ক হাসি হেসে।

'কোন্ আন্ট? নির্দিষ্ট করে বলো, দোস্ত। আমার অনেকগুলো আছেন কিনা।'

'মিসেস ট্র্যাভার্স, যিনি ঐ নারকীয় কাগজটা চালান।'

'আরে না, কি বলছো তুমি, আমার আন্টদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ভালো এবং ভদ্র। জীভ্‌স, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সমর্থন করবে?' প্রতিবাদ করে উঠলাম আমি।

'স্যার, আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আমিও সবসময় তাই মনে করে এসেছি।'

'তাহলে সেই ধারণাটা এখনি বাতিল করো। মহিলাটি সমাজের দুশমন, ঘর-ভাঙানো

এবং মহামারী বিশেষ। জানো তিনি কি করেছেন? তাঁর ঐ নোংরা কাগজটার জন্য তিনি রোজিকে দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়েছেন।'

'আমি জানি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানো না লেখাটার বিষয়বস্তু কি।'

'না। তোমার বৌ আমাকে শুধু বলেছে যে আন্ট ডাহ্‌লিয়া ওকে লেখার জন্য এক চমৎকার বিষয় দিয়েছেন।'

'সেই বিষয়টা হচ্ছি আমি!'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি! আমি! জানো, লেখাটার শিরোনাম কি? ওটা হচ্ছে: কিভাবে আমি আমার স্বামী নামক খোকাটির প্রেম ধরে রাখি।'

'আমার কি বললে?'

'স্বামী-খোকা!'

'স্বামী-খোকা আবার কি জিনিস?'

অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে বিঙ্গো বললো, 'স্বামী-খোকা স্পষ্টত আমি। এ প্রবন্ধ অনুযায়ী আমি আরো অনেক কিছু—যা তোমার মতো পুরানো বন্ধুকে বলতেও আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। এ পাশবিক রচনাটা, সংক্ষেপে বলতে গেলে, সেই সব জিনিসের অন্যতম যাকে ওরা বলে, হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরিজ–বিবাহিত জীবনের গোপনীয় বা অন্তরঙ্গ কাহিনীর বর্ণনা। মেয়েরা ওসব নাকি গোগ্রাসে গেলে। রোজি আর আমার সম্পর্কে সবকিছু, আমি যখন বাইরে থেকে খারাপ মেজাজ নিয়ে ফিরি তখন রোজি কি করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। বার্টি, তোমাকে বলি, দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে রোজি যা যা লিখেছে ওটা পড়ে লজ্জায় আমার কান পর্যন্ত লাল হয়ে গিয়েছিল।'

'কি লিখেছে?'

'বলবো না, তবে বিশ্বাস করতে পারো যে ওটা একেবারে চরম। রোজি আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কিন্তু সাধারণ জীবনের এই প্রিয় বুদ্ধিমতী মেয়েটি ডিক্টেটিং মেশিনের সামনে বসা মাত্রই সম্পূর্ণ নির্বোধ হয়ে যায়। বার্টি, ঐ রচনা ছাপাতে দেয়া চলবে না!'

'কিন্তু-'

'যদি ছাপা হয় তাহলে আমাকে আমার ক্লাবগুলো থেকে পদত্যাগ করতে হবে, দাড়ি রেখে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে হবে। আমি আর দুনিয়াতে মুখ দেখাতে পারবো না।'

'তুমি কি দোস্ত একটু বেশি বড় করে দেখছো না ব্যাপারটাকে? জীভ্‌স, তোমার কি মনে হয়?'

'তা-স্যার, একটু…'

বিঙ্গো জোর দিয়ে বললো, 'আমি বরং ছোটো করে দেখছি। তোমরা শোনোনি কি বলা হয়েছে ওতে। আমি শুনেছি। কাল রাতে ডিনারের আগে ডিক্টেটিং মেশিনটা চালু করে আমাকে শুনিয়েছে রোজি। মেশিনটা থেকে যখন ঐ বিশ্রী বাক্যগুলো বেরুচ্ছিল তখন আমার ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। ওটা ছাপা হলে বন্ধুরা সবাই টিটকিরি দিয়ে মেরে ফেলবে আমাকে। বার্টি, তোমার মাথায় তো অন্তত একটা আফ্রিকান শূওরের সমান ঘিলু আছে। তুমি তো নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছো যে আমাকে ছাপার অক্ষরে "অর্ধেক দেবতা, অর্ধেক বাচাল দুষ্টু শিশু" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখলে জিমি বাউলেস আর টাপি রোজার্স, মাত্র দু'জনের নামই উল্লেখ করলাম, কি বলবে?'

আমি সত্যি কল্পনা করতে পারলাম।

'এসব ও বলতে পারে না,' প্রতিবাদ করতে গেলাম।

'রোজি সত্যি বলেছে। যে উদ্ধৃতিটা দিলাম এটা তবু সহ্য করা যায়, বাকি অংশ উদ্ধৃত করা যায় না।'

বহু বছর ধরে আমি বিঙ্গোর বন্ধু এবং আমরা উস্টাররা বন্ধুদের পাশে দাঁড়াই। 'জীভ্‌স, শুনলে তো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'অবস্থা গুরুতর।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে ওর পাশে।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তোমার মাথায় কিছু খেলছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'কি! তুমি ঠিক বলছো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'বিঙ্গো, সূর্য এখনো আকাশে জ্বলজ্বল করছে। জীভ্‌স-এর মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'জীভ্‌স,' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো বিঙ্গো, 'এ ভয়ঙ্কর সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারলে তুমি যা চাইবে তাই দেবো–এমনকি আমার অর্ধেক রাজত্ব।'

'স্যার, আজ সকালে আমাকে আরেকটা কাজ দেয়া হয়েছে। সেটার সাথে এ বিষয়টা বেশ খাপে খাপে মিলে গেছে।'

'বুঝলাম না, কি বলতে চাও তুমি।'

'স্যার, আপনাকে চা দেয়ার সামান্য আগে মিসেস ট্র্যাভার্স আমাকে টেলিফোন করেছিলেন। তিনি আমাকে জোর তাগিদ দিয়ে বলেছেন আমি যেন মি. লিট্‌ল-এর বাবুর্চিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মি. লিট্‌ল–এর চাকরি ছেড়ে তাঁর ওখানে যোগ দিতে রাজি করি; মনে হলো মি. ট্র্যাভার্স বাবুর্চিটাকে বেজায় রকম পছন্দ করে ফেলেছেন।'

এক যন্ত্রণাবিদ্ধ জন্তুর মতো ভয়ঙ্কর চিৎকার করে বিঙ্গো বলে উঠলো, 'কি বললে? ঐ…ঐ শকুনটা ছোঁ মেরে আমাদের বাবুর্চিটাকে তুলে নিয়ে যেতে চাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আমাদের নুন-রুটি খেয়ে? ছিঃ।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে জীভ্‌স বললো, 'স্যার, বাবুর্চির প্রশ্নে ভদ্রমহিলাদের নীতিজ্ঞানের বালাই থাকে না।'

দেখলাম বিঙ্গো ওর জবাবে এক দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছে। বাধা দিয়ে বললাম, 'আধ সেকেন্ড বিঙ্গো। কেমন করে এ সমস্যাটা অপরটার সাথে খাপ খাচ্ছে, জীভস?'

'কোনো লেডি তাঁর সত্যিকারের ভালো বাবুর্চিকে অন্য কেউ ভাগিয়ে নিয়ে গেলে সেটা ক্ষমা করতে পারেন না। কথাটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, স্যার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিসেস ট্র্যাভার্স আমার ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা যদি সমাধা করতে পারি তাহলে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের তাৎক্ষণিক অবসান অবশ্যম্ভাবী। আমি নিশ্চিত যে মিসেস লিট্‌ল অত্যন্ত রেগে যাবেন এবং মিসেস ট্র্যাভার্স-এর কাগজে লেখা দেবেন না। সুতরাং আমরা শুধু মি. ট্র্যাভার্সকেই সুখী করবো না, রচনাটার প্রকাশও বন্ধ রাখবো। এমনি করে আমরা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারবো।'

আমি বললাম, 'জীভ্‌স, এটা তোমার সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে পাকা বুদ্ধি।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলছি যে, বুঝলে না, মানে ঐ আনাতোলটা, অর্থাৎ ও হলো গিয়ে লাখের মধ্যে এক–অমন বাবুর্চি হয় না,' আপত্তি তুললো বিঙ্গো ছোঁড়া।

'আরে বোকা ছেলে, ও যদি অমন বাবুর্চি না হতো তাহলে তো প্ল্যানটার কোনো অর্থই থাকতো না।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমি বলতে চাই যে ও না থাকলে আমার বড্ড অসুবিধে হবে, বুঝলে না?'

'কি মুশকিল! তুমি কি বলতে চাও যে এ রকম একটা সঙ্কটের সময়েও পেটের কথা ভাবছ?'

বিঙ্গো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। ধরে নিচ্ছি যে এটা সার্জন ডেকে অপারেশন করানোর মতো কেস। ঠিক আছে, জীভ্‌স, চালিয়ে যেতে পারো। হ্যাঁ, চালিয়ে যাও, জীভ্‌স। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চালিয়ে যাও। কাল সকালে এসে খবর নেবো কতোটা কি করেছো।'

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল বিঙ্গো।

পরদিন এতো ভোরে সে এসে হাজির হলো যে জীভ্‌স খুব সঙ্গতভাবেই ওকে আমার

ঘুম ভাঙাতে দিলো না।

আমি জেগে উঠে তৈরি হতে হতে সে আর জীভ্‌স রান্নাঘরে বসে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলে নিলো। শেষ পর্যন্ত বিঙ্গো এসে ঢুকলো আমার ঘরে। তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বুঝলাম যে একটা কিছু গোলমাল বেধেছে।

'সব প্ল্যান বাদ,' বলে সে বসে পড়লো বিছানায়।

'বাদ?'

'হ্যাঁ, ঐ বাবুর্চি-ভাগানোর প্ল্যানটা। জীভ্‌স বললো, কাল রাতে সে আনাতোলের সাথে দেখা করেছে। আনাতোল যাবে না।'

'কিন্তু আন্ট ডাহ্‌লিয়া নিশ্চয়ই তোমরা যা দাও তার চাইতে বেশি ওকে দিতে চেয়েছিলেন?'

'তিনি কার্পণ্য দেখাননি, মোটা অঙ্কের বেতনই দিতে চেয়েছেন। তবু সে নড়তে অস্বীকার করেছে। মনে হচ্ছে আমাদের পার্লারমেইড (খাবার টেবিলের তদারককারী পরিচারিকা)-এর সঙ্গে ওর প্রেম চলছে।'

'কিন্তু তোমাদের তো পার্লারমেইড নেই।'

'আছে একজন।'

'আমি কোনোদিন দেখিনি। পরশু রাতে তো গেঁয়ো মুর্দাফরাসের মতো একটা লোককে দেখলাম টেবিল তদারক করতে।'

'ঐ লোকটা হচ্ছে স্থানীয় সব্জীওয়ালা। ডাকলে এসে কাজ করে দিয়ে যায়। পার্লারমেইডটি গত রাত পর্যন্ত ছুটিতে ছিলো। জীভ্‌স যাবার মিনিট দশেক আগে ও ফিরে আসে। ওকে দেখে আনাতোল আনন্দে, আবেগে, অনুরাগে এতোটা উতলা হয়ে যায় যে টাকশালে উৎপন্ন দ্রব্যের টান ওকে সরাতে পারেনি মেয়েটির কাছ থেকে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু দেখো বিঙ্গো, এসব একদম বাজে কথা। সমাধান তো আমি হাতের কাছেই দেখছি। জীভ্‌স-এর মতো বুদ্ধিমান লোক এটা লক্ষ্য করলো না—এতে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আন্ট ডাহ্‌লিয়াকে বাবুর্চির সাথে সাথে পার্লারমেইডটাকেও রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে ওদের ছাড়াছাড়ি হবে না।'

'সেটাও ভেবে দেখেছি।'

'না ভাবোনি।'

'নিশ্চয়ই ভেবেছি।'

'বেশ, তাহলে প্ল্যানটার মধ্যে খুঁত কোথায়?'

'ওটার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তোমার আন্ট আমাদের পার্লারমেইডকে রাখতে চাইলে তাঁরটাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে তাই না?'

'হ্যাঁ, তাতে কি?'

'তিনি যদি তাঁর পার্লারমেইডকে ছাড়িয়ে দেন তাহলে তাঁদের শোফারটা চলে যাবে। সে ভালবাসে ঐ মেয়েটিকে।'

'কাকে, আমার আন্টিকে?'

'না, পার্লারমেইডকে। আর এটা জানা কথা যে শোফারটি তোমার আঙ্কল-এর খুবই প্রিয়, কারণ সে গাড়ি খুব সাবধানে চালায়।'

হাল ছেড়ে দিলাম। কখনো কল্পনাও করিনি যে নিচের তলার জীবন—ঐ কি যেন বলে লোকে—সেক্স কমপ্লেক্স?—তার সাথে এমন ভয়াবহ রকম-ভাবে মিশ্রিত। গৃহভৃত্য আর পরিচারিকারা যেন মিউজিক্যাল কমেডির চরিত্রগুলোর মতো জোড়া বেঁধে চলে।

'সে রকম হলে তো আর উপায় দেখিনে। ঐ লেখাটি শেষ পর্যন্ত ছাপা হবেই, তাই না?'

'না, হবে না।'

'কেন, জীভ্‌স-এর মাথায় কি আর কোনো প্লান গজিয়েছে?'

'না, আমার মাথায় গজিয়েছে,' বলে সামনে ঝুঁকে আমার হাঁটুতে চাপড় মেরে বিঙ্গো আবার বললো, 'তুমি আর আমি একসাথে স্কুলে পড়েছি—একথা মানো তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'এবং তুমি হচ্ছো এমন একজন মানুষ যে কোনো বন্ধুকে বিমুখ করেনি। এটা সবাই

জানে, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু শোনো–'

'তুমি বন্ধুর পাশে দাঁড়াবেই, অবশ্যই দাঁড়াবে। তুমি একজন পুরানো স্কুলের বন্ধুকে বিপদের দিনে সহায়তা দিতে অস্বীকার করবে না। না, তুমি, বার্টি উস্টার, তা করতে পারো না, কক্ষণো না!'

'হ্যাঁ, কিন্তু একটু থামো। তোমার এ পরিকল্পনাটা কি বলো?'

বিঙ্গো আমার কাঁধে আদর করে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, 'প্ল্যানটা তোমার লাইনের সঙ্গে মিলে যায়। বুঝলে দোস্ত, এক্কেবারে সোজা কাজ। আসলে প্রায় একই ধরনের কাজ তুমি আগেও করেছো। সেবার তুমি আমাকে বলছিলে কেমন করে ইসেবিতে তোমার চাচার স্মৃতিকথার পাণ্ডুলিপিটা তুমি সরিয়ে ফেলেছিলে। কথাটা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল এবং তা থেকেই আইডিয়াটা আমার মাথায় এলো। এটা…'

'এই বিঙ্গো, বিঙ্গো, শোনো!'

'বার্টি, প্ল্যানটা স্থির হয়ে গেছে। তোমার চিন্তা করার কিচ্ছু নেই, কোনো কারণই নেই। এখন আমি বুঝতে পারছি, জীভ্‌স-এর হাস্যকর ঘোরালো পন্থায় কাজ হাসিলের চেষ্টা করা মস্ত বড় ভুল হয়েছে আমাদের। সোজা পথে এগিয়ে যাওয়াই ভালো, অনর্থক ঘুরপথে না গিয়ে। কাজেই–'

'হ্যাঁ, কিন্তু শোনো–'

'কাজেই আজ দুপুরের পরে রোজিকে নিয়ে আমি ম্যাটিনি শোতে চলে যাবো। আমি ওর স্টাডি রুমের জানালাটা রেখে যাবো খোলা। আমরা অনেকটা দূরে চলে গেলে তুমি জানালা দিয়ে ঢুকে সিলিন্ডারটা তুলে নিয়ে সটকে পড়বে। কাজটা একদম সোজা…'

'হ্যাঁ, কিন্তু আধ সেকেন্ড…'

'জানি, তুমি কি বলতে যাচ্ছো। সিলিন্ডারটা কিভাবে খুঁজে পাবে, তাই না? ওটাই তোমার ভাবনার কারণ? আরে, কাজটা একেবারে জলবৎতরলং। ভুল হবার কোনো সুযোগই নেই। জিনিসটা ডেস্ক-এর বাঁ-দিকের ওপরের খোপে আছে। খোপটাতে তালা লাগানো থাকবে না, কারণ রোজির স্টেনোগ্রাফার আসবার কথা চারটার দিকে, রচনাটা টাইপ করতে।'

'শোনো, বিঙ্গো, তোমার জন্য আমি খুবই দুঃখিত এবং ইত্যাদি, কিন্তু আমি চুরি করতে পারবো না।'

'আরে বাদ দাও ওসব বুজুর্কি। আমি শুধু তোমাকে ইসেবিতে যা করেছিলে তাই করতে বলছি।'

'না, তাই করতে বলছো না। আমি ইসেবিতে থাকতাম। ওখানে কাজটা ছিলো শুধু টেবিল থেকে পার্শেলটা তুলে নেয়া। আমাকে কারো ঘরে ঢুকতে হয়নি চোরের মতো। দুঃখিত, কোনোক্রমেই তোমার ঐ পাশবিক বাড়িতে আমি চোরের মতো ঢুকবো না।'

বিস্মিত এবং আহত দৃষ্টি মেলে সে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

'এটা কি বার্টি উস্টারের কথা?' বললো সে নিচু স্বরে।

'হ্যাঁ, তাই!'

'কিন্তু বার্টি, আমরা একটু আগেই একমত হলাম যে তুমি আমার সাথে একত্রে স্কুলে পড়েছো।'

'আমি ওসব শুনতে চাইনে।'

'স্কুলে, বার্টি, আমাদের সেই প্রিয় পুরানো স্কুলে আমরা সহপাঠি ছিলাম।'

'শুনতে চাইনে।'

'বার্টি!'

'আমি ঐ কাজ করবো না!'

'বার্টি!'

'না!'

'বার্টি!'

'আহ্, আচ্ছা ঠিক আছে।'

'এই তো! আসল বার্ট্রাম উস্টারের মতো কথা!'

আমার মতে, যে দেশের সন্তানরা এতো বিপুল সংখ্যায় পরের বাড়িতে ঢুকে চুরি করে সে-দেশের নৈতিকতায় তেমন বেশি ত্রুটি থাকতে পারে না। কারণ, আমার মুখ থেকে আপনারা শুনে রাখতে পারেন যে কাজটা করতে ইস্পাত-কঠিন স্নায়ুর দরকার হয়। এতো বেশি সংখ্যক কঠিন স্নায়ুর অধিকারী সন্তান থাকতে গ্রেট ব্রিটেনের ইজ্জত রক্ষার বিষয়ে ভাবিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই। ঐ বাড়িটার সামনের গেট দিয়ে ঢোকার সাহস সঞ্চয় করার জন্য আমি বোধহয় আধ ঘণ্টা ধরে সামনে-পেছনে হাঁটাহাঁটি করলাম। তারপর চট করে ঘুরে খোলা জানালাটার কাছে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়েও দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কান খাড়া করে দশ মিনিট ধরে চেষ্টা করলাম পুলিসের হুইসেলের আওয়াজ শুনতে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বুক বেঁধে লেগে গেলাম কাজে। স্টাডিটা নিচের তলায়। জানালাটাও বেশ চমৎকার এবং বড়, তাছাড়া ওটা সম্পূর্ণ খোলা। হাঁটুটা তুলে দিলাম জানালার নিচের কাঠের ওপর, হেঁচকা টানে তুলতে গেলাম অপর পা-টা, গোড়ালির ইঞ্চিখানেক চামড়া গেল ছড়ে, লাফ দিয়ে নামলাম ঘরের মধ্যে।

মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম কোনো শব্দ শোনার অপেক্ষায়। নিজেকে মনে হলো একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

সত্যি আমি এতোই একা ছিলাম যে অবস্থাটা রীতিমতো ভয়াবহ মনে হতে লাগলো। আপনারা তো জানেন এ রকম পরিস্থিতিতে কেমন লাগে। চুল্লীর ওপরে একটা বড় ঘড়ি। ওটার ঢিমে তালের টিক-টিক আওয়াজটা বড় অস্বস্তিকর। ঘড়ির ওপর দিকে একটা পোর্ট্রেট ঝোলানো। ওটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে অপছন্দ আর সন্দেহভরা দৃষ্টিতে। কারো দাদুর পোর্ট্রেট। কার দাদুর, রোজির কিংবা বিঙ্গোর, জানিনে; তবে তিনি যে একজন দাদু সেটা নিশ্চিত। আসলে, তিনি যে একজন দাদুর দাদু নন তা-ও আমি হলফ করে বলতে রাজি নই।

যাই হোক, দেরাজটা কাছেই রয়েছে। আমার আর ওটার মাঝখানে একটা বাদামী রঙের পুরানো কার্পেট ছাড়া আর কিছু নেই। কাজেই দাদুর দৃষ্টি এড়িয়ে, উস্টারদের সাবেকি বুলডগীয় সাহস বুকে নিয়ে কার্পেট মাড়িয়ে সামনে এগোলাম। এক পা এগোতে না এগোতেই কার্পেটের দক্ষিণ-পুর্ব কোনাটা হঠাৎ নিজেকে বাকি অংশ থেকে আলাদা করে নিয়ে হাঁচি দিয়ে বসে গেল।

যে কথাটা বলতে চাই তা হলো এই যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে হলে আপনাকে ঐ রকম মানুষ হতে হবে যারা বলিষ্ঠ, নীরব, শান্ত এবং যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত। আমার ধারণা, ঐ রকম লোক হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে কার্পেটটার দিকে কেবল এক নজর তেরছা দৃষ্টি হেনে স্বগতোক্তি করতো, 'আহ, একটা চীনে কুকুর, বেশ ভালো কুকুরই বটে!' এবং তারপরই কুকুরটির সহানুভূতি আর নৈতিক সমর্থন লাভের জন্য ভাব জমাতে চেষ্টা করতো। আমি সম্ভবত আপনারা আজকাল যেসব স্নায়ুরোগে আক্রান্ত তরুণদের সম্পর্কে খবরের কাগজে নানা কথা পড়েন তাদেরই একজন। কারণ, আধ সেকেন্ডের মধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমি না বলিষ্ঠ, না শান্ত। এতে বেশি কিছু ক্ষতি হতো না, যদি নীরব হতাম। কিন্তু নীরবও আমি ছিলাম না। মুহূর্তের আবেগে হাউমাউ চিৎকার দিয়ে উত্তর-পশ্চিমমুখী হয়ে প্রায় চার ফুট লাফিয়ে উঠলাম শূন্যে এবং শূন্য থেকে এমন সশব্দে পড়লাম যাতে মনে হলো কেউ যেন মাইন-এর ওপর পা দিয়েছে।

মহিলা ঔপন্যাসিকের স্টাডিতে একটা ফালতু টেবিল এবং টেবিলের ওপর গ্লাস, দুটো ফ্রেমে বাঁধা ফটো, একটা রেকাবি, বার্নিশের বাক্স, আচারের বয়াম—এসব জিনিস কেন থাকবে আমি বুঝিনে। কিন্তু বিঙ্গোর বৌ-এর স্টাডিতে ছিলো এবং আমার ডান হিপটার ধাক্কা লেগে টেবিলটা গেল উল্টে। মুহূর্তের জন্য মনে হলো, গোটা পৃথিবীটাই বুঝি কাঁচ আর চায়নায় রূপান্তরিত হয়ে জলপ্রপাতের আকারে লাফিয়ে পড়ছে।

বছর কয়েক আগে আন্ট আগাথার টাঙ্গির তাড়া খেয়ে আমেরিকায় পালিয়েছিলাম। সেখানে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখেছি। ওখানে পানি একইভাবে গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এখানকার কাচ আর চায়নাগুলোর মতো এতোটা সশব্দে নয়।

আর ঐ মুহূর্তে কুকুরটিও ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলো।

ছোট্ট কুকুর–তার আওয়াজটা হওয়া উচিত ছিলো বড় জোর শ্লেট-পেন্সিল ঘর্ষণের শব্দের মতো। কিন্তু এটার গর্জন কান-ফাটানো। এক কোণে সরে গিয়ে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, চোখ দুটো কোটর থেকে বের করে প্রতি দুই সেকেন্ড পর পর মাথাটা পেছনে হেলিয়ে ওটা ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো প্রচণ্ড আওয়াজে।

বুঝলাম, আমি হেরে গেছি। দুঃখ হলো বিঙ্গোর জন্য এবং তার কাজটা করতে না পারার জন্য। অনুভব করলাম যে সটকে পড়ার সময় হয়ে গেছে। এখনকার স্লোগান হচ্ছে: বার্ট্রাম–ভাগো! কাজেই ছুটে গিয়ে এক লাফে জানালায় উঠে গড়িয়ে পড়লাম বাইরে।

যেই না পড়া–অমনি দেখলাম সেখানে রাস্তা আটকে আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিস এবং একজন পার্লারমেইড।

অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থা।

'ওহ···হ্যাঁ, এই যে সবাই!' বললাম ওদেরকে লক্ষ্য করে।

'আমি তোমাকে বললাম না যে একটা আওয়াজ শুনেছি,' বলে উঠলো পার্লারমেইডটি।

উত্তপ্ত ভঙ্গিতে আমাকে দৃষ্টিবিদ্ধ করে পুলিসটি বললো, 'এসব কি হচ্ছে, ঘটনা কি?'

সাধু-সন্তের মতো করে হাসিমুখে জবাব দিলাম, 'ব্যাখ্যা করাটা একটু কঠিন হবে।'

'হ্যাঁ, তাই হবে!' বললো পুলিসটি।

'আমি শুধু···মানে একটুখানি কেবল দেখছিলাম ঘুরেফিরে, এই আর কি। পরিবারের পুরানো বন্ধু, বুঝলেন না?'

'ভেতরে ঢুকেছিলেন কিভাবে?'

'জানালা দিয়ে। পরিবারের পুরানো বন্ধু কিনা, তাই। বুঝলেন তো?'

'পরিবারের পুরানো বন্ধু?'

'ওহ্, অনেক অনেক অনেক পুরানো বন্ধু।'

'আমি তাঁকে আগে দেখিনি কখনো,' বললো পার্লারমেইডটি।

অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে তাকালাম মেয়েটির দিকে। এই মেয়ে কি করে কোনো লোকের, হোক সে ফরাসী বাবুর্চি, মনে অনুরাগ সৃষ্টি করে বুঝলাম না। না, মেয়েটা যে দেখতে খারাপ সেজন্য নয়। না, সেজন্য নয়। অন্য কোনো সুখকর মুহূর্তে মেয়েটিকে আমি বরং সুন্দরীই ভাবতাম। কিন্তু এখন ওকে মনে হলো আমার দেখা সবচাইতে অপ্রীতিকর নারী বলে।

'না, তুমি আমাকে আগে কখনো দেখোনি। কিন্তু পরিবারের একজন পুরানো বন্ধু আমি,' বললাম ওকে।

'তাহলে সামনের দরজায় বেল বাজাননি কেন?'

'আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাইনে।'

'বেল বাজলে সাড়া দেয়া কোনো কষ্টের কাজ নয় এবং ঐ কাজের জন্যই পয়সা দিয়ে রাখা হয় আমাদেরকে। আমি এই লোকটাকে জীবনে দেখিনি কোনদিন,' বললো মেয়েটি গুরুগম্ভীর ভাবে। নচ্ছার মেয়ে একটা।

হঠাৎ উৎসাহের সাথে বলে উঠলাম, 'দেখুন, মুর্দাফরাসটা আমাকে চেনে।'

'কোন্ মুর্দাফরাস?'

'ঐ যে লোকটা, পরশু রাতে আমি এখানে ডিনার খাওয়ার সময় টেবিল তদারক করেছিল।'

'১৬ তারিখে মুর্দাফরাস টেবিল তদারক করেছিল?' জিজ্ঞেস করলো পুলিসটি।

'নিশ্চয়ই না,' জবাব দিলো পার্লারমেইড।

'ওকে মুর্দাফরাসের মতোই লাগছিল–দিব্যি করে বলছি, না–এবার মনে পড়েছে! ঐ লোকটা ছিলো সব্জীওয়ালা।'

পুলিসটা–ধুমসো গাধাটা–প্রশ্ন করলো, 'ষোলো তারিখে সব্জীওয়ালা কি···?'

'হ্যাঁ, সে তদারক করেছিল,' জবাব দিলো পার্লারমেইড। ওকে মনে হলো সেই বাঘীনির মতো হতাশ এবং বিভ্রান্ত–যার সামনে থেকে শিকারটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ওর মুখটা। 'কিন্তু এ লোকটা হয়তো আশপাশে জিজ্ঞেস করে খবরটা সহজেই জেনে নিয়েছে।'

খাঁটি বিষধর মেয়ে একটা।

'আপনার নাম কি?' প্রশ্ন করলো পুলিসটি।

'দেখুন, নাম দিতে একটু অসুবিধে আছে, নামটা যদি না বলি তাহলে কি খুব রাগ করবেন? কারণ–।'

'বলা না-বলা আপনার ইচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কিন্তু বলতে হবে।'

'ধুর, ওসব কি বলছেন, ওসব কথা ছাড়ুন।'

'আমার সাথে যেতে হবে আপনাকে।'

'শুনুন, আসলে কিন্তু, বুঝলেন তো, আমি পরিবারের একজন পুরানো বন্ধু। আরে তাই তো! দিব্যি করে বলছি, এখন মনে পড়ছে, ড্রয়িং রুমে আমার একটা ফটো রয়েছে। হ্যাঁ, ওটা দেখলেই বুঝবেন!'

'যদি থাকে,' বললো পুলিসটি।

'আমি কখনো দেখিনি,' মন্তব্য করলো পার্লারমেইড।

এ মেয়েটিকে কি যে ঘৃণা হচ্ছে আমার!

গলার স্বরে আরেকটু কঠোরতা এনে বললাম, 'তুমি যদি তোমার ঝাড়ামোছার কাজটা আরেকটু বিবেচনার সাথে করতে তাহলেই দেখতে।'

'ড্রয়িং রুম ঝাড়ামোছা করা পার্লারমেইড-এর কাজ নয়।'

'না, পার্লারমেইড-এর কাজ বোধহয় বাইরে ঘুরে বেড়ানো, আর বাগানের মধ্যে পুলিসের সাথে ফস্টিনস্টি করা,' বললাম বেশ খোঁচা দিয়ে।

'পার্লারমেইড-এর কাজ অতিথিদেরকে–যাঁরা জানালা দিয়ে ঢোকেন তাঁদেরকে নয়–দরজা খুলে দেয়া,' প্রত্যুত্তর দিলো মেয়েটি।

বুঝলাম যে কথা কাটাকাটিতেও হেরে যাচ্ছি। তাই আপোষের সুরে বললাম, 'দেখো বাছা, কটু কথা বলাবলি করে লাভ নেই। আমি কেবল বলতে চাচ্ছি যে ড্রয়িং রুমে আমার একটা ফটো আছে। ওটা কে মোছে না মোছে জানিনে। আমি মনে করি, ঐ ফটোগ্রাফটি তোমার কাছে প্রমাণ করবে যে আমি পরিবারে পুরানো বন্ধু। তাই না, অফিসার?'

'ছবিটা যদি থাকে,' বললো লোকটি।

'আছে , আছে, ঠিকই আছে ওখানে।'

'তাহলে আমরা দেখি ড্রয়িং রুমে গিয়ে।'

মাই ডিয়ার পোলিসম্যান, এতক্ষণে একজন মানুষের মতো কথা বললেন।'

ড্রয়িংরুমটা দোতলায়। ফটোটা চুল্লীর কাছে টেবিলের ওপর। তবে, আমার কথা যদি আপনারা বোঝেন তাহলে বলি, ওটা নেই। মানে, চুল্লীটা আছে, টেবিলটা আছে, আমার ফটোর কোনো চিহ্নই নেই। বিঙ্গোর ফটো আছে। বিঙ্গোর চাচা লর্ড বিটলশাম-এর ফটো আছে। বিঙ্গোর বৌ-এর হাসিমুখের ফটো আছে। কিন্তু বার্ট্রাম উস্টারের চেহারার সাথে মেলে, এমন কারো ফটোর 'ফ'-ও নেই।

'হো!' বললো পুলিসটি।

'কিন্তু পরশু রাতে তো ছিলো এখানে।'

'হো! হো! হো!' ব্যাটা যেন কোনো কমিক অপেরার মাতালদের উদ্বোধনী সঙ্গীত ধরলো।

তখনি একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। পার্লারমেইডকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এসব জিনিসের ধুলো মোছে কে?'

'কেন, হাউসমেইড মেরী?'

'যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। অফিসার, আমি আগেই বুঝেছিলাম যে মেরী হচ্ছে লন্ডনের মধ্যে জিনিস ভাঙার সেরা ওস্তাদ। কি ঘটেছে বুঝলেন? পাজি মেয়েটা আমার ফটোর কাঁচ ভেঙে ফেলেছে। এবং খোলাখুলি, সততার সঙ্গে সেটা স্বীকার করার ইচ্ছে না থাকায়, ছবিটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।'

'হো! হো!' তবু পুলিসটির মাতাল-সঙ্গীত বন্ধ হলো না।

'ঠিক আছে, ওকে জিজ্ঞেস করুন, জিজ্ঞেস করুন ওকে নিচে গিয়ে।'

পুলিসটি পার্লারমেইডকে বললো নিচে গিয়ে মেরীকে জিজ্ঞেস করে আসতে। আমার দিকে বিষদৃষ্টি হেনে মেয়েটি বেরিয়ে গেল। পুলিস দাঁড়ালো দরজা আগলে। আমি রুমের মধ্যে পায়চারি শুরু করলাম।

'আপনার খেলটা কি?' প্রশ্ন করলো পুলিসটা।
'একটু ঘুরেফিরে দেখছি। ওরা হয়তো জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করেছে।'
'হো! হো!'
হঠাৎ দেখলাম আমি জানালার সামনে। তলার দিকে ইঞ্চি ছয়েক খোলা। বাইরে উজ্জ্বল রোদে স্নাত প্রকৃতি। না। নিজেকে আমি দ্রুত চিন্তায় অভ্যস্ত ব্যক্তি বলে দাবি করবো না, তবে কেউ যেন আমার কানে কানে বলে দিলো, 'বার্ট্রাম রে, পালা, এক্ষুণি বেরিয়ে যা!' অলক্ষিতে হাতের আঙুলগুলো শার্সির নিচে দিয়ে ঝট্‌কা মেরে ওটা তুলে ফেললাম এবং পরমুহূর্তেই লাফিয়ে পড়লাম বাইরের একটা ঝোপের ভেতর। পুলিসটির বিশাল মুখটা দেখা গেল জানালায়। আমি উঠে দৌড় মারলাম গেট-এর দিকে।
'হাই!' চেঁচিয়ে উঠলো পুলিসটা।
ছুটতে ছুটতে বেশ কিছুদূর গিয়ে জবাব দিলাম, 'হো!'
একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে পেছনের সীটে আরামে বসে নিজেকে বললাম, 'বিঙ্গোর জন্য এটাই আমার শেষ কাজ।'
ফ্ল্যাটে ফিরে চুল্লীর ওপরে দুই পা তুলে হুইস্কিতে চুমুক দিতে দিতে ঠিক এ কথাগুলোই বললাম জীভ্‌সকে।
'আর নয়, জীভ্‌স! আর কখনো নয়!'
'তা বেশ, স্যার–'
'না, আর কোনোদিন নয়!'
'তা বেশ, স্যার–'
'বলছো কি তুমি? তা বেশ, স্যার! মানে কি?'
'স্যার, মি. লিট্‌ল একজন নাছোড়বান্দা তরুণ, আর আপনার স্বভাবটা হচ্ছে নরম এবং দয়ালু–'
ঝট্ করে পা দু'টো চুল্লীর ওপর থেকে নামিয়ে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'জীভ্‌স, তোমার পরামর্শ কি? কি করা উচিত?'
'তা স্যার, আমার বিবেচনায় সামান্য স্থান পরিবর্তন আপনার জন্য ভালো হবে।'
'এখান থেকে উধাও হয়ে যাওয়া?'
'ঠিক তাই, স্যার। আমার সুপারিশ হচ্ছে, স্যার, আপনি আপনার মতটা বদলে হ্যারোগেট-এ মি. জর্জ ট্র্যাভার্স-এর কাছে চলে যান।'
'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক। হ্যাঁ, তুমি সম্ভবত ঠিক কথাই বলেছো। লণ্ডন থেকে হ্যারোগেট কতো দূর?'
'দু'শো ছয় মাইল, স্যার।'
'হ্যাঁ, মনে হয় তোমার কথাই ঠিক। আজ দুপুরের পরে কোনো ট্রেন আছে?'
'আছে, স্যার। ওটা সহজেই ধরতে পারবেন।'
'ঠিক আছে তাহলে। ব্যাগের ভেতর কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখো।'
'আমি সেসব করেই রেখেছি, স্যার।'
'হো!' বলে উঠলাম খুশি হয়ে।

অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে জীভ্‌সের কথা সব সময়ই ঠিক। স্টেশনে আমাকে খুশি করে তোলার জন্য সে বলেছিল যে হ্যারোগেট শহরটা আমার কাছে খারাপ লাগবে না। কি আশ্চর্য, তার কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। প্রথমে যখন আমাকে বলা হয়েছিল এখানে আসতে, তখন আমার খেয়াল হয়নি যে ওখানে সবাই যখন শরীর সারাতে আর অষুধ গিলতে ব্যস্ত থাকবে তখন একমাত্র আমিই আরামসে ঘুরে বেড়াবো। অন্যেরা কষ্ট করছে, আমি করছিনে–এ অনুভূতিটা যে কিরকম সন্তোষজনক তা আপনারা জানেন না।
ধরুন, আমার চাচা জর্জ। তাঁকে এক নজর দেখেই ডাক্তার বলে দিয়েছেন যে কোনোরকম মাদক তরল পদার্থ স্পর্শ করা চলবে না, প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় পাহাড় বেয়ে নেমে রয়্যাল পাম্প-হাউস রুমে গিয়ে বারো আউন্স গরম লাল লোনা পানি আর ম্যাগনেশিয়া গিলতে হবে। এভাবে বললে ব্যাপারটাকে তেমন কঠিন মনে হবে না। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ থেকে জেনেছি যে কাজটা গত বছরের কিছু বাসি পচা ডিমকে সাগরের

পানিতে ফেটিয়ে গলাধঃকরণের সমতুল্য। আঙ্কল জর্জ-যিনি ছেলেবেলায় আমাকে শাসন-পীড়ন করেছেন-ঐ বস্তুটি গিলছেন এবং তার জন্য সকাল সোয়া আটটায় বিছানা ছেড়ে উঠছেন, এটা ভাবতেই মনটা আনন্দে কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

বিকেল চারটায় তিনি আবার নামেন পায়ে হেঁটে পাহাড় থেকে, আবার তাঁকে গিলতে হয় ঐ বস্তু। রাতে আমরা একত্রে ডিনারে বসি। চেয়ারে হেলান দিয়ে চুমুক দেই ওয়াইনের পেয়ালায়, আর তিনি আমাকে শোনান বস্তুটির স্বাদ কি রকম : আহ্, কি আদর্শ জীবন আমার জন্য!

তাঁর বৈকালিক ভোজ গ্রহণের দৃশ্যটা দেখার জন্য আমি সাধারণত সঙ্গে যাই। কারণ, আমরা উস্টাররা অন্য যে কারো মতো হাসতে ভালবাসি। এ দৃশ্য উপভোগের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝামাঝি একদিন শুনলাম কে যেন আমার নাম উচ্চারণ করছে। ফিরেই দেখি, আন্ট ডাহ্‌লিয়া।

বললাম, 'হ্যাল্লো! আপনি এখানে কি করছেন?'

'আমি টমের সঙ্গে এসেছি গতকাল।'

আঙ্কল জর্জ ঐ নারকীয় পানীয় থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'টমও কি অষুধ খাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিও।'

আঙ্কল জর্জকে এতো খুশি হয়ে উঠতে কয়েক দিনের মধ্যে দেখিনি। অষুধের তলানিটুকু গিলে ফেলে তিনি বলে উঠলেন, 'আহ্!' তারপর একটুখানি হাঁটাহাঁটি করে চলে গেলেন ম্যাসেজ-এর জন্য।

'কাগজের ঝামেলা ছেড়ে আপনি যে আসতে পারবেন তা ভাবিনি। বলি, কাগজটা টেঁসে যায়নি তো?'

'টেঁসে যাবে? কেন, অমন কথা আমি বলবো না। আমার এখানে থাকার সময়টায় এক বন্ধু ওটা দেখাশোনা করবেন। টম আমাকে হাজার কয়েক দিয়েছে এবং বলেছে যে চাইলেই আরো দেবে। আমি লেডি ভ্যাবলোক-হাইড-এর "এক দীর্ঘ জীবনের অকপট স্মৃতিকথা" কিস্তিবন্দী হিসেবে ছাপার অধিকার কিনে নিয়েছি। একেবারে গরমাগরম জিনিস, বুঝলে বার্টি! আমার সার্কুলেশন নির্ঘাত দ্বিগুণ হয়ে যাবে। লন্ডনের অর্ধেক নামজাদা লোক অন্তত বছরখানেক হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে থাকবে।'

'ওহ্, আপনি তাহলে বেশ জমিয়ে ফেলেছেন। বলি, মিসেস লিট্‌ল-এর ঐ লেখাটার কি হলো?'

'বার্টি, আমার সামনে ঐ মহিলার নাম করো না। জঘন্য মেয়ে মানুষ!'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনারা পরস্পরের বন্ধু!'

'বন্ধুত্ব আর নেই। তোমার কি একথা বিশ্বাস হবে যে তিনি আমাকে সরাসরি ঐ লেখাটা দেবেন না বলে দিয়েছেন?'

'কি?'

'তাঁর বাবুর্চি তাঁকে ছেড়ে আমার কাছে চলে এসেছে। এই কারণে আমার ওপর তাঁর প্রচণ্ড রাগ।'

'আনাতোল তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছে? তাহলে পার্লারমেইডটার কি হলো?'

'বার্টি, কি সব আবোল-তাবোল বকছো? কি বলতে চাও তুমি?'

'আরে, আমি বুঝেছিলাম…'

'তুমি জীবনে কোনদিন কিছু বোঝোনি। যাকগে, টমের কথা শোনো। বেচারা টম এসব অষুধ খেতে চায় না। কিন্তু আমি তাকে এই বলে চাঙ্গা করে তুলি যে এগুলো খেলে সে আনাতোলের রান্না ভোগ করার উপযুক্ত হয়ে উঠবে। বার্টি, একটা ওস্তাদ লোক ঐ আনাতোলটা, আসল গুণী। ওকে হারিয়ে মিসেস লিট্‌ল যে অতোটা চটেছেন এতে আমি বিস্মিত হইনি। কিন্তু একটা ব্যক্তিগত মতভেদের কারণে ঐ লেখাটা আমাকে দিতে অস্বীকার করার কোনো অধিকার তাঁর নেই। ঐ লেখাটা অন্য কাউকে বিক্রি করলে আমি মামলা ঠুকে দেবো তাঁর বিরুদ্ধে, কারণ আমার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ওটা তৈরি করেছেন।

আমার সাক্ষী আছে এ ব্যাপারে।'

'কিন্তু আমার কথা শুনুন...'

'ওহ্ আরেকটা কথা, বার্টি, তোমার লোক জীভ্স সম্পর্কে আগে যেসব কঠোর মন্তব্য করেছিলাম সেগুলো আমি প্রত্যাহার করছি। লোকটা খুবই উপযুক্ত।'

'জীভ্স?'

'হ্যাঁ, আলাপ-আলোচনাটা তো জীভ্সই চালিয়েছে এবং চালিয়েছে বেশ ভালোই। এবং এতে সে ঠকেনি। সেদিকটা আমি দেখেছি। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আরে, এখনি কোনো ট্যাফোঁ না করে টম কয়েক হাজার দিয়ে দিলো। আনাতোল-এর রান্না নিয়মিত খেতে থাকলে সে কি করবে তা ভাবতেই মাথা ঘুরে যায়। সে ঘুমের মধ্যেও চেক সই করতে থাকবে।'

আমি উঠলাম। আন্ট ডাহ্লিয়া থেকে গিয়ে আঙ্কল টম-এর অষুধ গেলার দৃশ্য উপভোগ করতে জোর দিয়ে বললেন। কারণ, তাঁর ভাষায়, অমন দৃশ্য না দেখা কারো উচিত নয়। কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে আঙ্কল জর্জকে একট বিদায় বাণী লিখে লন্ডনগামী ট্রেনে চেপে বসলাম।

'জীভ্স, খোলাখুলি বলে ফেলো তো সব,' স্নান সেরে ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করে বললাম ওকে।

'স্যার?'

'আমাকে বলো কেমন করে কাণ্ডটা তুমি ঘটালে। আমি শুনে গিয়েছিলাম যে আনাতোল পার্লারমেইডটাকে ভালোবাসে—কে জানে কেন—এতো ভালবাসে যে ওকে ছেড়ে যাবে না। তাহলে গেল কি করে?'

'কিছু সময় আমিও বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি করবো। তারপরে স্যার, ভাগ্যক্রমে একটা তথ্য আবিষ্কার করে ফেলি।'

'কি তথ্য?'

'ঘটনাক্রমে আমি মিসেস ট্র্যাভার্স-এর হাউসমেইড-এর সাথে গল্প করছিলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায় যে মিসেস লিট্ল একজন ভালো হাউসমেইড চেয়েছিলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বেশি বেতন পেলে মিসেস ট্র্যাভার্স-এর চাকরি ছেড়ে সে মিসেস লিট্ল-এর ওখানে যাবে কিনা। সে রাজি হলো। মিসেস লিট্ল-এর সঙ্গে দেখা করে আমি বিষয়টার নিষ্পত্তি করলাম।'

'বেশ, কিন্তু আবিষ্কারটা কি করলে?'

'স্যার, আবিষ্কারটা হলো এই যে মেয়েটি অল্প কিছুকাল আগে আরেক জায়গায় কাজ করতো। সেখানে তার আনাতোল নামে এক সহকর্মী ছিলো। আনাতোল, এসব ফরাসীরা প্রায়ই যা করে বেড়ায় সেভাবে, মেয়েটির সাথে প্রেম করে। কার্যত, আমি যা বুঝেছি, ওরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তারপর একদিন সকালে আনাতোল লা-পাত্তা হয়ে যায়। একেবারে উধাও হয়ে যায় বেচারী মেয়েটাকে একটা ঠিকানা পর্যন্ত না দিয়ে। আপনি, স্যার, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছেন যে এ আবিষ্কারটা সব কিছুর সমাধান সহজ করে দিলো। আনাতোল-এর জন্য মেয়েটির আর কোনো টান ছিলো না। কিন্তু আনাতোল? দুইটি তরুণীর সাথেই সে প্রেমের অভিনয় করেছে। এখন একই ছাদের নিচে উভয়ের সাথে একত্রে বসবাসের পরিণাম ভেবে সে ঘাবড়ে যায়...'

'বুঝেছি, বুঝেছি, ব্যাপারটা হয়েছিল খরগোশকে ভড়কে দেয়ার জন্য গর্তের ভেতর বেজী ঢুকিয়ে দেয়ার মতো।'

'পরিকল্পনাটা, স্যার, প্রায় ঐ রকমই ছিলো। মিসেস ট্র্যাভার্স-এর হাউসমেইড আসছে শুনেই আনাতোল মিসেস লিট্ল-এর বাড়ি ছেড়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে মিসেস ট্র্যাভার্স-এর ওখানে চাকরি নিয়ে নিলো। তুখোড় লোক, স্যার, এই ফরাসীগুলো।'

'জীভ্স, তুমি একটা জিনিয়াস।'

'আপনার মুখে একথা শুনে কৃতার্থ হলাম, স্যার।'

'মি. লিট্ল কি বললেন এ ব্যাপারে?'

'তাঁকে সন্তুষ্ট মনে হয়েছে, স্যার।'

'তিনি কি তোমাকে...'

'হ্যাঁ, স্যার, বিশ পাউণ্ড।'

'আমার আন্ট বললেন যে তিনি ..'

'হ্যাঁ, স্যার, তিনি মুক্তহস্ত। পঁচিশ পাউন্ড।'

'জীভ্‌স, তুমি যে টাকশাল বসিয়ে ফেললে!'

'হ্যাঁ, স্যার, আমার সঞ্চয়ে আরো কিছু জমা দিয়েছি। মিসেস লিট্‌ল তাঁর জন্য ওরকম একজন ভালো হাউসমেইড যোগাড় করে দেয়ায় খুশি হয়ে আমাকে দশ পাউন্ড দিয়েছেন। তার পরে আছেন মি. ট্র্যাভার্স...'

'আঙ্কল টমও তোমাকে কিছু দিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার। তিনিও খুব উদারতা দেখিয়েছেন। আলাদাভাবে তিনি আমাকে পঁচিশ পাউন্ড দিয়েছেন। মি. জর্জ ট্র্যাভার্স...'

'আঙ্কল জর্জও?'

'সত্যি, স্যার। আমি নিজেই বুঝতে পারছিনে কেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে দশ পাউন্ডের একখানা চেক পেয়েছি। তাঁর মনে বোধহয় এমন একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে হ্যারোগেট-এ তাঁর সাথে গিয়ে আপনার থাকার পেছনে আমার হাত ছিলো।'

হা করে তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে। বললাম, 'সবাই যখন দিলো,তখন জিনিসটাকে একটা সর্বসম্মত ব্যাপারে পরিণত করার জন্য আমারো বোধহয় কিছু দেয়া উচিত। ধরো, এ পাঁচ পাউন্ড নাও।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এটা অত্যন্ত...'

'তুমি ইতোমধ্যে যা পেয়েছো সে তুলনায় এটা তেমন কিছু নয়।'

'ওহ, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, স্যার...'

'কেন দিলাম তা আমি জানিনে।'

'না, স্যার।'

'তবু দিলাম।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

উঠে দাঁড়ালাম। 'বেশ দেরি হয়ে গেল। কিন্তু আমি বাইরে যাবো। কোথাও গিয়ে কিছু খেয়ে নেবো। চারদিকে ঘুরবো একটু। হ্যারোগেট-এ দু'হপ্তা কাটানোর পরে এটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, স্যার। কাপড়-চোপড়গুলো আমি বের করে দেবো।'

'জীভ্‌স, পীবডি অ্যান্ড সিম্‌স ঐ রকম সিল্ক শার্টগুলো পাঠিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি ফেরত দিয়েছি।'

'ফেরত দিয়েছো।'

'হ্যাঁ, স্যার।'

মিনিটখানেক তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। কিন্তু কি বলবো ভেবে পেলাম না।

বার্টির মত পরিবর্তন: জীভ্‌স-এর জবানীতে

গত কয়েক বছরে প্রায়ই দেখা গেছে যে আমার পেশায় যারা নামছে সেসব তরুণরা আমার কাছে আসছে দু-একটা উপদেশ শোনার জন্য। এতে আমি ভাবলাম যে আমার পদ্ধতিটাকে একটা সংক্ষিপ্ত ফরমুলার আকারে তৈরি করে নিলেই ওদেরকে উপদেশ দিতে সুবিধে হবে। আমার নীতিবাক্য হলো–উদ্ভাবনশীলতা আর বিচক্ষণতা। বিচক্ষণতা আমার রয়েছেই সব সময়। আর উদ্ভাবনশীলতার ব্যাপারে বলতে পারি যে একজন জেন্টলম্যানের, খাস জেন্টলম্যানের, প্রাত্যহিক জীবনে যেসব ছোটখাটো সমস্যা অনিবার্যভাবে দেখা দেয় সেগুলোর মোকাবিলায় আমি কিঞ্চিৎ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে পেরেছি। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমার মনে পড়ছে ব্রাইটনের কাছে সেই ইয়ং লেডিদের স্কুলের ঘটনাটা। ওটা ঘটে যখন আমি একদিন সন্ধ্যায় মি. উস্টারের জন্য হুইস্কি আর সাইফন (হুইস্কি টানার বাঁকা নল) আনামাত্রই তিনি অত্যন্ত খিট্‌খিটে মেজাজে আমার সঙ্গে কথা বলেন সেই সময়ে। 'বাদ দাও ওসব, জীভ্‌স! অন্তত অন্য টেবিলে রেখে দাও,' বলেন তিনি সুস্পষ্ট বিরক্তির সাথে।

আমি বলি, 'স্যার?'

'প্রতি রাতে বাদ দাও ওসব,' বলে গেলেন তিনি গোমড়ামুখে। 'প্রতি রাতে তুমি ঠিক একই সময়ে একই ট্রে-তে একই জিনিস এনে একই টেবিলে রাখছো। বিরক্তি ধরে গেছে আমার, বুঝলে? এ বিশ্রী একঘেয়েমিটাই এটাকে ভয়ানকভাবে বিশ্রী করে তুলেছে।'

স্বীকার করছি যে তাঁর কথাগুলো আমাকে কিছুটা শঙ্কিত করে তোলে। আগে যাঁদের চাকরি করেছি সেসব ভদ্রলোকদেরও প্রায় একইভাবে কথা বলতে শুনেছি এবং প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এর মানে দাঁড়াতো এক রকম: তাঁদের মাথায় বিয়ের চিন্তা ঢুকেছে। কাজেই, খোলাখুলি স্বীকার করছি, মি. উস্টার যখন ওভাবে কথা বললেন তখন আমি বিচলিত হলাম। তাঁর আর আমার মধ্যেকার সন্তোষজনক সম্পর্কটা বিনষ্ট হোক তা আমি চাইনি। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে সামনের দরজা দিয়ে বৌ এসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অবিবাহিত জীবনের খাস খানসামাকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়।

'এটা অবশ্য তোমার দোষ নয়,' বলে গেলেন মি. উস্টার। 'তোমাকে দোষ দিচ্ছিনে। কিন্তু সত্যি, মানে, তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে–অর্থাৎ, জীভ্‌স, গত কিছুদিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি যে আমার জীবনটা শূন্য। আমি নিঃসঙ্গ, জীভ্‌স।'

'আপনার তো অনেক অনেক বন্ধু আছে, স্যার।'

'বন্ধু থাকলে কি লাভ?'

'এমার্সন বলেন, বন্ধু হচ্ছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি,' স্মরণ করিয়ে দিলাম তাঁকে।

'এর পর দেখা পেলে তোমার এমার্সনকে বলে দিও যে তিনি একটি আস্ত গাধা।'

'খুব ভালো কথা, স্যার।'

'জীভ্‌স, আমি চাই–জীভ্‌স, তুমি কি সেই নাটকটা–ধুত্তোর, নামটা ভুলে গেছি–দেখেছো?'

'না, স্যার।'

'ঐ যে কি-যেন-নাম হলটায় চলছে। কাল রাতে গিয়েছিলাম। নায়কটি বেশ হাসিখুশি ছোঁড়া, ঘুরে বেড়ায় আনন্দে। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে কোত্থেকে এসে ওকে বলে যে সে ওর মেয়ে। ছোঁড়াটা যেন আকাশ থেকে পড়লো! বলে কি মেয়েটা! লোকজন জুটে গেল। তারা বললো, কি হে, ব্যাপার কি? ও বললো, কিসের কি? তারা বললো, এ ব্যাপারে কি করছো? ও বললো, তোমরা যদি তাই চাও তাহলে ঠিক আছে। এই বলে বাচ্চাটাকে নিয়ে ছোঁড়াটা চলে গেল। কি বলতে চাচ্ছি বুঝলে তো, জীভ্‌স? বলছি যে ছোঁড়াটাকে আমার ঈর্ষা হলো। আর মেয়েটাও দারুণ বটে। কেমন বিশ্বাস নিয়ে ওর গলা জড়িয়ে রইলো। বুঝলে জীভ্‌স, আমার একটা মেয়ে থাকলে ভালো হতো। আহা একটা মেয়ে পাবার প্রক্রিয়াটা যদি

জানতাম!'

'স্যার, আমার বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে বিয়েই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।'

'না, বলছি একটা বাচ্চাকে পোষ্য হিসেবে নেয়ার কথা।'

'সেই প্রক্রিয়াটা খুবই জটিল এবং শ্রমসাধ্য হবে বলে মনে হয়।'

'তাহলে, আমি কি করতে পারি শোনো। আগামী সপ্তাহে আমার বোন আসছে ভারত থেকে তিনটি ছোট্ট মেয়ে নিয়ে। এ ফ্ল্যাটটা ছেড়ে একটা বাড়ি নেবো এবং সবাই মিলে থাকবো। আহা, কি চমৎকার পরিকল্পনা! ছোটো ছোটো শিশুরা কলকল করে কথা বলবে, ছোটো ছোটো পা দুপদাপ করে ছোটাছুটি করবে সবখানে, তাই না, জীভ্‌স?'

অতিকষ্টে উদ্বেগ দমন করলাম। মি. উস্টার যা করবেন বললেন তা করা হলে আমাদের আরামের আস্তানা আর থাকবে না। আমার জায়গায় অন্য লোক হলে এ অবস্থায় যে আপত্তি তুলে বসতো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি এ ভুলটা করলাম না।

'আমার মনে হয়, স্যার, ইনফ্লুয়েঞ্জার পরে আপনার শরীরটা এখনো ঠিক হয়নি। আপনার সাগরের ধারে ক'দিন বিশ্রাম দরকার। ব্রাইটন খুব ভালো জায়গা, স্যার।'

'তুমি কি বোঝাতে চাও যে আমি শরীর ভালো না থাকার দরুন এসব কথা বলছি?'

'মোটেই না, স্যার। আমি শুধু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ক'টা দিন বাইরে কাটিয়ে আসতে বলছি।'

কিছুক্ষণ ভেবে মি. উস্টার বললেন, 'তোমার কথা যে ঠিক নয় তা বলতে পারছিনে। জিনিসপত্র গুছিয়ে কাল আমাকে নিয়ে যেতে পারো।'

'খুব ভালো কথা, স্যার।'

'ফিরে এসে আমি আমার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাবো।'

'তাই যাবেন, স্যার।'

যাক, একটু দম নেবার সময় তো পাওয়া গেল। বুঝলাম, যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করতে হবে খুব দক্ষতার সাথে। এমন গোঁ ধরতে মি. উস্টারকে আগে কখনো দেখিনি। মনিবরা হচ্ছেন ঘোড়ার মতো। তাঁদেরকে সামলাতে হয়। কেউ কেউ পারে, কেউ পারে না। আমি খুশির সাথে বলতে পারি যে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি।

ব্রাইটনে থাকতে আমার খুবই ভালো লাগছিল এবং আরো ক'দিন থাকার ইচ্ছে হচ্ছিলো। কিন্তু মিস্টার উস্টার দু'দিনেই অস্থির এবং ক্লান্ত হয়ে উঠলেন, তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আমাকে বললেন পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে গাড়ি নিয়ে আসতে হোটেলে। পরদিন লন্ডন রোড ধরে আমরা ফিরে চললাম। মাইল দুই যাবার পর লক্ষ করলাম-একজন খুদে লেডি রাস্তায় আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে জোরেসোরে হাত নাড়ছে। ব্রেক কষে গাড়িটা থামালাম।

তন্দ্রা ভাঙলো মি. উস্টারের। বললেন, 'গাড়ি থামাসে কোন্ মতলবে, জীভ্‌স?'

'সামনে দেখলাম একজন ইয়ং লেডি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন হাত নেড়ে। তিনি এখন এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে।'

মি. উস্টার তাকালেন সামনের দিকে। 'হ্যাঁ, দেখছি ওকে। মনে হয় লিফট চায়।'

'আমারো তাই মনে হয়েছে, স্যার।'

'বেশ সুন্দর বাচ্চা। কিন্তু এই মহাসড়কে ঘোরাঘুরি করছে কেন মেয়েটা কে জানে,' বললেন মি. উস্টার।

'স্যার, তাঁর ভাবসাব দেখে আমার মনে হচ্ছে তিনি বিনা ছুটিতে স্কুল থেকে পালিয়েছেন।'

বাচ্চা মেয়েটি আমাদের কাছে পৌঁছতেই মি. উস্টার বললেন, 'হ্যাল্লো-অ্যাল্লো-অ্যাল্লো! তুমি লিফ্‌ট চাও?'

খুব খুশি হয়ে মেয়েটি বললো, 'লিফ্‌ট দিতে পারবেন?'

'কোথায় যেতে চাও?'

'এক মাইল গেলে বাঁ দিকে একটা মোড় আছে। আমাকে ওখানে নামিয়ে দিলে বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে পারবো। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমার জুতোয় একটা পেরেক বেরিয়ে পড়েছে।'

পেছন দিকে উঠে পড়লো মেয়েটি। স্বর্ণকেশী, বোঁচা নাক, মুখে এক গাল হাসি। বয়স মনে হয় প্রায় বারো। আলাপের সুবিধার জন্য একটা বাড়তি সিট নামিয়ে সে হাঁটু গেড়ে

বসলো ওটার ওপর।

'আমি খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে যাবো। মিস টমলিনসন রেগে আগুন হয়ে যাবেন।'

'তাই নাকি?' বললেন মি. উস্টার।

'আজ অর্ধেক দিন ছুটি, বুঝলেন? আর আমি সবার নজর এড়িয়ে চলে গেলাম ব্রাইটনে। কারণ আমার ইচ্ছে হয়েছিল জেটিতে গিয়ে স্লট-মেশিনে পেনি ফেলে কি হয় দেখতে। ভেবেছিলাম ঠিক সময়ে চলে আসতে পারবো, আমি যে ওখানে গিয়েছি তা কেউ টের পাবে না। কিন্তু জুতোর ভেতরে পেরেক উঠে দেরি করিয়ে দিলো। এখন ভয়ানক হাঙ্গামা বেঁধে যাবে। যাক, যা হবার হবে। কিচ্ছু করার নেই। এটা কি গাড়ি? সান-বিম নাকি? আমাদেরটা উল্‌সলি।'

মি. উস্টার দৃশত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আমি আগেই বলেছি ঐ সময়টায় তাঁর মনের অবস্থাটা খুবই কোমল হয়ে পড়েছিল, বিশেষত বাচ্চা মেয়েদের ব্যাপারে। তাই এই মেয়েটির করুণ কাহিনী তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করলো।

'এ তো বেশ মুশকিলের কথা,' বললেন তিনি। 'এ বিষয়ে কিছু করা যায় না? জীভ্‌স, তুমি কি মনে করো?'

জবাব দিলাম, 'আমার পক্ষে কিছু বলা তো মানায় না, স্যার। তবে আপনি নিজেই প্রসঙ্গটা তুললেন বলে বলছি যে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমি মনে করি স্কুলমিসট্রেসকে যদি জানানো হয় যে আপনি ছোট্ট লেডিটির বাবার পুরানো বন্ধু, তাহলে অন্যায় হবে না। এ ক্ষেত্রে আপনি মিস টমলিনসনকে বলতে পারেন যে স্কুলের সামনে দিয়ে যাবার সময় ছোট্ট লেডিটিকে ফটকে দাঁড়ানো দেখে গাড়িতে তুলে নিয়ে একটুখানি ঘুরিয়ে এনেছেন। মিস টমলিনসনের বিরক্তি এ অবস্থায় পুরোপুরি দূর না হলেও অনেকটা কমে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

মি. উস্টার যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'তুমি একজন খেলোয়াড় বটে!' আর, ছোট্ট লেডিটি আমাকে চুমু দিতে লাগলো। এ সম্পর্কে আমি শুধু দুঃখের সাথে এটুকু বলতে পারি যে আমাকে চুমু খাবার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছোট্ট লেডিটি চট্‌চটে মিঠাই জাতীয় কিছু একটা খাচ্ছিলো।

মি. উস্টার বললেন, 'জীভ্‌স, তুমি দারুণ ফন্দি বের করেছো। চমৎকার ফলপ্রসূ ফন্দি। এই যে মেয়ে, তোমার বাবার বন্ধু হতে গেলে তোমার নাম-ধাম ইত্যাদি আমার জানা দরকার।'

'অনেক ধন্যবাদ, আমার নাম পেগী মেইনওয়ারিং। আমার বাবার নাম প্রফেসর মেইনওয়ারিং। তিনি অনেক বই লিখেছেন। আপনার সেটা জানা থাকার কথা।'

আমি বললাম, 'দর্শনতত্ত্ব বিষয়ক বিখ্যাত বইগুলোর লেখক। তবে ছোট্ট লেডিটি কিছু মনে না করলে বলতে পারি যে প্রফেসরের অনেক মতামত ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে হাতুড়েসুলভ মনে হয়েছে। স্যার, গাড়িটা কি স্কুলে নিয়ে যাবো?'

'হ্যাঁ, চালিয়ে যাও জীভ্‌স, চালিয়ে যাও। অদ্ভুত কাণ্ড। জানো, আমি জীবনে কখনো মেয়েদের স্কুলের ভেতরে ঢুকিনি।'

'সত্যি, স্যার?'

'অভিজ্ঞতাটা মজারই হবে, কি বলো? জীভ্‌স?'

'তাই হবে মনে হয়, স্যার।'

মেয়েটার নির্দেশমত আধ মাইল লম্বা একটা গলি পেরিয়ে এক বিশাল বাড়ির সামনের দরজায় গাড়ি থামালাম। মি. উস্টার এবং বাচ্চা মেয়েটি ভেতরে যাবার পরক্ষণেই একজন পার্লারমেইড বেরিয়ে এসে আমাকে বললো, 'আপনাকে গাড়িটা ঘুরিয়ে ঐ ছাউনির তলায় রাখতে বলা হয়েছে।'

'আহ! তাহলে সব ঠিক আছে, না? মি. উস্টার কোথায় গেছেন?' বললাম আমি।

'মিস পেগী তাঁকে ওর বান্ধবীদের সাথে দেখা করাতে নিয়ে গেছেন। বাবুর্চি বললো আপনি যেন কিচেনে গিয়ে এক কাপ চা খান।'

'বাবুর্চিকে বলো, আমি সানন্দে রাজি হলাম। গাড়ি সরিয়ে নেয়ার আগে মিস টমলিনসনের সাথে একটু কথা বলতে পারি কি?'

মুহূর্তখানেক পরে আমি তার পিছু পিছু গিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলাম।

প্রথম দৃষ্টিতেই মিস টমলিনসনকে মনে হলো সুশ্রী এবং দৃঢ়চেতা। অনেকটা মি. উস্টারের ফুফু আগাথার মতো। অনর্থক নষ্টামি সহ্য না করার সেই একই রকম ভাবসাব এবং তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর।

'ম্যাডাম, আমি বোধহয় অন্যায় সুযোগ নিচ্ছি, তবে আশা করছি যে আমার মনিব সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলার অনুমতি আমাকে দেবেন। আমার ধারণা মি. উস্টার নিজের সম্পর্কে বেশি কিছু বলেননি,' বললাম তাঁকে।

'তিনি প্রফেসর মেইনওয়ারিং-এর বন্ধু-একথা ছাড়া নিজের বিষয়ে কিছু জানাননি।'

'বলেননি যে তিনিই স্বনামধন্য মি. উস্টার?'

বিস্মিতভাবে মিস টমলিনসন বলে উঠলেন, 'স্বনামধন্য মি. উস্টার?'

'বার্ট্রাম উস্টার, ম্যাডাম।'

মি. উস্টারের সপক্ষে বলবো যে মানসিক শক্তির দিক থেকে তিনি তুচ্ছ হলেও তাঁর নামটার মধ্যে প্রায় অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। নামটা শুনতে একজন কেউকেটার মতো, বিশেষ করে সেই লোকের কাছে, যিনি এইমাত্র শুনেছেন যে মি. উস্টার প্রফেসর মেইনওয়ারিং-এর মতো একজন বিখ্যাত ব্যক্তির অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিঃসন্দেহে এ অবস্থায় কারো পক্ষে চট্ করে বলে দেয়া সম্ভব নয় যে তিনি ঔপন্যাসিক বার্ট্রাম উস্টার, কিংবা দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তক বার্ট্রাম উস্টার, তবে তাঁকে চেনে না বলে নিজের অজ্ঞতা জাহির করাও লোকটার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে। মিস টমলিনসনেরও তাই হলো। আমার পূর্ব ধারণা অনুযায়ী তিনিও হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন, 'ও-বার্ট্রাম উস্টার!'

'তিনি অত্যন্ত মুখচোরা মানুষ, ম্যাডাম। নিজে থেকে কখনো এমন প্রস্তাব করবেন না। তবে আমি তাঁকে জানি তো, তাই নিশ্চিত যে আপনি যদি আপনার খুদে লেডিদের উদ্দেশে একটা ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন তাহলে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। উপস্থিত বক্তৃতায় তাঁর দক্ষতা চমৎকার।'

মিস টমলিনসন বললেন, 'চমৎকার আইডিয়া। এ প্রস্তাবের জন্য তোমার কাছে অত্যন্ত বাধিত হলাম। আমি নিশ্চয়ই তাঁকে অনুরোধ করবো আমার মেয়েদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা বলতে।'

'বিনয় বশত তিনি যদি অনিচ্ছুক বলে ভান করেন?'

'আমি পীড়াপীড়ি করবো।'

'ধন্যবাদ, ম্যাডাম। বাধিত হলাম। এর পেছনে যে আমার হাত রয়েছে তা উল্লেখ করবেন না তো? মি. উস্টার ভাবতে পারেন আমি দায়িত্বের বাইরে কাজ করেছি।'

গাড়িটা ছাউনিতে নিয়ে রাখলাম। বেরিয়ে ভালো করে তাকালাম ওটার দিকে। ভালো গাড়ি, অবস্থাটাও চমৎকার। তবু কেন জানি না মনে হলো যে গাড়িটার কিছু একটা গড়বড়-বেশ গুরুতর রকমের গড়বড় দেখা দিতে যাচ্ছে-যা ঠিক করতে ঘণ্টা কয়েক লেগে যেতে পারে।

এসব ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব ধারণা মানুষের মনে জাগে বৈ কি!

আধঘণ্টা পরে গাড়িতে হেলান দিয়ে নীরবে একটা সিগারেট টানছি–এমন সময় মি. উস্টার এলেন। তাঁকে দেখে সিগারেটটা সরাতে গেলাম মুখ থেকে। তিনি বললেন, 'থাক, সরাবার দরকার নেই। আমি আসলে তোমার কাছে একটা সিগারেট চাইতে এসেছি। আছে নাকি?'

'আছে, স্যার, কম দামী।'

'দাও,' বলে আগ্রহের সাথে তিনি সিগারেট নিলেন। তাঁকে কিছুটা হয়রান মনে হলো এবং তাঁর চোখে একটা খ্যাপাটে ভাব লক্ষ করলাম।

'অদ্ভুত ব্যাপার, জীভ্‌স, আমার সিগারেট কেসটা কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি। পাচ্ছিনে।'

'দুঃখিত হলাম শুনে। ওটা গাড়িতে নেই, স্যার।'

'নেই? তাহলে পড়ে গেছে কোথাও। জীভ্‌স, ছোটো মেয়েগুলো না, বেশ মজার, বুঝলে?'

'খুবই মজার, স্যার।'

'অবশ্য আমি বুঝতে পারি কেউ কেউ ওদেরকে কেন একটুখানি ক্লান্তিকর মনে করে-

বিশেষ করে কি-যে-বলে ঐ অবস্থায়…'

'দলবদ্ধ অবস্থায়, স্যার?'

'হ্যাঁ, সঠিক শব্দ ওটাই। দলবদ্ধ অবস্থায় ওরা একটু ক্লান্তিকর।'

'স্বীকার করতে হয় যে আমারো তাই মনে হতো, স্যার। অল্প বয়সে, চাকরি জীবনের শুরুতে আমি কিছুদিন ইয়াং লেডিদের এক স্কুলে পেজ-বয় ছিলাম।'

'তাই নাকি? জানতাম না তো! আচ্ছা জীভ্‌স, তোমার সময়েও কি ঐ ছোট্ট সোনামণিরা হি-হি করে হাসতো?'

'অবিরাম হি-হি করতো, স্যার।'

'ওরা ওরকম হাসতে থাকলে নিজেকে একটু গাধা-গাধা মনে হয়, কি বলো? ওরা মাঝে মাঝে তোমার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো, তাই না?'

'স্যার, যে স্কুলটায় আমি চাকরি করতাম ওখানকার ইয়াং লেডিদের একটা নিয়মিত খেলা ছিলো। খেলাটায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল ওরা। কোনো পুরুষ অভ্যাগত এলেই ওরা লোকটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে হি-হি শুরু করতো এবং যে প্রথম তাকিয়ে আর হি-হি করে লোকটাকে লজ্জায় লাল করে দিতে পারতো তার জন্য একটা ছোটো পুরস্কারও থাকতো।'

'বলছো কি, জীভ্‌স, সত্যি এরকম হতো?'

'হ্যাঁ, স্যার, এ খেলা খেলে ওরা দারুণ মজা পেতো।'

'ছোটো মেয়েরা যে এমন রাক্ষুসে হতে পারে আমি জানতাম না।'

'ছেলেদের চাইতে বেশি মারাত্মক, স্যার।'

রুমালে মুখ মুছে মি. উস্টার বললেন, 'যাকগে, আমরা চা খাবো, জীভ্‌স। চায়ের পর আশা করি একটু ভালো লাগবে আমার।'

'আশা করা যাক, স্যার।'

কিন্তু ভালো যে লাগবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না।

কিচেনে চা-টা বেশ জমলো। মাখন-রুটিটা, আর পরিচারিকাগুলো বেশ ভালোই ছিলো। স্কুলের ডাইনিং রুমে ডিউটি শেষ করে এসে পার্লারমেইডটি জানালো যে মি. উস্টার সাহসের সাথেই আলাপ-সালাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি ফিরে গেলাম ছাউনিতে। কিন্তু যে-ই গাড়িটাকে আরেকবার নজর বুলিয়ে দেখতে যাবো অমনি মেইনওয়ারিং মেয়েটি এসে হাজির।

'মি. উস্টারকে এ জিনিসটা দেবেন কি?' বলে সে হাত বাড়িয়ে আমাকে মি. উস্টারের সিগারেট-কেসটা দিলো। 'তিনি বোধহয় ওটা কোথাও ফেলে দিয়েছিলেন। কি দারুণ তামাশা! তিনি স্কুলে ভাষণ দেবেন।'

'সত্যি বলছেন, মিস?'

'বক্তৃতা হলে আমরা বেজায় খুশি। আমরা বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি বেচারা বক্তাদের দিকে, ওদের গলা শুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি। গেল বারে একজনের হিক্কা উঠে গিয়েছিল। মি. উস্টারেরও হিক্কা উঠবে নাকি? আপনার কি মনে হয়?'

'ভালোয় ভালোয় তিনি উতরে যাবেন এ আশাই কেবল আমরা করতে পারি, মিস্।'

'আহ্, কি তামাশাই না হবে, কেমন, না?'

'খুবই উপভোগ্য হবে, মিস্।'

'যাই এখন। সামনে সীট পেতে হবে।' লাফাতে লাফাতে চলে গেল সে। বেশ আলাপী মেয়ে। বেজায় প্রাণবন্ত।

মেয়েটি যেতে না যেতেই ছুটে এলেন মি. উস্টার। উদ্বিগ্ন। গভীর-ভাবে উদ্বিগ্ন তিনি।

'জীভ্‌স!'

'স্যার?'

'গাড়ি চালু করো!'

'স্যার?'

'আমি কেটে পড়ছি!'

'স্যার?'

মি. উস্টার নাচতে নাচতে এগিয়ে এলেন কয়েক পা সামনে। 'ওখানে দাঁড়িয়ে খালি

স্যার-স্যার করো না। তোমাকে বললাম যে কেটে পড়ছি। কেটেই পড়ছি! নষ্ট করার এক মুহূর্তও সময় নেই। পরিস্থিতি সঙ্গীন। জানো, কি ঘটেছে? ঐ টমলিনসন মেয়েলোকটা এই মাত্র বলে বসলো যে আমাকে নাকি মেয়েদের সামনে বক্তৃতা দিতে হবে! ঐ গুচ্ছের মেয়েগুলোর সামনে গিয়ে নাকি দাঁড়াতে হবে এবং কথা বলতে হবে। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। গাড়ি স্টার্ট দাও জীভ্‌স! জলদি করো, জলদি করো!'

'অসম্ভব, স্যার। গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে।'

'নষ্ট হয়ে গেছে!' বলে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন মি. উস্টার আমার দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে।

'হ্যাঁ, স্যার। কিছু একটা খারাপ হয়ে গেছে। হয়তো সামান্য কিছু, তবে মেরামত করে নিতে একটু সময় লাগবে।' মি. উস্টার হলেন একজন আরামপ্রিয় তরুণ ভদ্রলোক। গাড়ি চালান, কিন্তু যন্ত্রপাতি কল-কব্‌জা নিয়ে মাথা ঘামান না। তাই ভাবলাম একটু কারিগরি ভাষায় কথা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে। 'মনে হয় গিয়ার বা এগ্‌জস্ট-এ গোলমাল হয়েছে।'

আমি মি. উস্টারের অনুরাগী এবং স্বীকার করছি যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মনটা আমার প্রায় গলে যেতে বসেছিল। একটা বোবা হতাশা নিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে।

'তাহলে আমি ডুবে গেছি! নাকি-' বলার পরেই যেন একটা আশার আলো ঝিলিক দিলো তাঁর চোখে। 'আচ্ছা জীভ্‌স, আমি লুকিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ছুটে পালাতে পারিনে?'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, স্যার,' বলে তাঁর পিছু পিছু হন হন করে অগ্রসরমান মিস টমলিনসনকে সামান্য ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলাম।

'আহ্, আপনি এখানে, মি. উস্টার!'

রোগীর মতো মলিন হেসে মি. উস্টার বললেন, 'হ্যাঁ-কি-যে-বলে-আমি এখানে!'

'আমরা বড় ক্লাসরুমে আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করে আছি।'

'কিন্তু দেখুন, আমি-আমি কি যে বলবো বুঝতে পারছিনে।'

'কেন, যা খুশি তাই বলুন, মি. উস্টার। মাথায় যা আসে তাই বলুন। যেন উপভোগ্য এবং শ্রুতিমধুর হয়,' বললেন মিস টমলিনসন।

'উপভোগ্য এবং শ্রুতিমধুর?'

'বলুন কিছু মজাদার গল্প। কিন্তু হাল্কা হলে চলবে না। মনে রাখবেন আমার মেয়েরা এখন জীবনের সন্ধিলগ্নে। সাহসপূর্ণ, সহায়ক এবং উদ্দীপক কিছু তারা শুনতে চাইবে–এমন কিছু যা তারা পরবর্তী জীবনে স্মরণ করতে পারে। অবশ্য, আপনি ওসব জানেন। আসুন, মি. উস্টার। ওরা অপেক্ষা করে রয়েছে।'

একটু আগে আমি উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং ওটা ভদ্রলোকের খাস অনুচরের জীবনে যে ভূমিকা পালন করে সেকথা বলেছি। ভদ্রলোকের খাস অনুচরকে বদ্ধ দরজার ভেতরে কি ঘটছে তা-ও অবহিত থাকতে হয়। চাবির ছিদ্রপথে উঁকি দেয়াকে আমি ঘৃণা করি। নিজেকে ঐ পর্যায়ে নামাইনি। তবে সব সময় ভেতরের খবর জানার একটা উপায় বের করতে পেরেছি :

বর্তমান ক্ষেত্রে কাজটা সহজ। বড় ক্লাসঘরটি নিচের তলায়। বড় বড় ফরাসী জানালাগুলো খোলা রয়েছে। ঘরটির কাছাকাছি একটা থামের পেছনে দাঁড়িয়ে আমি সবই দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছিলাম। এমন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলে দুঃখই হতো। মি. উস্টার, বলতে পারি, সন্দেহাতীতভাবে অতিক্রম করে গেলেন নিজেকে।

মি. উস্টার হলেন এমন একজন তরুণ ভদ্রলোক যাঁর সব রকম গুণই আছে, কেবল একটি ছাড়া। মগজের কথা বলছিনে, কারণ মনিবদের মগজ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। আমি যে গুণটির কথা বলতে চাচ্ছি তার সংজ্ঞা দেয়া কঠিন, তবে ওটাকে বোধহয় অস্বাভাবিক অবস্থা মোকাবিলার ক্ষমতা বলতে পারি। অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে গেলে মি. উস্টার দুর্বলভাবে হাসতে থাকেন এবং তাঁর চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি নেই। আমার এক প্রাক্তন মনিব মি. মন্টেগু টড, তিনি জেলে আছেন দু'বছর ধরে। তাঁর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ছিলো। আমি প্রায়ই ভাবি, আহা মি. মন্টেগু টড-এর উপস্থিত বুদ্ধির কিছুটা যদি মি. উস্টারের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারতাম! আমি দেখেছি কতো লোক মি. টডকে ঘোড়া দাবড়ানোর মতো দাবড়ানোর ইচ্ছে নিয়ে তাঁর কাছে আসতেন এবং আধঘণ্টা

পরে তাঁরই দেয়া চুরুট টানতে টানতে, আর প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে চলে যেতেন। ঘরভর্তি স্কুলের মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে দু'চার কথা বলে দেয়া মি. টডের জন্য নস্যি টানার মতোই সহজ ব্যাপার হতো। বস্তুত ভাষণ শেষ করার আগেই তিনি তাঁর অসংখ্য কোম্পানীর যে কোনোটাতে ওদের পকেট-খরচের সব টাকাকড়ি লগ্নী করার জন্য ওদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ফেলতেন। কিন্তু মি. উস্টারের জন্য ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় এক চরম অগ্নিপরীক্ষা। তিনি একবার তাকালেন মেয়েগুলোর দিকে। ওরা তাঁর দিকে চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে। চোখ পিটপিট করে তিনি তাঁর কোটের হাতা ধরে টানতে লাগলেন দুর্বলভাবে। তাঁর অবস্থা দাঁড়ালো সেই বোকা ছোঁড়াটার মতো-যে যাদুকরের কথায় ভুলে নিজের বিচারবুদ্ধির মাথা খেয়ে জাদুকরকে সহায়তা করার জন্য লাফিয়ে উঠেছে মঞ্চে এবং তারপর হঠাৎ দেখছে যে যতো রাজ্যের খরগোস আর সেদ্ধ-ডিম বের করা হচ্ছে ওর মাথার চাঁদি থেকে।

শুরুতে মিস টমলিনসনের সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর উদ্বোধনী ভাষণ।

তিনি বললেন, 'মেয়েরা, তোমাদের কারো কারো সাথে মি. উস্টারের-মি. বার্ট্রাম উস্টারের ইতোমধ্যেই দেখা হয়েছে এবং তোমরা সবাই আশা করি এ বিখ্যাত মানুষটিকে চেনো।'

এখানে, দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, মি. উস্টার গড়গড়া করার মতো বিকট শব্দে হেসে উঠলেন এবং মিস টমলিনসনের চোখে চোখ পড়তেই লজ্জায় মুখটা তাঁর লাল হয়ে গেল।

মিস টমলিনসন বলে গেলেন, 'তিনি যাবার আগে তোমাদেরকে দু'চার কথা বলতে দয়া করে রাজি হয়েছেন। আশা করি তোমরা একান্ত মনোযোগ দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুনবে। এবার শুরু হোক।'

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে তিনি ডান হাতটি মেলে ইশারা করলেন। মি. উস্টার দৃশ্যত ঐ কথাগুলো তাঁকেই বলা হয়েছে ভেবে গলা ঝেড়ে বক্তৃতা শুরু করতে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল যে মিস টমলিনসন কথাগুলো বলেছেন ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে, একটা কিছুর ইঙ্গিত হিসেবে, কারণ তাঁর বক্তব্য শেষ হবামাত্রই মেয়েরা সবাই এক সাথে দাঁড়িয়ে গেল এবং মিলিত কণ্ঠে স্তোত্রের মতো গাইতে লাগলো। সুরটা ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু কথাগুলো আমার মনে আছে। কথাগুলো হচ্ছে এ রকম:

অনেক অভিনন্দন তোমাকে!
অনেক অভিনন্দন তোমাকে!
অনেক অভিনন্দন হে প্রিয় অভ্যাগত,
অনেক অভিবাদন,
অনেক অভিবাদন,
অনেক অভিনন্দন তোমাকে!
অনেক অভিবাদন তোমাকে!
তোমাকে!

দেখা গেল, গায়িকাদেরকে কে কোন পর্দা থেকে গাইবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং আমি যেটাকে সহযোগিতামূলক প্রয়াস বলতে পারি তার লেশমাত্রও নেই। প্রতিটি মেয়ে শেষ লাইন পর্যন্ত গেয়ে গেল, তারপর থেমে পিছিয়ে পড়াদের শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। অস্বাভাবিক গায়ন হলেও আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো। কিন্তু মি. উস্টারকে দেখে মনে হলো তাঁর মুখে যেন কেউ ঘুসি মেরেছে। আত্মরক্ষা-মূলকভাবে সামনের দিকে এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন তিনি। তারপর চিৎকারটা থামলো। মিস টমলিনসন বেশ কর্তৃত্বের দৃষ্টিতে তাকালেন মি. উস্টারের দিকে। তিনি চোখ পিটপিট করে, বার কয়েক ঢোক গিলে টলোমলো পায়ে সামনে এগোলেন।

'ইয়ে, তোমরা জানো-' বললেন তিনি। এবং বলেই তাঁর খেয়াল হলো যে আনুষ্ঠানিক রীতি অনুযায়ী তিনি শুরু করেননি। 'লেডিজ-' সামনের সারির আসনগুলো থেকে ওঠা হি-হির হররা তাঁকে আবার থামিয়ে দিলো।

চাপা নরম স্বরে মিস টমলিনসন বললেন, 'মেয়েরা!'

সঙ্গে সঙ্গে ফল দেখা গেল। সবাই নীরব হলো। মেয়েদের ওপর মিস টমলিনসনের

নিয়ন্ত্রণ দেখে মুগ্ধ হলাম।

আমার মনে হলো তিনি এর মধ্যে মি. উস্টারের বক্তৃতার ক্ষমতা পুরোপুরি আঁচ করে ফেলেছেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছেন যে ঐ লোকের কাছ থেকে উদ্দীপনাময় ভাষণ আশা করা যায় না।

তিনি বললেন, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে এবং হাতে বেশি সময় নেই বলে মি. উস্টার তোমাদেরকে মাত্র দু'চারটি উপদেশ দেবেন, যা ভবিষ্যত জীবনে তোমাদের কাজে লাগবে। তারপর আমরা আমাদের স্কুল-সঙ্গীত গেয়ে সন্ধ্যার ক্লাসে চলে যাবো।'

তিনি তাকালেন মি. উস্টারের দিকে।

কোটের কলারের ভেতরের দিকে আঙুল বুলাতে বুলাতে মি. উস্টার বললেন, 'উপদেশ? ভবিষ্যৎ জীবন? কি? আমি বুঝতে পারছিনা–'

'সামান্য কয়েকটা পরামর্শ, মি. উস্টার,' বললেন মিস টমলিনসন দৃঢ়ভাবে।

'ও-হ্যাঁ-ঠিক আছে-বেশ-' মি. উস্টার তাঁর মগজকে দিয়ে কাজ করাতে কি রকম কোশীশ করছেন তা দেখে কষ্ট হলো। 'ঠিক আছে, আমি তোমাদের এমন কিছু বলবো যা প্রায়ই আমার কাজে লেগেছে এবং এ জিনিসটা অনেকেই জানে না। আমি যেবার প্রথম লন্ডনে আসি তখন আমার চাচা হেনরি আমাকে বলেছিলেন, 'দ্যাখো বাপু, তুমি যদি রোমানোর বাইরে দাঁড়াও তাহলে ফ্লিট স্ট্রীটে ল' কোর্টের দেয়ালের ঘড়িটা দেখতে পাবে। কথাটা কখনো ভুলো না। অনেক লোক এটা জানে না। তারা বিশ্বাস করে না যে এটা সম্ভব। কারণ রাস্তার মাঝখানে কয়েকটা গির্জা আছে। ফলে লোকে ভাবে যে গির্জাগুলোর জন্য ঘড়িটা দেখা যাবে না। কিন্তু দেখা যায় এবং এটা জানা থাকা দরকার। যারা এখনো ব্যাপারটা টের পায়নি তাদের সাথে বাজি ধরে তোমরা অনেক টাকা জিতে যেতে পারবে। আমি দিব্যি করে বলছি, তিনি ঠিকই বলেছিলেন। বাজি ধরে কতো টাকা-আধুলিই না আমি–'

মিস্ টমলিনসন একটা কড়া শুষ্ক কাশি দিলেন এবং বাক্যের মাঝখানে মি. উস্টার থেমে গেলেন।

শীতল কণ্ঠে মিস টমলিনসন বললেন, 'মি. উস্টার, আপনি আমার মেয়েদের ছোটখাটো কোনো গল্প বললেই বোধহয় ভালো হবে। আপনি যা বলছেন সেটা খুবই আকর্ষণীয় হলেও একটুখানি-'

'ও-অ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ,' বললেন মি. উস্টার। 'গল্প? গল্প বলবো?' পুরোপরি উন্মত্ত মনে হলো তাঁকে। 'আচ্ছা, তোমরা কি স্টকব্রোকার আর কোরাস গার্ল-এর কেচ্ছাটা শুনেছো?'

হিমশৈলের মতো উঠে দাঁড়িয়ে মিস্ টমলিনসন বললেন, 'আমরা এখন স্কুল-সঙ্গীত গাইবো।'

স্কুল-সঙ্গীত শোনার জন্য অপেক্ষা করবো না বলে স্থির করলাম। মনে হলো যে মি. উস্টারের গাড়ির দরকার হবে সহসা। তাই ছাউনিতে ফিরে গেলাম তাড়াতাড়ি।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মুহূর্ত কয়েক পরেই টলতে টলতে তিনি এসে পড়লেন। মি. উস্টারের মুখটা নির্বিকার নয়। তার মুখ ভেতরের আবেগ-অনুভূতির আয়না। সে মুখ থেকে ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম তাই বেরুলো।

'জীভ্স, পচা গাড়িটা মেরামত হয়েছে?'

'এই মাত্র, স্যার। ওটা নিয়েই এতোক্ষণ গলদঘর্ম হয়েছি।'

'ঈশ্বরের দোহাই তাহলে ছাড়ো! চলো!'

'স্যার, আপনার না খুদে লেডিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার কথা?'

'ওহ্ সেটা আমি দিয়েছি। হ্যাঁ, দিয়েছি বটে।' বললেন তিনি অসম্ভব দ্রুত বার দুই চোখ পিটপিট করে।

'বক্তৃতাটা জমেছিল, আশা করি, স্যার?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ-জমেছিল-অসম্ভব জমেছিলো-কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এক্ষুণি চলে যাওয়া উচিত। আর থাকা ঠিক নয়, কি বলো?'

'নিশ্চয় ঠিক নয়, স্যার।'

সিটে বসে সবে ইঞ্জিন চালু করতে যাচ্ছি এমন সময় একটা শোরগোল কানে এলো এবং তা শোনামাত্রই মি. উস্টার অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে গাড়ির ফ্লোরে শুয়ে কার্পেট দিয়ে

নিজেকে ঢেকে ফেললেন। পুরোপুরি ঢেকে ফেলার আগে আমি তাঁর চোখ দু'টো দেখলাম, তাতে অনুনয়ের দৃষ্টি।

মিস টমলিনসন আরেক মহিলাকে নিয়ে এলেন ছাউনিতে। মহিলাটির উচ্চারণ শুনে অনুমান করলাম-ফরাসী।

'মি. উস্টারকে দেখেছো?' প্রশ্ন করলেন মিস টমলিনসন।

'না, ম্যাডাম।'

ফরাসী মহিলাটি কি বলে উঠলেন তাঁর মাতৃভাষায়।

'কোনো কিছু ঘটেছে, ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ, ঘটেছে! মাদমোয়্যাজেল এইমাত্র কয়েকটি মেয়েকে শ্রুবেরীর ঝোপের মধ্যে বসে সিগারেট টানতে দেখেছেন। জেরার উত্তরে তারা বলেছে যে ঐ জঘন্য জিনিসগুলো মি. উস্টারই তাদেরকে দিয়েছেন,' বলে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। 'নিশ্চয়ই বাগানে কোথাও কিংবা স্কুলঘরে আছেন। লোকটার মনে হয় মাথা বিগড়ে গেছে। আসুন মাদমোয়্যাজেল!'

মিনিটখানেক পরে কার্পেটের নিচে থেকে মাথা বের করলেন মি. উস্টার কচ্ছপের মতো। 'জীভ্‌স!'

'স্যার?'

'শিগগির চলো, স্টার্ট দাও! চলো চলো!'

আমি সেল্‌ফ-স্টার্টারে পায়ের চাপ দিলাম : 'স্যার, স্কুলের মাঠ পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সাবধানে যাওয়াই বোধহয় নিরাপদ, নইলে খুদে লেডিদের কেউ চাপা পড়তে পারেন।'

'পড়ুক না, তাতে আপত্তি কি?' প্রশ্ন করলেন মি. উস্টার অস্বাভাবিক তিক্ততার সাথে।

'কিংবা মিস টমলিনসনও, স্যার।'

'আর বলো না, তোমার কথায় মুখে পানি এসে যাচ্ছে!'

সপ্তাহখানেক পরে। এক রাতে তাঁর জন্য হুইস্কি আর সাইফন আনার পর তিনি বললেন, 'জীভ্‌স! এটা বড় মজার ব্যাপার।'

'স্যার?'

'এই যে রাতের পর রাত তুমি ঠিক সময়ে এক মুহূর্ত দেরি না করে আমাকে হুইস্কি এনে দাও, ওটা গিলে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, এসব। কি নিরাপত্তা, কি আরাম!'

'হ্যাঁ, স্যার। তা সেই ব্যাপারটার কি হলো, স্যার?'

'কোনটা?'

'আপনি যে একটা ভালো বাড়ি খুঁজছিলেন, পেয়েছেন, স্যার?'

'বাড়ি? কিসের বাড়ি?'

'স্যার, আমি তো বুঝেছিলাম যে আপনি এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে একটা বেশ বড় আকারের বাড়ি নিয়ে আপনার বোন মিসেস শোল্ডফিল আর তাঁর তিন ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে থাকতে চান।'

শিউরে উঠলেন মি. উস্টার। বললেন, 'ঐ চিন্তা বাতিল, জীভ্‌স।'

'ভালো কথা, স্যার।'

-ঃ শেষ ঃ-

স্থাপিত-২০০৬
সংগ্রহ নং........
তাং.../..../....